চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

মূল্য ১৷৹

প্রকাশক—

শ্রীবেণুগোপাল ভট্টাচার্য্য

২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রিণ্টার—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত

নলিনী প্রেস

২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড গতবর্ষে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহার আন্তরিক প্রযত্নে ও অর্থ-সাহায্যে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, সেই ভক্ত-প্রবর পরম সদাশয় শ্রীমৎ বিহারী লাল রায় মহোদয়ের একান্ত অভিপ্রায় অনুসারে দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইল। লীলাগ্রন্থ-পাঠে তাঁহার বাসনা চিরদিনই অবিতৃপ্ত। যতই তিনি এই শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করেন, ততই তাঁহার সে তৃষ্ণার উপশান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। "চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হওয়ার পরে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গীত-গোবিন্দ মুদ্রণের সময় হইতেই তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইতে-ছিল যে আমাদের লিখিত "চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি" গ্রন্থে শ্রীগোবিন্দের অতি অল্প কয়েকটী লীলামাত্র আলোচিত হইয়াছে ; সুতরাং উহা পাঠে তাঁহার চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীগোবিন্দের অন্যান্য লীলাও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। তিনি তাঁহার এই অভিপ্রায় আমার নিকট প্রকাশ করেন। আমি তাঁহার এই ভক্তিময়ী বাসনার কথায় সম্মতি দিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীগোবিন্দের আরও কতিপয় লীলা বর্ণন করিতে প্রতিশ্রুত হই এবং তাঁহাকে বলি,—আপনার অভিপ্রায় অবশ্যই শ্রীভগবান্ পূর্ণ করিবেন কিন্তু তখনও আপনার এই তৃষ্ণার শান্তি হইবে না। কেন না, সুরসিক প্রেমিক ভক্তি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় লিখিয়াছেন—

"তৃষ্ণা-- শান্তি নহি হয়, বাড়ে নিরন্তরে"

ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের মধুময়ী লীলা-কথার রসাস্বাদে ভক্তমাত্রের লীলাকথা-শ্রবণের তৃষ্ণা কখনও শান্তি লাভ করিতে পারে না।

যাহা হউক, শ্রীমৎ রায় মহোদয়ের অভিপ্রায়-অনুসারে আমি চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে ভিন্ন ভিন্ন রসাশ্রিত কতিপয় লীলা-সম্বন্ধি

পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া উহার আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থে তৎসকল লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বলাবাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণলীলা অসীম ও অনন্ত। সে রসের তরঙ্গ একবারেই অফুরন্ত। আমার অনুভবের সীমা অতীব সঙ্কীর্ণ। এই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে রসময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের লীলারসের কোন কথাই প্রকাশ করা আমার মত ভাবরসবিহীন ব্যক্তির পক্ষে অতীব অসম্ভব।

পদাবলীসাহিত্যে বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের পদ-সংখ্যাই অধিকতর এবং বিবিধ ভাবরসপূর্ণ। স্থতরাং এই গ্রন্থে বিদ্যাপতির পদালোচনা অপেক্ষা চণ্ডীদাসের পদই অধিকতররূপে আলোচিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমরসাত্মক পদাবলীরই আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি রাসলীলা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হয় নাই। এবার সে অভাব কিয়ৎ পরিমাণে নিরাকৃত হইল। উহার সঙ্গে সঙ্গে দান ও নৌকাখণ্ডাদির আলোচনা করা গেল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মধুর লীলারও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শনের ন্যায় আলোচনা করিয়া এই খণ্ড প্রকাশ করা হইল।

গম্ভীরা-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মধুর-রসেরই অধিকতর আস্বাদন করিয়াছেন। জন্ম ও বাল্যলীলাদি সম্বন্ধে সম্ভবতঃ ততটা রসাস্বাদনে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এই ভাবিয়া আমিও এই গ্রন্থে গম্ভীরা-মন্দিরের রসাস্বাদন-প্রণালীর অনুগতভাবেই প্রথম খণ্ডের ন্যায় লীলা-রসের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া রাম মহোদয়ের অভিপ্রায় ও কথা রক্ষা করিলাম। ইহাতে তাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র তৃপ্তি হইলেই আমি আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব। কিমধিকমিতি।

বৈশাখ ১৩৩৮।
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

শ্রীরসিক মোহন দেবশর্ম্মা।

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি

শ্রীশ্রীরাস-লীলা

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের রসময়ী লীলাকথা চিরনূতন। উহা কখনও পুরাতন হয় না। যদিও "নীলাচলে ব্রজমাধুরী"-গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাসলীলা আলোচনা করা হইয়াছে, তথাপি এই গ্রন্থে এই লীলার আলোচনা সুরসিক ভক্তগণের নিকট পুরাতন বলিয়া মনে হইবে না; ইহাই আমি বিশ্বাস করি। শ্রীরাসলীলা সম্বন্ধে কত কথাই কত স্থানে কত প্রকারে কত কত সুলেখক কতবার লিখিয়াছেন। আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়াও এই প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু গম্ভীরা-লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নীরবে নির্জ্জনে যেরূপভাবে রাসলীলার আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা এই মরজগতের মানুষের পক্ষে ধারণায় আনা একবারেই অসম্ভব। তথাপি ভক্ত পাঠকগণের সেই গূঢ় গভীর লীলাস্বাদনের বাসনা স্বাভাবিক। যাঁহারা এই লীলাস্বাদনের প্রথম প্রবর্ত্তক তাঁহাদের নিমিত্ত বক্তব্য এই যে— শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ব্রজনিকুঞ্জের নিভৃত কক্ষে শ্রীরাধার বিরহ-পাণ্ডুর মুখচ্ছবি মনে করুন। উহার সঙ্গে সঙ্গে রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পরিমৃদিত কমলের ন্যায় শ্রীমুখপঙ্কজ ধ্যাননেত্রে দর্শন করুন। এই ধ্যানের সঙ্গেসঙ্গেই নীলাচলের শ্রীগৌর-গম্ভীরার কথা আপনার ভাবময় ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্বতঃই স্ফুরিত হইবে। আপনি দেখিতে পাইবেন এই স্থলে সর্ব্ব প্রকার লোক-কোলাহল মহানিস্তব্ধতায় ডুবিয়া পড়িয়াছে। প্রাকৃতিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই স্থলের ত্রিসীমাতেও অনুভূত হইবে

না। তখন আপনি দেখিতে পাইবেন, শ্রীরাধা-ভাব-কান্তি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের বিরহ-পাণ্ডুর বদন-মণ্ডলে মণি-মুক্তার মোহন মালার ন্যায় অশ্রুবিন্দু ঝলকে ঝলকে গলিয়া পড়িতেছে ; আর শ্রীপাদস্বরূপ তাহার চরণ-প্রান্তে উপবেশন করিয়া মৃদু মধুর কণ্ঠে গানের তান ধরিয়াছেন। শ্রীরায় রামানন্দ একমনে শ্রীপ্রভুর বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর কখন কখন প্রভুরই উত্তরীয় অঞ্চল দিয়া তাঁহার নয়ন-জল মুছাইয়া দিতেছেন ; কিন্তু সে ধারার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সে অশ্রুজল অবিরল গণ্ড বাহিয়া বক্ষস্থল ভাসাইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভুর ভাব-প্রবাহ একটুকু স্থগিত হইল ; তিনি কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—স্বরূপ, শ্রীগোবিন্দের লীলা অনন্ত ! আমার মনে হয় দিবা নিশি কেবল ঐ লীলা-সাগরেই ডুবিয়া থাকি। এ জন্য তোমাদের প্রতি আমার উৎপাত বড় কম নহে ; মনে করি কাহাকেও আমার নিজের জন্য যাতনা দিব না। নিজের ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিব। কিন্তু সেরূপ ভাবে চুপ করিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। একাকী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকি কিন্তু হৃদয়ে এমনই আবেগের তরঙ্গ উদিত হয়, তখন তোমাদের সঙ্গ না পাইলে কোন ক্রমেই স্থির থাকিতে পারি না। এখন চণ্ডীদাসের শারদ রাসলীলার একটী পদ শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। স্বরূপ মহাপ্রভুর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই ধানশী রাগে গাইতে আরম্ভ করিলেন :—

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি
মাতিল ভ্রমরাগণ॥
তরু-কুল-ডাল ফুল ভরি ভাল
সৌরভে পূরিল তায়।

দেখিয়া সে শোভা জগ-মনে লোভা
ভুলিল নাগর রায় ॥
নিধুবনে আছে রতন-বেদিকা
মণিমাণিক্যেতে বাধা।
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু
তাহাতে হীরার ছাদা ॥
চারিপাশে সাজে প্রবাল মুকুতা
গাঁথানি আটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া কুঞ্জ-কুটীর
নিরুপম শত শত ॥
নেতের পতাকা উড়িছে উপরে
কি তার কহিব শোভা!
অতি রম্য স্থল দেব অগোচর
কি কহিব তার আভা ॥
মাণিক্যের ঘটা কিরণের ছটা
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বলে অতি অপরূপ
নাহিক তাহার পর ॥

গান শেষ হইল। রামরায় বলিল প্রভু, চণ্ডীদাস ঠাকুরের এই পদে স্বভাব-সৌন্দর্য্য এবং সম্পদের ঐশ্বর্য্য তুল্যভাবেই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় লতায় পাতায়, ফুলে ফলে, কোকিল-কূজনে এবং ভ্রমর-গুঞ্জনে শ্রীরাধা গোবিন্দের রাসবিলাস-স্থলীতে যে শোভা সৌষ্ঠবের সৃষ্টি করে, মণি-মুক্তায় বা হীরকের ঝলকে তেমন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য হয় বলিয়া প্রেমিকের ধারণা হয় না। মহাপ্রভু বলিলেন—আমিও সেইরূপ মনেকরি।

রামরায়, কিন্তু কবি তাঁহার হৃদয়-রাজ্যে প্রকল্পিত সমস্ত বৈভবের দ্বারা শ্রীভগবানের লীলা-বিলাস স্থলীসমূহকে সুসজ্জিত করিতে চাহেন। প্রকৃত কথাও এই যে শ্রীভগবানের লীলা-বিলাসে নিখিল বিশ্বের সমস্ত বৈভবেও উহার সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্য সাধন করিতে পারে না। কবি তাঁহার কাব্য-প্রতিভায় যতই প্রকল্পনা করুন না কেন কিন্তু সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য-বৈভবের কোটি অংশের এক অংশও মানবীয় কল্পনায় আসিতে পারে না। স্বয়ং মহর্ষিও রাস-রজনীর বর্ণনায় লিখিলেন ঃ—

"ভগবানোঽপি তাঃ রাত্রিঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"॥

যে রজনীর অচিন্ত্য অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় সৌন্দর্য্যে স্বয়ং ভগবান্ও রমণ করিবার বাসনা করিয়াছিলেন, সেই শারদ রাস-রজনীর শোভাসমূহ বর্ণনা করিতে কাহারই বা প্রবৃত্তি না হয়? সুতরাং পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস শ্রীভাগবতে উক্ত প্রাকৃতিক শোভা-বর্ণনের কথা প্রথমেই উল্লেখ করিলেন। শ্যামল যমুনার শ্যামল তটে শারদ পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্নায় তরুলতা-বল্লরী-বিতান পরিশোভিত কুঞ্জ-কুটীর শারদীয় জ্যোৎস্নারাগে শোভান্বিত হইয়া উঠিল; শুভ্র জ্যোৎস্না শ্রীযমুনার সুনীল সলিলের মৃদুল তরঙ্গে হীরক-কিরণের ন্যায় ঝিকি মিকি দিয়া নাচিতে লাগিল; বন-বল্লরী তরু-পল্লব সেই জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বল-হইয়া উঠিল। মল্লিকা মালতী অসময়েও পূর্ণ শোভায় বিকশিত হইল; ভ্রমর গণ কুঞ্জে কুঞ্জে সুমধুর গুঞ্জনে মঞ্জুল বঞ্জুল-বল্লরী-বিতানে পুঞ্জে পুঞ্জে সুমধুর গুঞ্জন করিয়া স্বভাব-সুন্দর রাসস্থলীকে মুখরিত করিয়া তুলিল, কুসুম গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। প্রকৃতির এই প্রাণভরা উৎসব-রজনীর সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আত্মারাম আপ্তকাম, শ্রীগোবিন্দের হৃদয়েও রমণের ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। মণিমাণিক্যে পরিশোভিত রতন বেদিকায় শ্রীগোবিন্দ আনন্দ-বৃন্দাবনে গোপিকা-সমাজের প্রেমানুরাগ

সম্বর্দ্ধনার্থ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠামে বেদিকার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া মোহন মুরলী বাদন করিতে লাগিলেন। চণ্ডীদাস রতন-বেদিকার যে শোভা-বৈভব এই পদে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চিরদিনই ভক্তগণের ধ্যানের বিষয়। রামরায়, আমি যেন স্বরূপের গানে প্রত্যক্ষ ভাবে বন-সৌন্দর্য্য ও রতন বেদিকা-বৈভব সন্দর্শন করিতেছি ; আরো দেখিতেছি ত্রৈলোক্য-সৌন্দর্য্যের নিত্যনিকেতন শিখীপুচ্ছচূড় শ্রীগোবিন্দ মুরলীর সুতানে ব্রজবালাগণকে সাদরে আবাহন করিতেছেন, স্বরূপ বলিলেন,—প্রভু, তবে আরও শুনুন। এই বলিয়া কামোদ রাগে গাইতে লাগিলেন :—

রমণী-মোহন বিলসিতে মন
হইল মরমে পুণি।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে
রমিতে বরজ-ধনী॥
মধুর মুরলী পূরি বনমালী
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতক তান॥
অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী-গীত।
অবিচল কুল রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকত বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখরাশি॥

আনন্দ অবশ পুলক মানস
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহ-কর্ম্ম যত হলো বিসরিত
সকল করিল বাধে॥
রাইএর অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
অই অই শুন কিবা বাজে তান
কেমনে করিছে প্রাণী
সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।
ধরজ তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে॥
কেহ পতি সনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস রঙ্গ॥
কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেশালি।
ত্যজি আবর্ত্তন হই আগুয়ান
ঐছন সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লয়ে কোলেতে করিয়ে
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলিগেল বনে
শুনি মুরলীর গান॥

কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নিঁদ।
যেমন চোরাই হরণ করিল
মানসে কাটিল সিঁদ॥
কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে
তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হইয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল॥
সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কুলে কদম্বের মূলে
মিলিল শ্যামের সনে॥
ব্রজ-নারীগণে দেখিয়া তখনে
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস বিলসন করিল রচন
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

স্বরূপের গান শেষ হইল। ভাব-নিমজ্জিত মহাপ্রভু বহুক্ষণ আবিষ্ট ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মস্তক অবনত, নয়নকোণে অশ্রু-বিন্দু-ধারা বর্ষার ধারার ন্যায় বহিয়া যাইতেছিল। রাম রায় ও স্বরূপ বিকল ভাবে মহাপ্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র সন্দর্শন করিতেছিলেন। তখন কাহারো মুখে কোন কথা ছিল না। শ্রীগৌরাঙ্গ যেন সুদীর্ঘ সমাধি হইতে উত্থিত হইলেন, বলিলেন স্বরূপ, শ্রীভাগবতে এইরূপে রাসের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ স্থানে স্থানে পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস এই মধুর লীলা মাধুর্য্যের যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা অপর কাহারও ভাষায় প্রস্ফুট

হইবার নহে। শ্রীকৃষ্ণের ভুবন-মোহন-রূপ এবং নিখিল বিশ্ব-আকর্ষী বংশীধ্বনি, এই উভয়ই জীবের প্রতি করুণাময় শ্রীগোবিন্দের পরম কৃপার পরিচায়ক। জগতে এমন প্রাণী কে আছে যে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে এবং তাঁহার বিশ্ববিমোহন রূপচ্ছটা-সন্দর্শনে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত না হয়। ফলতঃ বেদ-বেদান্তে তন্ত্রে-মন্ত্রে, ইতিহাসে পুরাণে, কাব্যে ও গানে সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের ভুবন-ভোলান রূপের ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষণী বংশীধ্বনির মহামহিমা মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্বরূপ রাসস্থলীর চিত্রটী একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। প্রথমতঃ শ্রীবৃন্দাবনের স্বাভাবিক সুধামধুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, শ্রীযমুনার শ্যামল-শোভা,—পূর্ণিমারজনীর রজতশুভ্র কিরণচ্ছটা, শ্রীযমুনার অনুরাগময় বক্ষে তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য-প্রবাহ কতই সুন্দর, কতই মধুর! কদম্বমূলে মুরলীধারী ত্রিভঙ্গসুন্দর শ্যামচাঁদ মধুর মুরলীর ধ্বনিতে ব্রজবালাগণকে আকর্ষণ করিতেছেন, যেন নিখিল বিশ্ব সমাকৃষ্ট! কবি লিখিয়াছেন—

অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী-গীত।
অবিচল কুল রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকত বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী
বিশ্ব যেন সুখরাশি॥

চণ্ডীদাসের পদে যেখানেই বংশীধ্বনির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেইখানেই উহার বিশিষ্টতা এই যে উহা কাণের ভিতর গিয়া মরমে পশিয়া হৃদয়ের এক অভিনব ক্রিয়ার সঞ্চার করে, তাহাতে বনের

পশু পাখী, তরুলতা, পাহাড় পর্ব্বতপর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠে। পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস যেন প্রত্যক্ষ করিয়াই তদীয় পদে সেই ভাবের বর্ণনা করেন। স্বরূপ, তুমি প্রায়শই যে পদটী গাইয়া থাক, সেই—

"সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ"॥

এই সুবিখ্যাত পদটীর কথা মনে করিয়াই আমি একথা বলিতেছি। শ্রীগোবিন্দের ইহাই পরম কৃপা যে তিনি বাঁশীস্বরে জগতের জীবগণকে টানিয়া আনেন এবং ভুবন-ভোলান রূপ দেখাইয়া মহামহাআত্মারামগণকেও স্বীয় চরণের সেবায় নিযুক্ত করেন। এই মহাকর্ষণে তাঁহার নিজজনগণ তাঁহার চরণতলে নিত্যদাস, নিত্যসখা, নিত্যসখী ও নিত্য কান্তারূপে আকৃষ্ট হইয়া আত্মসুখ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। বেদান্ত যাঁহাকে আনন্দঘন বলিয়া জানেন, "রস স্বরূপ" বলিয়া ঘোষণা করেন, শ্রীবৃন্দাবনে তিনি প্রেমঘন আনন্দঘন নিখিল রসামৃতমূর্ত্তি। বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজবালাকুল কিরূপ ভাবে শ্যাম সুন্দরের নিকট আগমন করিলেন, চণ্ডীদাসের বর্ণনা সে সম্বন্ধে ঠিক ভাগবতেরই অনুরূপ।

সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কুলে কদম্বের মূলে
মিলল শ্যামের সনে॥

এই পদাংশ শ্রীভাগবতের "নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনম্" ইত্যাদি পদ্যেরই অবিকল অনুরূপ। চণ্ডীদাসের এই পদে শ্রীভাগবতের রাসলীলা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। স্বরূপ বলিলেন—প্রভু,

রাস বিলাসী শ্রীগোবিন্দের বেশ-বিন্যাসের কথাও শুনুন, এই বলিয়া শ্রীরাগে আর একটী গান ধরিলেন :—

রমণী মোহন রমণী মোহিতে
সে দিনে করল বেশ।
চূড়ার টালনি কিবা সে বাঁধনি
বিচিত্র সুচারু কেশ॥
মণি হেমমালে বেড়িয়া তাহারে
তাহাতে মুকুতা-মাল।
প্রবাল গাঁথিয়া তাহে অরি দিয়া
দেখ না শোভিছে ভাল॥
নব নব ফুলে মল্লিকার মালে
ভ্রমর ধাওল কোটী।
পরিমল আশে উড়ি বৈসে তাহে
কিবা তা হে পরিপাটী॥
দুকাণে শোভিত কদম্বের ফুল
কি শোভা কহিব তায়।
ময়ূর শিখণ্ড ঝল মল করে
তাহে সে উড়িছে বায়॥
নাগর বরণ যেন নব ঘন
অঞ্জন গণিয়ে কিসে।
ভাঙ ধনু বাণে কামের কামানে
রমণী হানয়ে জিসে॥
মন্দ মন্দ হাসি করে লয়ে বাঁশী
মৃগমদ মাখা গায়।

সোনার বরণ নানা আভরণ
রতন-নূপুর পায় ॥
রমণী-রমণ করিতে যতন
নাগর শেখর রায় ।
এমত মূরতি সুখের আরতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

শ্রীরাম রায় বলিলেন প্রভু, এখানে চণ্ডীদাস প্রকৃতপক্ষেই শ্রীভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ রূপের মহাভাষ্য করিয়াছেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণেররূপের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু এমন পরিস্ফুট বর্ণনা নাই। চণ্ডীদাসের পদে এবং স্বরূপ ঠাকুরের গানে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যেন চিত্রকরের তুলিতে চিত্রিত হইয়াছেন।

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, ইহা শ্রীভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ রূপের ভাষ্য কি বার্ত্তিক বলিয়া বলিব, তাহাই ভাবিতেছি। ভাষ্যে কেবল সূত্রের অনুগত ব্যাখ্যা করা হয় কিন্তু বার্ত্তিকে সে আনুগত্য ছাড়িয়াও কতকটা স্বাধীনভাবে ও বিস্তৃত রূপে পদ ও পদার্থের ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। ফলতঃ চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-রূপ বর্ণনাসূচক পদসমূহের মধ্যে এইরূপ পদ আরও আছে, যেন প্রত্যক্ষ দেখা।

মহাপ্রভু বলিলেন "যেন প্রত্যক্ষ দেখা" বল কেন? প্রকৃতই প্রত্যক্ষ দেখা! তুমি যখন ভাবে বিভোর হইয়া এই পদটী গাইতেছিলে, আমি তখন রাসেশ্বর রাসবিহারীকে প্রকৃত পক্ষেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছিলাম। গোপীজনবল্লভ শ্রীগোবিন্দের এই মধুময়ী শ্রীমূর্ত্তি-বর্ণনার তুলনা নাই। দশাক্ষর-মন্ত্র বল, আর অষ্টাদশঅক্ষর-মন্ত্রই বল, তন্ত্রে তাপনী শ্রুতিতে ও পুরাণাদিতে কিংবা ক্রমদীপিকায় এই দুই মন্ত্র প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির

ধ্যান আছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের এই পদে আমার প্রাণবল্লভ শ্রীগোবিন্দের যে মহামাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি বর্ণনা আছে, আর কোথায়ও সেরূপ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যদি শ্রীরাসবিহারীর "ত্রৈলোক্য-সৌভগরূপের" ধ্যান করিতে হয়, তবে চণ্ডীদাসের বর্ণিত এইরূপই ভক্তগণ ধ্যাননেত্রে দেখিতে পাইবেন। শ্রীশুকদেব শ্রীমতী ব্রজবালাদের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন "ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং, যদ্গোদ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্"। এই দুই পংক্তি শ্রবণ করিলে স্বতঃই রাস-রস-বিহারী শ্রীগোবিন্দের রূপমাধুরী ধ্যানে ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় সে ধ্যান সহজ ও সত্য হইয়াই দাঁড়ায়। চণ্ডীদাসের শ্রীগোবিন্দ-রূপ-বর্ণনার অনেক পদ গান তোমার মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যখন যেটী শুনিয়াছি, তখনই সেইটী আমার নিকট অদ্বিতীয় রূপ-মাধুর্য্য-বর্ণন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে; তখনই মনে হইয়াছে এরূপ পদ বুঝি আর নাই। ইহা কি পদের গুণ, কিংবা তোমার ভাবাবেশময় গানের গুণ,—তাহা এখনও আমি বুঝিতে পারি নাই। আমার কথা শুনিয়া এমন মনে করিও না যে এইটী শ্রীকৃষ্ণরূপ-বর্ণনের অদ্বিতীয় পদ। আমি কেবল ইহাই বলিতে পারি তোমার মুখে গান শুনিয়া আমি আমার বিচার-শক্তি হারাইয়া ফেলি।

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন,—প্রভু, ইহা ঠিক পদের গুণও নয়, আমার গানের গুণও নয়। প্রকৃত কথা এই যে আপনি নিজেই ভাবময়বিগ্রহ; নিজেই নিজের রূপরস-মাধুর্য্য আস্বাদন করেন। একটী পোষা পাখীও যদি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে, তাহাতেও আপনি আপনার সমগ্ররূপ প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং আপনার কথায় জনসাধারণের বিচার চলে না। আমি আর একটী পদ গাইতেছি শুনুন :—

রামরায় বলিলেন প্রভু, আপনার গম্ভীরা-মন্দিরে আসিলে আমারও বিচারের ক্ষমতা থাকে না। লীলার ক্রম-পারম্পর্যটি ভুলিয়া যাই। শ্রীভাগবতে রাস-লীলা-পাঠে জানা যায় শ্যামসুন্দর ব্রজবালা-আকর্ষণের মহামন্ত্র বাঁশীতে ব্যক্ত করিলেন। গোপীগণ সেই রবে ব্যাকুল হইয়া বনে আগমন করিলেন; ইহার মধ্যে অনন্ত ব্যাপার। শ্যামের বংশী-ধ্বনি শুনিয়া ব্রজবালাগণ ছুটিয়া আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ ঠাকুরের গানে আমরা এইটুকু শুনিয়াছি। শুনামাত্রই হৃদয়ের জিজ্ঞাসা বাড়িয়া উঠিয়াছে। মুরলীর ধ্বনিতে গোপীগণের ব্যাকুলতা এবং তাঁহাদের অভিসার প্রকৃত পক্ষেই রাস-রসের এক মহা-সমুদ্র। যেটুকু শুনিলাম তাহাতে তৃপ্তি হইতেছে না। গম্ভীরা-মন্দির ভিন্ন এ রস-আস্বাদনে আর দ্বিতীয় স্থান নাই। আমার হৃদয় কেবলই ঐ রসাস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হইতেছে। শ্রবণের ক্রমানুসারে ব্রজবালা-গণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রসময় কথোপকথন-ভঙ্গি এখন শুনিবার বিষয় ছিল। কিন্তু আমি এখানে একটুকু আবদার জানাইতেছি। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজবালাগণ অনুরাগভরে যেরূপ অভিসার করিয়াছিলেন, চণ্ডীদাসের গানে সেই রসের একটু বিস্তৃত বর্ণনা দয়াময় স্বরূপ ঠাকুরের কণ্ঠে শ্রবণ করিতে অত্যন্ত পিপাসা হইতেছে। আমার এই আবদারে যদি রস-ভঙ্গের কোন কারণ না হয় তাহা হইলে স্বরূপ ঠাকুর আবার কৃপা করুন। মহাপ্রভু বলিলেন রামরায়, তোমার বচন-ভঙ্গী অতি চমৎকার। আমার প্রাণের কথা তুমি প্রকাশ করিয়াছ। যদি স্বরূপের দয়া হয়, তবে আমারও উহাই আকাঙ্ক্ষা। স্বরূপ করজোড়ে বলিলেন দয়াময়, নিজের চরণাশ্রিত এ ক্ষুদ্রকে ওরূপ ভাবে অপরাধী করা কেন? এই বলিয়া স্বরূপ আবার বংশীধ্বনি ও অভিসারের পদ গাহিতে আরম্ভ করিলেন :—

ধানশী ।

১। শুন গো মরম সখি ।

ঐ শুন শুন মধুর মুরলী
ডাকয়ে কমল আঁখি ॥
ধৈরজ না ধরে প্রাণ কেমন করে
ইহার উপায় বল ।
আর কিয়ে জীব গোপের রমণী
বৃন্দাবনে যাব চল ॥
এই অনুমান করে গোপীগণ
শুনি সে বাঁশীর গীত ।
শুধু তনু দেখ ; এই তনু মোর ;—
তথায় আছয়ে চিত ॥
মুগধ রমণী কুলের কামিনী
না জানে আনহু পথ ।
যেমন চাঁদের রসের পরশ
চকোর অনুহি রত ॥
সে জন পাইলে চাঁদের সুধাটি
সুখের নাহিক ওর ।
কতক্ষণে মোরা ভেটিব নাগর
পাবহু তাকর কোড় ॥
কি করিতে পারে গুরু দুরুজন
হয় হউ অপযশ ।
চল চল যাব শ্যাম দরশনে
ইথে কি আনের বশ ॥

যা বিনে না জীয়ে আঁখির পলক
তিলে কত যুগ মানি।
সে জন ডাকিছে মুরলী সঙ্কেতে
ত্বরিতে গমন মানি॥
কেহ বলে শুন আমার বচন
রহিতে উচিত নহে।
চল চল চল যাব বৃন্দাবনে
মোর মনে হেন লয়ে॥
কোন গোপী ছিল গৃহ পরিষ্কারে
করিতে গৃহের কাজ।
গৃহ-কাজ ত্যজি চলিল তখনি
যেমত আছিল সাজ॥
কোন গোপী ছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
ত্যজিল দুগ্ধের খুরি।
আবেশে দুগ্ধেতে ঢালিয়া দিয়াছে
গাগরি ভরিয়া বারি॥
চলিলা ত্বরিতে সব তেয়াগিয়া
দুগ্ধ আবর্ত্তন ছাড়ি।
বৃন্দাবন মুখে তখনি চলিলা
রহল তেমতি পড়ি॥
কোন গোপী ছিল রন্ধন করিতে
শুধুই হাড়িতে জ্বাল।
আনহি ব্যঞ্জনে আনহি তেজল
আনহি হাঁড়ির ঝাল॥

রন্ধন উপেখি চলে গেহ সখী
শ্রবণে শুনিয়া বাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে আবেশে গমন
হয় হউ কুল-হাসি॥

কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি
পিয়াইতে ছিল স্তন।
দুগ্ধপোষা বালা ভূমে ফেলি গেলা
ঐছন তাহার মন॥

চলিল তখন সেই বৃন্দাবনে
কাঁদিতে লাগিল শিশু।
তেমতি চলিল সব পরিহরি
চেতন নাহিক কিছু॥

কোন জন ছিল পতির শয়নে
ঘুমে অচেতন হয়ে।
হেন বেলে শুনে মুরলীর ধ্বনি
উঠিল চেতন পেয়ে॥

বিচিত্র বসনে মুখানি মুছিয়া
চলিল পতিরে ত্যজি।
পতি-কোল সেই ত্যজিল তখনি
চলিল বনেতে সাজি॥

কোন গোপী ছিল কোন আরম্ভনে
ত্যজিয়া তখনি চলে।
রসের আবেশে কিছু নাহি জানে
কারে কিছু নাহি বলে॥

কোন জন ছিল বেদনে দুঃখিত
অঙ্গেতে আছিল দোষ।
শুনি বংশী-গীত অঙ্গ পুলকিত
সব দূরে গেল শোষ॥
চণ্ডীদাস বলে কিবা সে দেখল
অপার অগম সীমা।
তেঁই সে প্রেমেতে বন্ধন সবাই
গোপের রমণী-জনা॥

কামোদ।

এক গোপী ছিল পতির শয়নে
ত্যজিয়া যাইতে তারে।
তার পতি ইহা জানিল শয়নে
তাহারে ধরিল বলে॥
এত নিশি বল কোথারে গমন
শরম নাহিক তোর।
লোকে অপযশ কুযশ কাহিনী
কুলেতে নাহিক ডর॥
বড় বিপরীত দেখি তোর রীত
এ নিশি কোথায় যাবে।
কুলটা হইলি কলঙ্ক রাখিলি
মরি দুখ যায় তবে॥
ত্যজিয়ে আমারে যাহ কোথাকারে
এ বড় বিষম দেখি।

বহুত গঞ্জনা শুনি নিঃশবদে
রহিল কমলমুখী ॥
যখন তাহার ঘুমাইল পতি
তখন ত্যজিয়া গেল।
রসের আবেশে চলিল সুন্দরী
কিছু নাহি সে শুনিল ॥
ভয় পরিহরি চলিল সুন্দরী
যেখানে নাগর কান।
চণ্ডীদাস ভণে কিছুই না মানে
এমনি বাঁশীর তান ॥

২। রসের আবেশে পদ-আভরণ
কেহ বা পড়িল গলে।
গলা আভরণ কোন ব্রজরামা
পড়িছে চরণে, ভালে ॥
বাহুর ভূষণ কনক কঙ্কণ
পরিল হৃদয় মাঝে।
হিয়ার ভূষণ পরিছে যতন
কটিতে ভূষণ সাজে ॥
কেহ বা পরিল একহি কুণ্ডল
শোভই এক হ কাণে।
ঐছন চলল বরজ রমণী
ধৈরজ নাহিক মানে ॥
এক করে পরে কনক-কঙ্কণ
সিন্দুর পরল ভালে।

কোন জন পরে নয়নে অঞ্জন
একহি নয়ন চালে॥
নানা আভরণ পরে কোন্ খানে
তাহা সে নাহিক জানে।
আবেশে রমণী গমন করিল
সেই বৃন্দাবন পানে॥
কেহ নব নব বসন ভূষণ
উলট করিয়া পরে।
চণ্ডীদাস কহে আহীর-রমণী
চলিয়া যাইতে নারে॥

৩। মন্দ মন্দ গতি চলন-মাধুরী
যেমন সোনার লতা।
কিবা সে তড়িৎ চলিল তুরিত
কিবা কব তাহার কথা॥
চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী
চলে সে আনন্দ রসে।
কেহ কোন যেন সম্পদ্ পাইয়া
সুখের সায়রে ভাসে॥
পথে যেতে কহে রাধা বিনোদিনী
কত দূরে বৃন্দাবন।
কহ কহ দেখি কোন্খানে আছে
রমণী জনার ধন॥
আগে হের দেখ দু আঁখি চাহিয়া
এই উপবন মাঝে।

ঐখানে বসিয়া নাগর আছেন
দেখহ কোন বা কাজে ॥
চণ্ডীদাস বলে গোপিনীর বোলে
চাহিয়া দেখিল রাই।
ঘন ঘন রব মুরলী-শবদ
তাহাই শুনিতে পাই।

মহাপ্রভু ধ্যানাবিষ্ট ভাবে পদগুলি শুনিতেছিলেন। স্বরূপের কণ্ঠ হইতে যেন অমৃত ঝরিয়া পড়িতেছিল। এই সময়ে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী আগমন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। তখনও গান শেষ হয় নাই। তিনি রাম রায়ের বামপার্শ্বে নীরবে উপবেশন করিলেন। দেখিতে পাইলেন, গম্ভীরা-মন্দির যেন ব্রজরসে টলমল করিতেছে। মহাপ্রভু বিস্ফারিত নেত্রে কি-জানি-কি দর্শন করিতেছেন।

রামরায়ের নয়নযুগল মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-পঙ্কজ-পানে যেন ভ্রমরের মত ধাবিত হইতেছে। স্বরূপ অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে লীলা-রসাবেশে আবিষ্ট হইয়া আপন মনে মৃদু মন্দ কোমল স্বরে চণ্ডীদাসের পদাবলী গাইতেছেন। অল্পক্ষণ পরে স্বরূপের কণ্ঠ নীরব হইল। তিনি অবনত মস্তকে মহাপ্রভুর চরণতলে পড়িয়া রহিলেন। গম্ভীরার ব্যাপার দেখিয়া শ্রীরূপ অবাক্ হইলেন। তাঁহার মনে হইল যেন রাস-নায়িকাগণ রাস-বিহারী শ্যামসুন্দরকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মনে হইলই বা বলি কেন, স্পষ্টতঃ স্ফূর্ত্তিতে রাসস্থলীর জীবন্ত চিত্র দেখিতে দেখিতে ধ্যানস্থ হইলেন। আরো কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি স্বরূপের মস্তকে হাত দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। রামরায় ও শ্রীরূপের ধ্যানের ভাব তখনও রহিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি আর সাড়া শব্দ করিলেন না। তরুণ-অরুণ শারদ পদ্মের ন্যায় তাঁহার সমুজ্জ্বল

নয়ন যুগলে নবানুরাগচ্ছটা যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে। প্রায়শঃই বিরহ-বিষাদে তাঁহার শ্রীমুখখানি শিশির-সিক্ত পরিমুদিত কমলের ন্যায় পরিম্লান দৃষ্ট হয়। কিন্তু আজ আর সে ভাব নাই। সচ্চিদানন্দ-রসময় বিগ্রহ আজ যেন পূর্ণানন্দের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। গোপীজনবল্লভ শ্রীগোবিন্দ গোপীজন সহ আজ যেন তাঁহার নেত্রানন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখচ্ছবি সন্দর্শনে বোধ হইল, এখনো যেন তাঁহার পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হয় নাই; ভাবের আবেগ বদনে ও নয়নে যেন লাগিয়া রহিয়াছে।

এই সময়ে শ্রীরূপের ও রামরায়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল; শ্রীরূপ সলজ্জ ও বাস্তভাবে পাবার প্রণত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া ধরিয়া তুলিলেন। রামরায়কে শ্রীরূপ নমস্কার করিতে উদ্যত হওয়ামাত্রই রায় মহাশয় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বুকে ধরিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরূপ আমি সত্য সত্যই তোমায় বলিতেছি স্বরূপের গানে মন্ত্রশক্তি আছে। এতো গান নয়, যেন সাক্ষাৎ শ্রীরাধা-গোবিন্দ-লীলা-প্রদর্শনের ঐন্দ্রজালিক মহামন্ত্র। মনে হইতেছে এতক্ষণ যেন শ্রীবৃন্দাবনে রাসস্থলীতে আমি উপস্থিত ছিলাম। শ্রীরূপ, এত ভাগ্য কি জীবের হয়? এ সকলই স্বরূপের কৃপা। স্বরূপের গানে অতীত বর্ত্তমান হইয়া যায়, দূরস্থ বস্তু নিকটে আসে, নিরানন্দ হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ণানন্দ প্রকাশ পায়, মৃত দেহে জীবন সঞ্চারিত হয়। শ্রীরূপ, রামরায় ও স্বরূপকে না পাইলে আমাদের কি দুরবস্থা হইত, তাহা বলিতে পারি না। আমার পাগল মন সর্ব্বদাই আন্‌চান্‌ করে। নিঠুরের নিদারুণ বিরহে কোথায়ও স্থির ভাবে থাকিতে পারি না। কখনও সিংহদ্বারে কখন বা সিন্ধুতীরে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াই। লোকে যে আমায় পাগল বলে, তাহা ঠিক কথা। আজ স্বরূপের কৃপায় বড়ই ভাল

আছি। স্বরূপের গানের ঝঙ্কার এখনও আমার কানে লাগিয়া রহিয়াছে ঃ—

শ্যাম-মন্ত্র-মালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়।
রসের আবেশে আনন্দ হিল্লোলে
তরল নয়নে চায়॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন। তাঁহার শ্রীমুখকমল দেখিয়া মনে হইল তিনি একাগ্রভাবে কি-জানি-কি দেখিতেছেন। মহাপ্রভুর ভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহার শ্রীমুখ-পঙ্কজপানে তাকাইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই মহাপ্রভু বলিলেন রামরায়, তোমরা কি দেখিতেছ? রামরায় বিনীতভাবে বলিলেন—প্রভু, যাহা দেখাইতেছেন,—"সেই রসের আবেশে তরল নয়নে তেরছ চাহনি", আর শুনিতেছি সেই "শ্যামমন্ত্র মালা-জপ"! আমরা সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীকে নয়ন সমক্ষে লইয়া বসিয়া রহিয়াছি। আমাদের আর দেখার অভাব কি? কি বলেন, শ্রীরূপ?

"সেই রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্"

মহাপ্রভু জিভ্ কাটিয়া বলিলেন, ছি, ছি, সে কি কথা! শ্রীরূপ, তুমি স্বভাব কবি। তুমিও রামরায় উভয়েই কাব্য-রসের ঘনীভূত মূর্ত্তি। চণ্ডীদাসের পদমাধুরী তোমরা যেমন আস্বাদন করিতে পার, আমার সেরূপ সৌভাগ্য নাই। তথাপি স্বরূপের কৃপায় ব্রজলীলার পদরস আমার মানস-নয়নের সুগোচর হয়। এই পদটীর কি সুন্দর ভাব। শ্রীভাগবতে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি এরূপ ভাবের সন্ধান পায় নাই। রাস-নায়িকাগণ শ্যাম-সুন্দরের বাঁশীর রবে যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং জ্ঞানহারা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় শ্যামসুন্দরের দর্শনের জন্য রাসস্থলীতে আগমন করিয়া-

ছিলেন,—সে ব্যাকুল-বৈচিত্রী শ্রীভাগবত অনুসারেই চণ্ডীদাস বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু 'রসের আবেশে আনন্দের হিল্লোলে তরল নয়নে চাহিতে চাহিতে এবং শ্যাম-মন্ত্রমালা জপ করিতে' করিতে শ্রীরাধার যে এই মধুময়, নবানুরাগময় বিচিত্র অভিসার—ইহা শ্রীচণ্ডীদাসের নিজস্ব ধন! "শ্যাম জলধর, তুমি কি রাধাচাতকিনীকে দর্শন দিবে? শ্যাম-সুন্দর শ্যাম-জলধর, আমি তোমার বিরহে বিরহে দীনা ক্ষীণা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছি তথাপি তোমার বংশীধ্বনির আকর্ষণে উন্মাদিনীর ন্যায় তোমার অভিমুখে ছুটিয়াছি। শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম, হৃদয় বল্লভ, হৃদয়ের দেবতা আমি যে তোমারি" :—এইরূপ বলিতে বলিতে আর শ্যাম-নাম জপিতে জপিতে ডাইনে বামে বা পশ্চাতে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া শ্রীরাধারাণীর শ্যাম-অভিসার কি সুন্দর! কি চমৎকার! আমার মনে হয় মিলন অপেক্ষাও অভিসার অধিকতর রসময়। তুষার-মণ্ডিত হিমাচলের নিভৃত প্রবাহিকার আকারে যমুনা-জাহ্নবী যখন শ্যাম-সিন্ধুর সঙ্গ-লাভের জন্য ভূতলে আগমন করেন, পাহাড়ের পাষাণবক্ষ ভেদ করিয়া,—কণ্টক কঙ্করময় দুর্গম বনালীর মধ্য দিয়া কখনো বা সরল ভাবে কখন বা আঁকি বাঁকি কুটিল প্রবাহে ক্রমশঃ সমতলভূমির মধ্য দিয়া শ্যাম-সিন্ধুর অভিমুখে যখন ধাবিত হন, সে দৃশ্য অতি সুন্দর ;—কখন বা মৃদুল মন্থর গতিতে কখন বা উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া দুকুল ভাসাইয়া যমুনা জাহ্নবী প্রবাহ শ্যাম সিন্ধু-বক্ষে যখন, আত্ম-সমর্পণ করেন তখন সে উত্তম, সে রাসোল্লাস, কাহার হৃদয়ে স্বপ্নের মত এক মহানন্দের বাসনা জাগাইয়া না তোলে? তাহাও অভিসার বটে। ক্ষুদ্র জীব যখন দেহ গেহ ভুলিয়া জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার অনুসন্ধানে ব্যাকুল হয়, তাহাও অভিসার। জগতে এইরূপ নানা আকারে আমরা অভিসার দেখিতে পাই কিন্তু শ্যাম-বঁধুয়ার জন্য ব্রজবালাদের যে আত্মহারা

আকুলি-ব্যাকুলিপূর্ণ যে উন্মাদ অভিসার, কোথাও তাহার তুলনা নাই। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পাতালে ভূতলে বা ত্রিদিবধামে কোথাও ইহার তুলনা দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোমে কোথাও এতাদৃশ অভিসারের বর্ণনা নাই। অপর প্রাকৃত কাব্যে স্থানে স্থানে অভিসারের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য; বরং ভগবানের জন্য ভক্তের হৃদয়ের যে টান,—তাহা অভি-সার-ভাবেরই আভাসদ্যোতক। কিন্তু এমন আবেগ-উন্মাদনাময়, পূর্ণানন্দের প্রবল আবেশময় জগৎছাড়া উন্মাদ-অভিসার প্রকৃতই এক মধুরসের বিপুল ব্যাপার। উহা আনন্দ চিন্ময়রসের এক বিপুল উল্লাস। শ্রীভাগবতে উহার যেরূপ বর্ণনা আছে, অন্য কোন পুরাণে সেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু চণ্ডীদাস এই উন্মাদময় অভিসারের মধ্যে শ্রীরাধার অভিসারের যে বিশিষ্টতা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রগাঢ় রসপূর্ণ।

শ্রীরূপ, তুমি শ্রীবৃন্দাবনের কবি। তোমার নাটকে ও শ্রীরামরায়ের নাটকে আমি ব্রজরসের সজীব মূর্তি দেখিতে পাই। তাহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কিন্তু শ্রীল চণ্ডীদাস সহজ সরল সরস ও মধুর মাতৃ-ভাষায় কোনও শব্দালঙ্কারের ছটা প্রদর্শন না করিয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দ-লীলা যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পণ্ডিত বা অপণ্ডিত ভক্ত মাত্রেরই চিত্তাকর্ষী। স্বরূপ, তুমি যখন গাহিতেছিলে :—

"রসের আবেশে আনন্দ হিল্লোলে
তরল নয়নে চায়"।

আমি তখন তোমার মুখের দিকে চাহিয়া সেই তরল নয়নে চাহনির কথা মনে করিতেছিলাম। তরল নয়নে চেয়ে থাকা যে কি রসময়

ব্যাপার, তাহা ভাষায় প্রস্ফুট করা যায় না। অতি নিপুণ চিত্রকরের তুলিকাতেও সে ভাবচ্ছবি প্রকটিত হয় না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি কোন সময়ে গোবৰ্দ্ধনের পথে সহসা তাহা দর্শন করিয়াছিলাম। শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় গিরিরাজ গোবৰ্দ্ধনের পাদদেশে শ্রীরাধার স্ফূর্ত্তি এক সময়ে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীরাধা অদূরেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঘন ঘন তরল নয়নে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-পঙ্কজ দর্শন করিতেছিলেন। সে দর্শনে কিছুতেই তাঁহার নয়নের তৃপ্তি হইতেছিল না। আমি সেই তরল চাহনির কথা কোনরূপেই তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিব না। নিজে প্রত্যক্ষ না করিলে অপরে তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারে না। সে যে কি স্নিগ্ধ সরস ভাবরসে-আত্মহারা চাহনি,—যখনি তাহা মনে করি, তখনই আমার উহা দেখিতে সাধ হয়। আমি কি করিয়া তোমাদিগকে তাহা বুঝাইব?

রামরায় হাসিয়া বলিলেন দয়াময় প্রেমময়, রসময়,—তজ্জন্য আপনাকে কোনও প্রয়াস পাইতে হইবে না। আমরা অনুক্ষণই উহা দেখিয়া থাকি। না হয়, স্বরূপ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করুন। স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন, যাহাদের নয়ন সমক্ষে রস-রসের মহাসাগর নিত্য বর্ত্তমান, শ্রীরাধার ভাব তরঙ্গ দর্শনের পক্ষে তাহাদের আবার অভাব কি? মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন—তাই নাকি, তবে তো তোমরা মহাভাগ্যবান্! আমার ত অত ভাগ্য নাই।

স্বরূপ বলিলেন, "তুমি কি বুঝিবে তুমি কি রতন, রতন কি বুঝিতে পারে রতন কেমন্"।

তখন মহাপ্রভু গম্ভীরভাবে বলিলেন তোমাদের কেবল ঐই এক কথা। আমি আমার নিজের জ্বালায় মরি, আর আমাকে লইয়া তোমাদের যত উপহাস। থাক্ ও সব বাজে কথা। শ্রীরূপ এসেছেন,

এখন শ্রীরাধা-অভিসারের আরো দুই একটী পদ শুনাইয়া আনন্দ প্রদান কর"। শ্রীপাদ স্বরূপ মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া গাইতে লাগিলেন :—

কানড়া।

রাধার আরতি পীরিতি দেখিয়া
কহেন কোন বা সখী।
আজি যে তোমারে মিলব সুদিন
কমল নয়ন আখি॥
প্রেম অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
হৃদয় পুলক মানি।
প্রেমের হুতাশে কহিছে নিকশে
কহেন রমণী ধনী॥
কেমনে এ বনে যাইব সঘনে
পাছে কোন দশা হয়।
এই দুখ উঠে মরম-বেদন
মোর মনে হেন লয়॥
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
হৃদয়ে পড়িয়াছি।
এ দেহ তাহারে মনের মানসে
যতনে সঁপিয়াছি॥
শ্যাম-পরসঙ্গ কহিতে কহিতে
চলে রসময়ী রাধা।
প্রেমের তরঙ্গে আছে আনবোল
নিগূঢ় আছয়ে বাঁধা॥

গোপীগণ বলে হাসিয়া হাসিয়া
চলহ তুরিত করি।
কাননে কালিয়া নিভৃতে বসিয়া
করেতে মুরলী ধরি॥
ঐছন ঐছন মধুর মুরলী
এস এস বলি ডাকে।
চণ্ডীদাস কহে তুরিত গমন
চল বৃন্দাবন মুখে॥

শ্রীরাগ।

চলল গমন হংস যেমন
বিজুরি যেমন উয়ল ভুবন
লাখ চাঁদ লাজে মলিন হইল
ও চাঁদ-বদন হেরিয়া।
সরল ভালে সিন্দুর বিন্দু
তাহে বেড়ল কতেক ইন্দু
কুসুম-সুষম-মুকুতা মাল
নোটন ঘোটন বাঁধিয়া॥
বিম্ব অধর উপমা জোর
হিঙ্গুলে মণ্ডিত অতি সে ঘোর
দশন যেমন কুন্দ কলিকা
কিবা সে তাহার পাঁতিয়া।
হাসিতে অমিয়া বরিখে ভাল
নাসিকার পর বেশর আর

মুকুতা নিশ্বাসে ঢলিছে ভাল
দেখহ বেকত ভালিয়া।
চণ্ডীদাস দেখি অথির চিত
অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ-রীত
রসভরে ধনী সুন্দরী রাই
চলল মরমে মাতিয়া॥

কানড়া।

রাধার আবেশে গমন মন্থর
চলিলা অবেশ হৈয়া।
শ্যাম-মন্ত্র-মালা জপিতে জপিতে
প্রবেশ করিল গিয়া॥
উপবন মাঝে প্রবেশ করিল
সুখময়ী ধনী রাই।
প্রেমরস-ভরে আধ আধ বোল
সঘনে কহিছে তাই॥
এক সখী গিয়া সেখানে যাইয়া
কহিছে রাধার কাছে।
কি আর বিলম্ব করিছ তোমরা
চলহ ত্বরিত বেশে॥
নাগর শেখর একলা আছয়ে
চলহ ত্বরিত করি।
গিয়া বৃন্দাবনে দিলা দরশন
চণ্ডীদাস কহে ভালি॥

রাংরায় বলিলেন প্রভু, শ্রীরাধার অভিসারে পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস শ্রীভাগবতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সরস সুন্দর ভাষ্য করিয়াছেন। ভাষার লালিত্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে এবং ছন্দের সৌন্দর্য্যে কবি চণ্ডীদাস রাস-রজনীতে ব্রজবালাগণের অভিসার প্রকৃতই চিত্তাকর্ষী করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীভাগবতে যাহা সূত্রের মত বর্ণিত হইয়াছে, কবিবর সরসভাবেই তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। আবেশে শ্রীরাধার গমন মন্থর হইয়াছে; দেহ অবশ প্রায়, প্রেমরস-ভরে তাঁহার বাক্য গদ্‌গদ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি স্পষ্টরূপে কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না। তাঁহার বিম্ব-বিড়ম্বিত অধরে অস্ফুটভাবে শ্যামনাম উচ্চারিত হইতেছে,—যেন শ্যাম-মন্ত্র-মালা-জপই তাঁহার মহাসিদ্ধির সাধন-মন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কেবলই আধ আধ বোলে শ্যামনাম-জপ করিতেছেন। এই ভাবে তিনি তাঁহার প্রাণ-কান্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীভাগবতে গোপীদের অভিসারের বর্ণনায় লিখিত আছে :—

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

এই পদ্যটী সর্ব্বদাই আমার মনে পড়ে। ইহার পদে পদে ভাবের গভীরতা ও অর্থের গৌরব দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর গান অনঙ্গবর্দ্ধক। অনঙ্গ শব্দের অর্থ আমি 'প্রগাঢ় অনুরাগ' বলিয়াই মনে করি। এই অর্থ ঠিক কি না তাহা প্রভু বলিতে পারেন। আমার মনে হয়, শ্যামের মোহন মুরলীর প্রধান গুণ এই যে, প্রথমতঃ উহা চিত্ত আকর্ষণ করে—সে আকর্ষণে কেবল যে ব্রজবালাগণ আকৃষ্ট হন তাহা নহে, উহাতে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি করিয়া বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থই আকৃষ্ট হয়।

এই আকর্ষণ কিয়দংশ আমাদের অনুভব-গোচর কিন্তু অধিক পরিমাণই আমাদের অননুভবনীয় ; উহাতে সামান্য পরমাণু হইতে অনন্ত কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আকৃষ্ট হইয়া থাকে। চেতনা-বিশিষ্ট প্রাণিগণের আর কথা কি ? কিন্তু ব্রজবালাগণ উহাতে যে কেবলই আকৃষ্ট হন, তাহা নহে। উহাতে তাহাদের হৃদয়ের প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহারই প্রভাবে তাহারা আকুলভাবে উন্মাদিনীর ন্যায় আত্মহারা হইয়া তাঁহাদের প্রাণকান্ত শ্রীগোবিন্দের চরণপ্রান্তে উপনীত হন। শ্রীভাগবতের এই পদ্যই তাহার প্রমাণ। ইহার পরে আর একটী পদ এই যে—"কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ" অর্থাৎ কৃষ্ণ ইহাদের মনগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। ইহাদের মন আর ইহাদের আপন বশে নাই। কাজেই ইহারা আত্মহারা হইয়া উন্মাদিনী-বেশে শ্রীগোবিন্দের চরণান্তিকে উপস্থিত হইয়াছেন। একেত মোহন মুরলীর মহাপ্রভাব ; তাহার উপরে মহাচোরের মহাচুরি ; সে চৌর্য্যও বড় যেমন তেমন নয়। অতীব সযত্নে সংরক্ষিত পেটিকায় নিহিত ধন চুরি করা অতীব নিপুণ চোরের কার্য্য। ননীচুরি, মাখনচুরি, এমন কি পূতনার প্রাণচুরি—এ সকল আমি তুচ্ছ বলিয়াই মনে করি। যে কোন চোর বা দস্যু এ সকল চুরি করিতে সমর্থ। কিন্তু ব্রজগোপী-দের মনচুরি একেবারেই একমাত্র সেই নিপুণ চোরের কাজ। সুতরাং ব্রজ-বালাকুল ব্যাকুলভাবে মনচোরার চরণ তলে আসিয়া উপস্থিত হইবেন ইহা অতীব স্বাভাবিক। এই অবস্থায় ইহারা যে কেহ কাহারো সন্ধান না করিয়া আপন আপন ভাবে চলিয়া আসিবেন, তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু শুকদেব বলিতেছেন ইহাদের দ্রুত গমনে কাণেরকুণ্ডল দুলিতেছিল। এখানেই আমার চিরদিনই সন্দেহের কারণ বৰ্ত্তমান ছিল। অন্যান্য ব্রজবালাদের পক্ষে অভিসারের দ্রুতপাদবিক্ষেপ সম্ভবপর হইলেও ভাবাবিষ্টা শ্রীমতী রাধিকার পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। শ্রীপাদ

চণ্ডীদাসের বর্ণনায় আজ আমার সেই সন্দেহ তিরোহিত হইল। শ্রীমতী রাধিকার ভাবাবেশে গমন মন্থর হইয়াছিল; প্রেমের আবেগে ভাষাও গদগদ হইয়া পড়িয়াছিল। এ বর্ণনা অতি স্বাভাবিকী। এ সম্বন্ধে প্রভুর কি অভিপ্রায়?

মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন রামরায়, তোমার কথায় বুঝা গেল শ্রীপাদ শুকদেব যাহা বলেন নাই, চণ্ডীদাস তাহাই প্রকাশ করিলেন। রামরায় বলিলেন প্রভু, আমার ব্যাদপি মাপ করিবেন। আমি সে ভাবের কথা বলি নাই। আমার মনের ভাব এই যে শ্রীপাদ শুকদেব যাহা অস্ফুটভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, লীলা-লেখক শ্রীপাদ চণ্ডীদাস তাহাই পরিস্ফুট করিয়া আমাদের ন্যায় অনভিজ্ঞ লোকদের হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রভু বলিলেন তা বটে; এমনও কেহ কেহ মনে করিতে পারেন শিব, শুক, নারদাদিরও শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের রাসলীলার প্রত্যক্ষ দর্শন ঘটে না। ইহাদের দেখা ঠিক প্রত্যক্ষ নহে বিদ্বৎ-অনুভব মাত্র। তবে ব্যাসদেব সমাধিতে লীলা-দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীপাদ চণ্ডীদাস বাস্তবিকই লীলা-প্রত্যক্ষ-কারিণী সখীস্বরূপিণী। তিনি প্রত্যক্ষ লীলা দর্শন করেন এবং উহা সাক্ষাৎ দেখার মত ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই শ্যাম-দর্শন আশায় শ্রীমতীর অভিসার-রসভাবের আধিক্যনিবন্ধন মন্থর হইবারই কথা। এইরূপ হওয়াও স্বাভাবিক'। শ্রীরূপ বিস্মিত ভাবে বলিলেন, এমন সুসিদ্ধান্ত কেবল গম্ভীরা মন্দিরেই সম্ভবপর হয়। মহাসাগরের অগাধ তলে যে মুক্তা বিরাজিত থাকে, গোষ্পাদ নিখাদে তাহা প্রাপ্তি একেবারেই অসম্ভব।

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন, রায় মহাশয়ের শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় চিরদিনই প্রভুর পরম প্রীতি। এমনটি অন্য কোথায়ও শুনিতে পাই না। স্বরূপের

কথায় বাধা দিয়া রামরায় বলিলেন, গানের পদগুলিকে সরস সুন্দর সজীব ও মূর্ত্তিমান্ করিয়া দেখাইতে স্বরূপঠাকুরের কণ্ঠ ভিন্ন অন্যত্র অসম্ভব। তখন মহাপ্রভু বলিলেন তোমাদের এইরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তির কখনো শেষ হইবে না। এখন রাসের কথাই শুনা যাক্।

শ্রীমতী ও ব্রজবালাগণ আকুলভাবে যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণও ব্রজবালাদের যে উক্তি-প্রত্যুক্তি হইয়াছিল, তৎ সম্বন্ধে শ্রীপাদ চণ্ডীদাস কি বলেন, এখন তাহাই শুনা যাক্। স্বরূপ বলিলেন তথাস্তু। এই বলিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিলেন :—

কানু কহে শুন আমার বচন
যতেক গোপের নারী।
নিশি নিদারুণ কিসের কারণ
জগতে এ সব বৈরী॥
অবলার কুল অতি নিরমল
ছুঁইতে কুলের নাশ।
তাহার কারণে কহিল সঘনে
যাইতে আপন বাস॥
রাধা কহে তাথে শুন যদুনাথ
আর কি কুলের ভয়।
একদিন জাতি কুল শীল পাঁতি
দিয়াছি ও দুটী পায়॥
আর কি কুলের গৌরব সূচনা
আর কি জেতের ডর॥
তোমার পীরিতে এ দেহ স'পেছি
এখন কি কর ছল॥

কেবল গোপীর নয়ন-অঞ্জন
হিয়ার পুতলী তুমি।
তাহে কেন তুমি কর হেন মন
এবে সে জানিনু আমি॥
ভাল তুমি বট ব্রজের জীবন
এমতি তোমার কাজ।
চণ্ডীদাসে বলে ও নহে উচিত
শুন হে নাগর-রাজ॥

আরো শুনুন—

শুন হে কমল-আঁখি।
এ দেহ এখানে পরাণ সেখানে
শুধু দেহ আছে সাথী॥
সকল তেজিয়ে শরণ লয়েছি
ও দুটি কমল পায়।
ঠেলিয়া না ফেল ওহে বংশীধর
যে তোর উচিত হয়॥
তিলেক না দেখি ও মুখ-কমল
মরমে না জানে আন।
দেখিলে জুড়ায় এ পাপ পরাণ
ধড়ে আসি রহে প্রাণ॥
যেমন ঘরের দীপ নিভাইলে
অন্ধকার হেন বাসি।
তেন মত তুমি লোচন সবার
হেনক আমরা বাসি॥

সকল ছাড়িয়ে যে লয় শরণ
তাহারে এমতি কর।
তুমি সে পুরুষ ভূষণ-শকতি
বাঞ্ছাসিদ্ধি নাম ধর॥
চণ্ডীদাস বলে শুন গোপ নারী
কি শুনি দারুণ বাণী।
সরল বচনে সিচহ যতনে
যতেক কুলের নারী॥

(কামোদ।)

শুন হে নাগর রায়।
তোমার উচিত নহে এই সব
এ কথা কহিব কায়॥
তোমার কারণ সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়াছি ডোর।
অবলা বালায় হেন করিবারে
এ নহে উচিত তোর॥
আমরা স্বপনে আন নাহি জানি
কেবল দুখানি পায়।
এতেক বেদন তোমার কারণ
শুন হে নাগর রায়॥
সকল তেজিনু তবু না পাইনু
হৃদয় কঠিন বড়।
হাসিয়া হাসিয়া বঙ্কিমে চাহিয়া
এবে কেন কর দূর॥

তুমি-প্রাণ-মণি পরশ বাখানি
ছুঁইলে রতন হয়।
রাঙ্গের সমান ইথে নাহি আন
এমন উচিত নয়॥
বহু রত্ন ধন অমূল্য রতন
যাহার নাহিক মূল।
এ ধন লাগিয়া পাইয়া আমরা
না পাইয়ে কোন কূল॥
চণ্ডীদাস বলে আমি জানি ভালে
বালার পীরিতি লেঠা।
যেমন জানিবে সরোরুহ-ফুল
তাহার অঙ্গেতে কাঁটা॥

শ্রীরূপ বলিলেন,—রায় মহাশয়, শ্রীপাদ চণ্ডীদাস নারীগণের পাতিব্রতা-ধর্ম্ম সমন্ধে শ্রীভাগবতের ন্যায় সবিশেষ উপদেশ প্রদান করেন নাই। অল্প কিঞ্চিৎ কথাতেই সে উপদেশ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভাগবতে দেখা যায় শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীদিগের নিকট স্বকীয় মনের ভাব গোপন রাখিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রগাঢ় শাস্ত্রীয় বাক্যের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করার ছলনা করিয়াছেন। এখানে যেন সেইভাবের অবতারণা করিয়াই তিনি নীরব হইয়াছেন। কোন্ ভাবে রসের পুষ্টি অধিকতর হয় তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য? শ্রীভাগবতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সমাগমে তাদৃশ আনন্দ প্রকাশ না করিয়া প্রথমতঃ একটুকু বিস্মিতভাবে ছলনা প্রকটন করেন। তিনি তাঁহার কথার ভাবে এমনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে তিনি যেন ইহাদের আগমনের কিছুই জানেন না। হঠাৎ নিশাগমে নিবিড়

বনে তাহারা কেন আসিলেন, তাহাদের এই কার্য্যটা যেন ভাল হয় নাই ; তিনি এমন ভাবের অভিমত প্রকাশ করিলেন। চণ্ডীদাসের পদে ছয়টী মাত্র ছত্রে শ্রীকৃষ্ণের সেই ছলনা বাক্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তাহার পরেই শ্রীরাধার মর্ম্মস্পর্শী বেদনা-জ্ঞাপন অতি বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইয়াছে। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্‌ছলনা যেমন গভীর ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উপদেশ-পূর্ণ অপরপক্ষে গোপীগণের সমক্ষে সেই সকল উপদেশ অতীব মর্ম্ম-দাহী। শ্রীভাগবতে দেখা যায় গোপীগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। তাহাদের ব্যাকুলতাময় বাক্যগুলি চণ্ডীদাসের পদে ন্যূনাধিক পরিমাণে শ্রীভাগবত-অনুসারেই লিখিত হইয়াছে।

শ্রীভাগবতে রাস নায়িকাগণের শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। এক শ্রেণীর গোপী নিত্যসিদ্ধা ; তাঁহারা অতীব বিশুদ্ধা। শ্রীভাগবতে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে—"কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ"। ইহার পরে এই শ্রেণীর গোপীদের কথা লইয়াই বলা হইয়াছে—"গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ" অর্থাৎ গোবিন্দেই যাঁহাদের আত্মা অপহৃত ভাবে ছিল, তাঁহারা মোহ-নির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইলেন। পিতা, ভ্রাতা, পতি প্রভৃতি বাধা দিয়াও তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। কিন্তু আর এক শ্রেণীর গোপী অভিভাবকগণের দ্বারা অবরুদ্ধা হইলেন। তাহারা ইচ্ছা-সত্ত্বেও যাইতে পারিলেন না। তাহাদিগকে গৃহের ভিতরে জোরপূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তাঁহারা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহে নয়ন নিমীলিত করিয়া কেবলই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় ধ্যান ভিন্ন বিরহিণীর আর অন্য উপায় নাই। সুতরাং বিরহের তীব্র যাতনায়, তাঁহাদের কৃষ্ণ-অদর্শন-জনক কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া গেল এবং ঐ ধ্যানে

ধ্যানেই কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তিতে কৃষ্ণসঙ্গলাভে সংসারভোগের পুণ্যও ক্ষীণ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্যের অতীত হইয়া পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দঘন শ্রীগোবিন্দের সঙ্গলাভ করিলেন। শ্রীভাগবতে শ্রীশুকদেব বলেন, ইহারা গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দ দেহে পরমাত্ম-স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই উপপতিরূপে ভাবিতে ভাবিতে সেই সম্বন্ধেই তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীশ্রীপ্রভুর উপদেশে এই বুঝিয়াছিলাম, সম্বন্ধবিহীন ভজনে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। এ স্থলে জনসাধারণের মনে এক সন্দেহ হইতে পারে যে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে মনে না করিয়া কেবল কান্তরূপেই মনে করেন। তাহা হইলে সেই গুণবুদ্ধিশালী গোপীদের গুণ-প্রবাহের অবসান কি প্রকারে সম্ভব হইল? পরীক্ষিৎ নিজে সুবিজ্ঞ হইয়াও জন-সাধারণের হিতের জন্য শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামীর নিকট এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সমুচিত উত্তরদানে পরীক্ষিতের সন্দেহ দূর করিয়াছিলেন। তিনি বলেন আমি পূর্ব্বেই তো তোমায় বলিয়াছি যে শিশু-পাল চিরকালই শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিলেন কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা নিহত হইলে তাঁহার আত্মা রাজসূয়-যজ্ঞস্থলে সুদর্শন চক্রে দেহ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বজন-সমক্ষেই জ্যোতির আকারে শ্রীকৃষ্ণ-দেহে প্রবেশ করিয়া সাযুজ্য মুক্তিলাভ করেন। প্রকৃত কথা এই যে কামে হউক, ক্রোধে হউক, স্নেহে হউক বা সৌন্দর্য্যেই হউক,—জগজ্জনের হিতার্থে অবতীর্ণ শ্রীহরিতে কোনও ভাবে তাঁর মনঃ সংযোগ রাখিতে পারিলেই জীবের মুক্তিলাভ হয়।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

সুতরাং শিশুপাল যখন মহাবিদ্বেষী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য মুক্তিলাভ

করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়তমা, নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীকাদের যে কৃষ্ণসঙ্গ-লাভ হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বরগণেরও মহেশ্বর; তাঁহার কার্য্যে কোনও বিস্ময়ের বিষয় নাই।

পরম কারুণিক শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামীর এই উপদেশে সকলেরই সংশয় নিরাকৃত হইল। ইহার পরে গোপীগণের কথা আবার আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণদর্শন-লালসা-পরায়ণা গোপীগণ অনন্ত বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া চিত্তের পূর্ণ পূর্ণ উল্লাসে যখন শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন,—তখন তাঁহাদের মনে কত উল্লাস! তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে ইনি বাঁশী বাজাইয়া অত যত্নে, অত আদরে তাঁহাদিগকে আনিয়াছেন। দেখা হওয়ামাত্রেই হয়ত আহ্লাদে তাঁহাদের অঙ্গে ঢালিয়া পড়িবেন, কত প্রিয় কথাই বলিবেন—এত আশা তাঁহাদের মনে ছিল কিন্তু কাযাতঃ তাহার বিপরীত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহাতে যেন তাহাদের মাথায় বজ্রপাত হইল। শ্রীকৃষ্ণ এমন শুষ্ক ও পর-পর ভাবে তাহাদের সহিত শিষ্টাচারপূর্ব্বক কথাবলিতে লাগিলেন যে তাহা শুনিয়া তাহারা চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিলেন না। শোকে, দুঃখে, অবমাননায় তাহাদের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন "আপনারা কি নিমিত্ত এই গহন বনে আগমন করিয়াছেন। আর আমার নিকটেই বা আপনাদের কি প্রয়োজন? যদি আমাদ্বারা আপনাদের কোন কার্য্য থাকে তবে বলুন, এখনই তাহা সম্পন্ন করিয়া দিতেছি একে ত রাত্রি কাল, তাহাতে বনে অনেক হিংস্র প্রাণীও আছে: এই স্থান আপনাদের ন্যায় মহিলাদের আগমনের বা অবস্থানের যোগ্য নয়। আপনারা গৃহে প্রতিগমন করুন। আপনাদিগকে না দেখিয়া আপনাদের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুশ্চিন্তা করিবেন, আপনা-

দের জন্য ব্যাকুল হইবেন। আর ক্ষণ কাল এখানে না থাকিয়া আপন আপন গৃহে গমন করুন।”

গোপীবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই শুষ্ক সৌজন্য-বাক্য শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া পরিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। তাহাদের নলিন-নয়ন-কোণে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। শ্রীকৃষ্ণ সে দিকে কোন লক্ষ না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—আজ পূর্ণিমা রজনী, তাহাতে আবার শারদপূর্ণিমা, শ্যামল যমুনাতটে ফলে ফুলে শোভিত তরুলতার অপূর্ব্ব শোভা! বোধ হয়, তাহাই দেখিবার জন্য আপনারা আগমন করিয়াছেন। যাহা হউক, দেখা হইয়াছে তো? এখন গৃহে প্রত্যাগমন করুন। গৃহে যাইয়া স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সেবা-শুশ্রূষা করুন। নিষ্কপটে স্বামি-সেবা, তাঁহাদের আত্মীয়গণের সেবা এবং সন্তান-পোষণই নারীগণের পরমধর্ম্ম; পতি দুঃশীলা হউন, দুর্ভাগ্য হউন, বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা নির্ধনই হউন,—পতি-ত্যাগ স্ত্রীগণের কখনই কর্ত্তব্য নহে। কুলস্ত্রীগণের পক্ষে উপপতি-গ্রহণ স্বর্গ-প্রাপ্তির বাধাজনক, অযস্কর, ভয়াবহ ক্লেশকর এবং অতীব ঘৃণাজনক।” শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম উপদেশ শুনিয়া ব্রজবালাদের হৃদয় অভিমানে ও দুঃখানলে জ্বলিয়া উঠিল। ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ আরো কি বলিবেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহারা ব্যাকুল হইতে লাগিলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া অস্ফুট ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন “আমি আপনাদের ভাব বুঝিয়াছি। সকলেই আমাকে ভাল বাসেন। আপনাদেরও আমার প্রতি সেইরূপ প্রীতি আছে; তাহা ভালই। আমাকে দর্শন করিলে, আমার কথা শ্রবণ করিলে, আমাকে ধ্যান করিলে, আমার বিষয় অনু কীর্ত্তন করিলে আমাতে লোকের যে প্রীতি জন্মে, আমার নিকট বাস

করিলে সেরূপ প্রীতি জন্মে না। আপনারা গৃহে ফিরিয়া যান, ঘরে থাকিয়া আমায় মনে রাখিবেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে"।

সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে; ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। লজ্জায়, দুঃখে, অভিমানে ও অবমাননায় ব্রজবালাগণ মস্তক অবনত করিয়া কোন প্রকারে এতক্ষণ নীরবে কৃষ্ণের নিষ্ঠুর উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন কিন্তু আর তাঁহাদের লজ্জা রহিল না। ধৈর্য্যের বাধও ভাঙ্গিয়া গেল! শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয় বাক্যে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। ইহারা মুখ অবনত করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিলেন এবং অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিম্বাধর শুষ্ক হইয়া উঠিল। যাঁহার জন্য তাঁহারা লজ্জা, ভয়, তাড়না, গঞ্জনা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া বনে আসিলেন, তাঁহার এই প্রকার ঔদাস্য দেখিয়া তাঁহাদের দুঃখের আর সীমা রহিল না; তাঁহারা অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন

এই স্থলে শ্রীভাগবতে একটা শ্লোকে লিখিত আছে—

"তদর্থবিনির্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ"।

এই পদটার ভাবার্থ পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় রাসনায়িকাদিগের সাধনা,—পরম হংসদের সাধনা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে বরং উপরিচরী। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্য জগতের সকল ভোগ, সকল আশাই ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে: যাঁহারা সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া উপাস্য বস্তুতে মনোনিবেশ করেন তাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ। তাঁহাদের এইরূপ স্থিতিকেই ব্রাহ্মী-স্থিতি বলা হয়। যোগের সাধনা, জ্ঞানের সাধনা বা ধ্যানের সাধনা,—এইরূপ ব্রাহ্মী স্থিতিতেই উৎকর্ষ লাভ করে।

ব্রজগোপীদের ভগবৎসাধনা এই ব্রাহ্মীস্থিতিরও অনেক উপরে। ব্রাহ্মীস্থিতি আত্মসংযমমূলা। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব বহুচেষ্টাতেও এইরূপ

স্থিতিলাভ করিতে পারে না। আত্মচেষ্টায় মানুষের চিত্ত এইরূপ পদবীতে আরূঢ় হইলেও উহার পুনর্ব্বার অধঃপতনের আশঙ্কা থাকে কিন্তু ব্রজবালাগণ আত্মপ্রযত্নে চিত্তের এই সমুন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহাদের মন কৃষ্ণদ্বারা আকৃষ্ট, গৃহীত এবং অপহৃত। তাহার ফলে এখন তাঁহারা—"তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ"। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের সমক্ষে আপনার ভুবন-মোহন, ইতররাগবিস্মারক, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, ত্রৈলোক্য-সৌভগ এবং আনন্দ-বর্দ্ধক নিজের শ্রীমূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহাদের চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের সেই স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা যে পরমহংসগণেরও প্রলোভনীয় ও অনুকরণীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই ব্রজবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের ছলনাপূর্ণ নিষ্ঠুর বাক্যে যে কি গভীরভাবে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পরে নয়নজল মুছিয়া তাঁহাদের মনোদুঃখ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইতে উদ্যত হইলেন। এস্থলেও শ্রীভাগবতে গোপীচরিত্র ব্যক্ত করার জন্য শ্রীপাদ শুকদেব বলেন—যদিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি অপ্রিয় ও অতি নিষ্ঠুর বাক্যদ্বারা তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র প্রিয়তম—অতীব "প্রেষ্ঠ" বন্ধু বলিয়াই হৃদয়ের বিশ্বাস স্থির রাখিয়াছিলেন এবং একমাত্র তাঁহাতেই "অনুরক্তা" ছিলেন। যদিও তাঁহাদের হৃদয়ের বেদনার বিরাম হইল না বটে কিন্তু নয়নের জল নয়নে মুছিয়া অতীব গদ্‌গদ কণ্ঠে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—"প্রাণ বল্লভ, আমরা সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া তোমার পাদপদ্মে স্মরণ লইয়াছি। যোগিগণ, জ্ঞানিগণ, ধ্যানিগণ সকল ত্যাগ করিয়া নারায়ণকে যেমন ভজনা করেন, আমরাও সেইরূপ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম মনে করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। আমাদিগকে নিষ্ঠুর বাক্য বলা

তোমার উচিত নহে। তুমি বলিতেছ, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পতিসেবা, পতির সুহৃদগণের সেবা এবং সন্তানগণের সেবা,—শাস্ত্রসম্মত সুধর্ম্ম। তুমি ইহা বলিতে পার। কেননা, তুমি শাস্ত্রে জ্ঞানী, অতীব ধর্ম্ম-পণ্ডিত। তুমি হয়ত জান না, যে আমাদের সেই সকলই—তুমি। তোমার সেবা করিলেই সেই সকলের সেবাও উহাতেই সিদ্ধ হয়। তুমি দেহধারি-মাত্রেরই আত্মস্বরূপ, বন্ধুস্বরূপ। তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। যাহারা ভজন-সাধনাবিষয়ে চতুর, তাঁহারা তোমাকেই ভক্তি করেন, ভক্তগণের তুমি নিত্যপ্রিয়। পতি সুতাদি প্রিয় হইলেও ক্লেশদায়ক ও অনিত্য; পতি সুতাদিতে কেবল দুঃখেরই বৃদ্ধি হয়। অনিত্য বস্তুর সেবায় কেবল দুঃখই ঘটিয়া থাকে। হে চির মধুর, তুমি আমাদের নিত্যপ্রিয়। আমরা বড় আশা করিয়া তোমার পাদপদ্মে স্মরণ লইয়াছি। তুমি আমাদের আশালতা ছিন্ন করিও না। হে পুণ্ডরিকাক্ষ, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমাকে যে লোকে "অরবিন্দনেত্র" বলে তাহা অতি ঠিক। এমন সুস্নিগ্ধ, সুকোমল, সরস সুন্দর ও আনন্দদায়ক, কমলের ন্যায় নয়ন আর ত কাহারো নাই। তাই তুমি অরবিন্দনেত্র। এখন বুঝিতেছি, কাজে কাজেও তুমি পদ্মলোচন। পদ্ম ত রাত্রিকালে প্রস্ফুটিত হয় না, মুদিয়াই থাকে। তোমারও ঠিক সেই দশা। নচেৎ কি তুমি গোপীর দুঃখ দেখিতে পাইতে না? তুমি আমাদিগকে গৃহে যাইয়া গার্হস্থ্য কার্য্যে মন দিতে উপদেশ করিয়াছ; কিন্তু তুমি কি জান না যে, তুমি নিজেই সুখে সুখে, হাসিখেলায় আমাদের চিত্ত অপহরণ করিয়াছ। আমাদের চিত্ত এতকাল সুখেই গৃহে নিবদ্ধ ছিল। আমাদের হস্তও গৃহকার্য্যে নিযুক্ত ছিল কিন্তু তুমি আমাদের সকল ইন্দ্রিয়-শক্তিকেই তাহাদের কার্য্য হইতে বিভ্রষ্ট করিয়া দিয়া তোমাতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছ। তোমার চরণ নিকট হইতে কোন ক্রমেই আমাদের পা আর সরিতেছে না। এখন বল দেখি,

আমরা কি করিয়াই বা গৃহে যাইব, আর কি করিয়াই বা গৃহ কার্য্য করিব? তোমার যে পাদপদ্ম স্বয়ং লক্ষ্মী বক্ষে রাখিয়াও তৃপ্তিলাভ করেন না,—নিরন্তরই তোমার পদাম্বুজরজের কামনা করেন, যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্রগণের ত দূরের কথা, ভব বিরিঞ্চিও তোমার যে পাদপদ্ম নিরন্তর প্রার্থনা করেন, আমরা তোমার সেই চরণরেণুলাভের আশায় এখানে আসিয়াছি। সেই চরণ-সেবা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না।"

শ্রীভাগবতে এইরূপ ব্রজবালাদের মনোবেদনাসূচক এবং আত্মনিবেদন-সূচক কত কথাই লিখিত আছে। স্বয়ং প্রভুও এ বিষয়ে কত উপদেশ করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এই সকল কথার সারমর্ম্ম অতীব করুণ-কোমল ও মধুর ভাবে রচিত হইয়াছে। রাস-নায়িকাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ছলনাময়ী উক্তিগুলি শ্রীপাদ চণ্ডীদাস অতি অল্প কথায় প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধার মর্ম্ম কথা অতীব প্রাণস্পর্শী বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীরূপ আরও বলিলেন, শ্রীরাধার মর্ম্মকাহিনী শ্রীপাদ চণ্ডীদাস অতীব বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম কিন্তু আজ শ্রীপাদের শ্রীমুখে সেই সুধামাখা পদগুলি যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার ন্যায় জীবাধমের হৃদয়েও বৃন্দাবন-সুধা-মাধুর্য্যের মহাউৎস উচ্ছ-লিত করিয়া তুলিয়াছে। রায়মহাশয়, আপনারা চিরদিনই শ্রীপ্রভুর চরণতলে বসিয়া এ প্রেম-সাগরের আনন্দ-তরঙ্গ উপভোগ করিতেছেন। কিন্তু আমার ভাগ্যে এ সুখ-সম্ভোগ আরতো অধিক দিন হইবে না। যদি প্রভুর আজ্ঞা হয় এবং আপনার ও শ্রীপাদ স্বরূপ ঠাকুর মহাশয়ের কৃপা হয়, তবে রাসস্থলীতে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার আত্ম-নিবেদনের আরও দুই একটী পদ আমায় শ্রবণ করাইয়া কৃতার্থ করুন।

প্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, অমৃতে কি কখন অরুচি হয়? বেশ কথা। এখন শ্রীবৃন্দাবন-কাব্য-কুঞ্জের কলকণ্ঠ কোকিল স্বরূপের দয়া হইলেই হইল।

স্বরূপ জিভ্ কাটিয়া নিজের দুই কর্ণ হাতে চাপিয়া প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—দয়াময়, চণ্ডীদাসের রচিত রাস সম্বন্ধে পদাবলী শুনিতে কবিবর শ্রীরূপের আগ্রহ হইয়াছে ; শ্রীরূপ নিজে কবি, চণ্ডীদাসের পদাবলী তাহার নিকটে যে অতীব আদরণীয় হইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। চণ্ডীদাস যে শ্রীমদ্ভাগবতের রাস বর্ণনার ভাবে পদ রচনা করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না কিন্তু স্থানে স্থানে ভাগবতীয় রাসবর্ণনার সহিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজবালাকুল যেরূপ ব্যাকুলভাবে অভিসার করিয়াছিলেন, তাহার কতিপয় পদ ইতঃপূর্ব্বে গাইয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের ছলনাময় কঠোর বাক্য শ্রবণে শ্রীমতী রাধিকা প্রভৃতি রাসনায়িকাগণের যে অবস্থা হইয়াছিল, ভাগবতে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই যে তাহারা অবনত মস্তকে বসিয়া পড়িলেন, পদের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন; নিরাশায় প্রতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসে তাহাদের বিম্বাধর বিমলিন ও বিশুষ্ক হইয়া উঠিল। শ্রীরূপ, গোপীকাকুলের এই সকল অবস্থাই উল্লেখ করিয়াছেন। এখন শ্রীরাধার আত্মনিবেদনসূচক একটী পদ গাইতেছি শুনুন—

কামোদ।

শুন হে কমল আঁখি।

এ দেহ এখানে পরাণ ওখানে,

শুধু দেহ আছে সাথী॥

সকল তেজিয়ে, শরণ লয়েছি

ওদুটি কমল পায়।

ঠেলিয়া না ফেল, ওহে বংশীধর

যে তোর উচিত হয়॥

তিলেক না দেখি ওমুখ মণ্ডল
মরমে না শুনে আন।
দেখিলে জুড়ায় এ পাপ-পরাণ
ধড়ে আসি রহে প্রাণ॥
যেমন ঘরের দীপ নিভাইলে
অন্ধকার হেন বাসি।
তেন মত তুমি লোচন সবার
হেনক আমরা বাসি॥
সকল ছাড়িয়ে যে লয় শরণ
তাহারে এমতি কর।
তুমি সে পুরুষ- ভূষণ-শকতি
বাঞ্ছাসিদ্ধি নাম ধর॥
চণ্ডীদাস বলে শুন গোপনারি
কি শুনি দারুণ বাণী।
সরস বচনে সিচহ যতনে
যতেক কুলের নারী॥

শ্রীরূপ বলিলেন, রায় মহাশয় শ্রীমতীর এই আত্ম-নিবেদনের পদটী শুনিয়া তাঁহার রচিত অন্যান্য পদের কথা স্বতঃই মনে হইতেছে। ভক্ত-গণ চিরদিনই আত্ম-নিবেদনের পদ শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। আত্ম-নিবেদনের পদে মনের দীনতা, হৃদয়ের ভক্তিপূর্ণ আবেগ এবং চিত্তের অন্তস্তলে নিহিত প্রগাঢ় প্রেমের ভাব প্রকাশ পায়। শ্রীপাদ চণ্ডী-দাসের রচিত আত্ম-নিবেদনের পদ গুলি প্রেম-মাধুর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার।

স্বরূপ বলিলেন, কবিবর, শ্রীপ্রভুর চরণতলে বসিয়া আমরা ঐ সকল

পদেরই রস-আস্বাদন করি। কিন্তু আজ যখন কেবল শ্রীরাসলীলার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, এঅবস্থায় সেই প্রসঙ্গের গান ও কথা অস্বাদন করাই বোধহয় প্রভুর ইচ্ছা।

মহাপ্রভু স্বরূপের কথায় সায়দিয়া বলিলেন, হাঁ স্বরূপ তাইবটে কিন্তু অতঃপরে শ্রীরূপের আকাঙ্ক্ষাও পুরণ করিতে হইবে। শ্রীরাধার আত্ম-নিবেদন শুনিয়া শ্রীগোবিন্দ মনে করিলেন এই সরলা ব্যাকুলা ব্রজবালা-দের সহিত আর অধিক পরিহাস-বাক্য বলা ভাল নয়। যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহারা মনে অতি যাতনা পাইয়াছেন সুতরাং বিগত হেমন্তে ইহাদের মনোবাঞ্ছা পুরণের জন্য ইহাদিগকে আশা দিয়া-ছিলাম এখন ইহাদের সেই আশাপুরণ করিতে হইবে, গোপী জনবল্লভ শ্রীগোবিন্দ তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া মনের প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিলেন ; বলিলেন ব্রজবালাগণ, তোমরা আমার প্রাণের প্রাণ, তোমরা বিনা আমার আর কে আছে ? আমার কথায় তোমরা মর্ম্মান্তিক ব্যাথা পাইয়াছ, আমি তোমাদের ভাব-পরীক্ষার জন্যই এতকথা বলিয়াছি। তাহাতে মনে দুঃখ করিও না। আমি চির দিনই তোমাদের আপন জন। তোমরা প্রকৃত প্রেমে চিরদিনের তরে আমাকে প্রেমপাশে বদ্ধ করি-য়াছ। এই বলিয়া তিনি গোপীকা-সমাজে প্রবেশ করিলেন। ব্রজবালাগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন রাসস্থলীতে যে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সে আনন্দ-আস্বাদন করিতে বড়ই সাধ হইতেছে। উহার বিন্দুমাত্রেও আমরা কৃতার্থ হইব। এখন তবে রাস-উল্লাসের সেই রসই আস্বাদন করা যাউক,—কি বল, শ্রীরূপ ?

রায় রায় বলিলেন, প্রভু আমার মনের কথাই বলিয়াছেন। বোধ হয়, কবিবরেরও তাহাই সাধ।

তখন স্বরূপ আর বিলম্ব না করিয়া কেদার রাগে গান ধরিলেন :—

রসিক নাগর চতুর শেখর
করিতে রসের রঙ্গ।
মনমথ যেন কুঞ্জর ছুটল
রমণী লভিতে সঙ্গ॥
ধৈরয না মানে আন নাহি শুনে
মত্ত চিত ভেল তায়।
নাগরী সকল দেখিয়া বিকল
কটাক্ষ নজরে চায়।
ঈষৎ হাসিয়া নাগর বসিয়া
করিতে রমণ কেলি।
যেমন কুসুম দেখিয়া সুষম
লোভিত হইলা অলি॥
যেন করিবর করিণী দেখিয়া
ধৈরয নাহিক মানে।
মত্ত মৃগ যেন মৃগিনী দেখিয়া
ছুটিয়া বুলয়ে বনে॥
তৈছন লুবধ মাধব মুগধ
মোহিতে তরুণী-গণে।
অতি রসলীলা নাগর চলিলা
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

মহাপ্রভু বলিলেন স্বরূপ, শ্রীরাসলীলা রসের নিদান। ব্রজ-বৃন্দাবন ভিন্ন ইহার অন্যত্র স্থান নাই। এ রসে নায়ক ও নায়িকা অপ্রাকৃত, লীলা অপ্রাকৃত, ধামও অপ্রাকৃত—শুধু অপ্রাকৃত নহে—ঋষিদের ধারণায় যে

ভাব মানুষের চিত্তবৃত্তির শ্রেষ্ঠতম, সেই ভাব হইতেই রসময়ী রাসলীলার আরম্ভ। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস এই পদটীতে প্রেমিক ভক্তগণকে বুঝাইয়াছেন যে প্রেমরস নায়ক এবং নায়িকার চিত্তকে যখন ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে একীভূত করিয়া তোলে, উভয়ের চিত্ত তখন উভয়ের প্রতি প্রবলতম প্রভাবে প্রধাবিত হয়—নায়িকা যেমন নায়কের জন্য ব্যাকুল হন—নায়কও নায়িকার জন্য তেমতি ব্যাকুল হন। একজন অপর জনের সঙ্গ ভিন্ন স্থির থাকিতে পারে না, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ব্রজ-প্রেম ইহার অনেক উপরে অপ্রাকৃত উচ্চতম গ্রামে অবস্থিত। এমনতর অকৃত্রিম প্রেমের প্রভাবেই রাস-লীলার সূত্রপাত হয়। চণ্ডীদাসের এই পদে আমরা সেই ভাবের সূচনা জানিতে পারিলাম। এই কাব্যের মধ্যে যে কত সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব আছে, তাহারও আভাস পাইলাম।

চিত্তের ভাবানুযায়ী পারিপার্শ্বিক দৃশ্য বর্ণিত না হইলে সামঞ্জস্য সৌন্দর্য্য সংরক্ষিত হয় না। তাই তোমার মুখে এখন চণ্ডীদাস রচিত রাসস্থলীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় দৃশ্যের কথা শুনিতে চাই। ইহাতে শ্রীরামানন্দের ও শ্রীরূপের যথেষ্ট আনন্দ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বরূপ বলিলেন—যে আজ্ঞা। আমি সেইরূপ একটী পদও গাইতেছি; আশা করি, ইহাতে কবিবর শ্রীমৎ রূপের হৃদয়ে অবশ্যই আনন্দের সঞ্চার হইবে। এইবলিয়া স্বরূপ বিহাগড়া রাগে গান ধরিলেন—

নিকুঞ্জ শোভিত কি রস-কেলি
এ মণি-মণ্ডপ করিয়া মেলি
রতন-মণ্ডিত পরেশ দোল
স্তম্ভ সুচারু গড়ল ভাল
রতন-মন্দিরে শোভিতে।

ঝঝর ঝলকে এ চারু পাশ
মুকুতা দুসারি গাঁথনি রাশ
গন্ধ মল্লিকা জাতি সুবাস
কুঞ্জ কুটীরে চৌদিকে ভাল
সুগন্ধে আমোদ মোহিতে॥
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গান
চকোর চকোরী গাওত তান
হংস হংসীকর জোড়েতে ফিরত
নিকুঞ্জ-মাঝে মাঝে ঘুরি
মণ্ডলগণ সারিতে।
ময়ূর ময়ূরী সরস ভাল
কোকিল ডাহুকী ডাকে রসাল
শারী শুক পিক ডাকত সার
জয় জয় কৃষ্ণ মোহিতে॥
হরিণ হরিণী সারস পাখী
ভূলোক গগন ফেরত আঁখি
যৈছে দিক উজর রেখি
সুচারু গমন করত কেলি
হেরি নয়ন জুড়াতে॥
চামর চামরু কুঞ্জর-রাজ
দেওত নিকুঞ্জ-মন্দির-মাঝ
তাহাতে সাজল রসিক রাজ
তাহার বামে নারী গৌরী
হেরি চণ্ডীদাস গাইতে॥

প্রভু, এইরূপ আরো একটী গান আছে তাহাও শ্রবণ করুন!

ফুটল ফুল মাধবী জাতি
পারুল কিংশুক ধাবক ভাতি
কেতকী কুন্দ কদম্ব পাঁতি
ধরণী লম্বিত রসাল ফুল
বরণ কুসুম কাননে ॥
কেয়া আমলকী পলাশ ফুল
ফুটল মল্লিকা দুসারি কূল
করবী গুলাল সৌরভ পূর
গন্ধে আমোদ কানন-কুঞ্জ
মধুকর-কর-শোভনে ॥
বাঘনখী আর কুবল আদি
ফুটল ফুল সব সমাধি
চণ্ডীদাস গুণ গাওত সাধি
অপরূপ রূপ কাননে ॥
গাওত কতেক তান মান
হেরি মূরতি রসের প্রাণ
অতি মগন এ পাঁচবাণ
রসিক নাগর শোভনে ॥

মহাপ্রভু বলিলেন—স্বরূপ, চণ্ডীদাস প্রগাঢ় ভাব-রসের কবি। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য-সৌন্দর্য্য-বর্ণনাতেও চণ্ডীদাস সিদ্ধহস্ত। তোমার অই গান দুটীর প্রথমটীতে কুঞ্জ-কানন-বিচরণশীল বিহঙ্গম ও মৃগাদির সৌন্দর্য্যে যেরূপ সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয়টীতে ঠিক তেমনই পদ-লালিত্যে কানন-শোভা-কুসুমকুলের সুষমাচ্ছবি সুচিত্রিত

হইয়াছে,—যেন সুচিত্রকরের তুলিকায় সৌন্দর্য্যময় সুচিত্রণ! সুকবির মহা-কাব্যস্থলী শ্রীবৃন্দাবন, অপ্রাকৃত কাব্যের মহারাজ্য। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের রাসলীলা। সুকবিগণের বর্ণনার এক বিশিষ্ট চমৎকারিত্ব এই যে তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়টাকে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর ও মধুর করিয়া তোলা। কাব্য-জগতের মহাশিল্পী শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ভাগবত-লীলার মুকুটমণি শ্রীশ্রীরাসলীলা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া দেশ-কাল-পাত্রের প্রতি প্রগাঢ় দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তিনি যে কাব্য-কলা-কুশলতা-বিচারের প্রতি বিচার পূর্ব্বক দৃষ্টি রাখিয়া এই পদসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নহে; স্বভাব কবির প্রকতিই এই যে তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে যাহা কিছু বর্ণনা করেন, তৎসমস্তই কাব্য-কলার প্রকৃষ্ট নিয়মানুসারে রচিত হইয়া থাকে। কি বল, রাম রায়? তুমিও শ্রীরূপ উভয়েই সুকবি। স্বরূপ নিজেও কাব্য-রসের মূর্ত্তিমান্ অবতার। তোমাদের নিকট এই সকল বলাই বাহুল্য।

ইহা শুনিয়া শ্রীরূপ লজ্জায় মাথা অবনত করিলেন। তাঁহার নয়ন-কোনে মৃদু হাসির অস্ফুট রেখা দেখা দিল। শ্রীরামরায় হাসিয়া বলিলেন—আমাদের প্রভু সর্ব্বরসবিশারদ। উপাহাস-রসেই বা তাঁহার ত্রুটি থাকিবে কেন? নচেৎ শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময় পদ্যাবলী শুনিতে শুনিতে অধমের প্রতি এই কটাক্ষ করিবেন কেন? শ্রীপাদ স্বরূপ ঠাকুর ও শ্রীল রূপের সমন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অবশ্য খাঁটি সত্য। কিন্তু অধমকে ঐ শ্রেণীতে টানিয়া আনা কি বিশুদ্ধ উপহাসের পরিচায়ক নহে? স্বরূপ বলিলেন—শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটকের প্রত্যেক গানে ও কবিতায় যাঁহার মধুর কাব্য-রস-সাগর-তরঙ্গ খেলিয়া বেড়ায়, তাহাকে কবি বলায় কি এতই উপহাসের

বিষয় হইল? যাক্ ওসব কথা। আমি এখন শ্রীশ্রীরাস-লীলার আর একটী গান করি, শুনুন—

কামোদ।

যন্ত্র তন্ত্র তাল মান
অখল রমণী করত গান
মগন হইয়া গাওয়ে বাওয়ে
যতেক বরজ রমণী ধনী॥
ঝাঝরি গান মৃদঙ্গ তান
ররাব ঠামকি তান মান
মুরজ কেরি ভেরী বায়
দৃমি দৃমি ঘন বাজনি॥
বীণা-বেণু সব মণ্ডলী গায়
পাখোয়াজ সব কি গতি বায়
সুন্দরী পিনাক মধুর গাওনি॥
চণ্ডীদাস দেখি মগন তায়
গোপীর মণ্ডলী কি শোভা পায়;
আনন্দ-রতি সে রসের সার
ফেরি ফেরি মগন-চিত
বিসথ বিছল কামিনী॥

স্বরূপ উচ্ছ্বসিতআনন্দে মগ্ন হইয়া অনেক প্রকার ভাব-ভঙ্গি হস্ত দ্বারা প্রকাশ করিয়া গান পরিসমাপ্ত করিলেন। এই পদে ভাবের ছটা তেমন না থাকিলেও বাদ্যের ঘটা যথেষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রজবালাগণ রাসলীলায় নৃত্য করিতেছিলেন, বিবিধ বাদ্যের ধ্বনিতে রাসস্থলী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রজবালাগণের হাতের

কঙ্কণ, চরণের নূপুর প্রভৃতির সুমধুর ধ্বনি ঐ সকল বাদ্যের ধ্বনিতে মিলিয়া রাসস্থলীকে তুমুলভাবে মুখরিত করিয়াছিল। শ্রীভাগবতে লিখিত শ্রীশ্রীরাসলীলায় যে বিবরণ লিখিত আছে তাহার সহিত মিলাইয়া শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের এই পদাবলী ভক্তমাত্রেরই সুখাস্বাদ্য। শ্রীভাগবতের বর্ণনা এই—

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যোবদ্ধবাহুভিঃ॥
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপী-মণ্ডল-মণ্ডিতঃ॥
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্বিমানশত-সঙ্কলম্॥
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্।
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥
জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদযশোঽমলম॥
বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥
তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মনীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥
পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥
উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্॥

রামরায়, চণ্ডীদাসের পদে শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই রাস-নৃত্যের সর্ব্ব প্রকার আনন্দ উৎসবই অতীব বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্য কোন কবি এরূপ সহৃদয়তায় ও চিত্তের পূর্ণ আবেগে রাস-লীলার এমন বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। আমি স্বরূপের মুখে রাস-লীলার পদাবলী সময়ে সময়ে শুনিয়া থাকি। চণ্ডীদাসের পদে যখনই রাসলীলা গীত হয়, তখনই আমার হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ শতমুখী জাহ্নবী-ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

শ্রীরূপ,—এ লীলার তো অন্ত নাই! এ আনন্দ অফুরন্ত। তুমি যে শ্রীপাদ স্বরূপের মুখে এবার শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের রচিত শ্রীরাসলীলা সম্বন্ধে কয়েকটী পদ শ্রবণ করিতে সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহাতে আমার আরো আনন্দ হইল। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিধানে তুমি তাঁহাদের নিত্য লীলা-স্থলী শ্রীবৃন্দাবনে বাসাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ। সুতরাং শ্রীশ্রীব্রজ-বিলাসি-যুগলেয় কৃপায় সেখানে সর্ব্বদাই তোমার হৃদয়ে এই লীলা স্ফুরিত হইবে।

শ্রীরূপ মস্তক অবনত করিয়া অতীব মৃদুল কোমল কণ্ঠে বলিলেন দয়াময়, সে সকলই আপনার দয়া। এ দীনের প্রতি যেন চিরদিনই এই-রূপ কৃপা বর্ষিত হয়। মহাপ্রভু বলিলেন রামরায়, এবার স্বরূপের মুখে শ্রীগোবিন্দের অন্যান্য লীলা-গানও শ্রীরূপকে শুনাইতে হইবে। কি বল, স্বরূপ? স্বরূপ মস্তক, অবনত করিয়া বলিলেন, যে আজ্ঞা, প্রভু।

দান-লীলা।

দানলীলার পদাবলী আস্বাদনের পূর্ব্বে দানলীলা বলিলে কি বুঝায়, সাধারণ পাঠকগণের অবগতির জন্য সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজনীয়। অভিধানে আমরা দান শব্দের নানা প্রকার অর্থ দেখিতে পাই যথা অমর কোষে :—

ত্যাগো বিহাপিতং দানমুৎসর্জ্জন-বিসর্জ্জনে।
বিশ্রাণনং বিতরণং স্পর্শনং প্রতিপাদনম্।
প্রাদেশনং নির্ব্বপণমপবর্জ্জনসংহতিঃ॥

দানবাচক,—ত্যাগ, বিহাপিত, দান, উৎসর্জ্জন, বিসর্জ্জন, বিশ্রাণন, বিতরণ, স্পর্শন, প্রতিপাদন, প্রাদেশন, নির্ব্বপণ, অপবর্জ্জন,।

দান পদটী সাধারণতঃ দুইটী ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়। উহার একটি ডুদাঞ দানে এই ধাতুর অর্থে ব্যাকরণের পণ্ডিতগণ বলেন "দানমিহ সম্প্রদান-স্বীকারপূর্ব্বক-স্ব-স্বত্বধ্বংস-পর-স্বত্বাপত্তি-ফলকত্যাগঃ" অর্থাৎ সম্প্রাদানস্বীকারপূর্ব্বক নিজের স্বত্বধ্বংস করিয়া অপরকে কোন বস্তুর অধিকার প্রাপণের ফলজনক যে ত্যাগ,—তাহাই দান। ইহার ব্যাখ্যা এই যে, নিজের যে বস্তুতে স্বত্ব আছে, সেই বস্তুই দান করা যাইতে পারে। দানের সময়ে নিজের স্বত্ব-ত্যাগ করিয়া উহার স্বত্ব দানের পাত্রের উপরে সমর্পণ করা হয়। উহাতে দাতার যে স্বত্ব ছিল, দানের সময়ে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়; যাহাকে দান করা যায়, প্রদত্ত বস্তুর স্বত্ব তাহাতেই সমর্পিত হয়। এইরূপ ক্রিয়াকে দান বলা যায়। এই প্রকারে দা ধাতুর উত্তরে ল্যু প্রত্যয় করিয়া দান পদ সিদ্ধ হয়। আবার খণ্ডন অর্থে দো ধাতুর উত্তরে ল্যু প্রত্যয় করিয়াও 'দান' এই পদ সিদ্ধ হয়। উহার অর্থ

খণ্ডন করা। এতদ্ব্যতীত দান নামে একটি পৃথক ধাতুও আছে। উহার অর্থও দো ধাতুর মত খণ্ডন বা অবখণ্ডন।

দান-লীলায় যে দান পদটী দেখা যায় উহার অর্থ,—রাজকর দান। উহা বাণিজ্য ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। গোপীগণ দধি দুগ্ধ ঘৃত মাখনাদি লইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেন। সে সময়ের নিয়মানুসারেও বণিক্‌দের নিকট হইতে এইরূপ বাণিজ্যের রাজকর আদায় করায় প্রথা ছিল। কংস মথুরার রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজস্বআদায় করার কর্ম্মচারীরা এই কর আদায় করিতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বা মন্বাদি সংহিতায়এইরূপ কর-গ্রহণের উল্লেখ আছে। সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্‌ শ্রীপাদ-রূপ গোস্বামী দানকেলি কৌমুদী নাটকে এই অর্থেই দান শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। দানকেলি-কৌমুদী গ্রন্থ খানি নাট্য-কাব্যে ভাণিকা শ্রেণীর অন্তর্গত। "ভাণং স্যাৎ ধূর্ত্তচরিতম্।" ধূর্ত্তচরিত-চিত্রণই ভাণ নাট্যকাব্যের রীতি। এই নাটকে শ্রীকৃষ্ণ, গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত-তটে ঘট্টিকর্ম্ম-চারী সাজিয়া ব্রজবালাদের সহিত কৌতুক-কলহ-লীলা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বহু স্থানেই এই শব্দটী দৃষ্ট হয়। প্রথমত এই গ্রন্থে সুবল শ্রীকৃষ্ণকে "ঘট্টচত্বর-নাথ" বলিয়া গোপী-সমাজে পরিচিত করিয়াছেন। সুবল ঘৃত-দুগ্ধ-ননী-বাহিনী ব্রজবালাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ওগো, ব্রজবালাগণ, তোমরা কি প্রকারে গর্ব্বসহকারে ঘট্টচত্বরনাথকে অনাদর করিয়া ঘৃত বিক্রয়য়ার্থ গমন করিতেছে?"

এস্থলে "ঘট্টচত্বর নাথ" পদের অর্থ ঘট্টির প্রধান কর্ম্মচারী; সোজা কথাই ইনি "দানী" নামে অভিহিত। ইহার পরেই বলা হইয়াছে "তোমরা ভূমিতে মাথা নোয়াইয়া "মহাঘট্টদানীকে" প্রণাম কর।"

এই নাটকের ইহার পর দানী শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুবল যখন মহাদানীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করার জন্য ব্রজবালাদের প্রতি

আদেশ করিলেন তখন বিশাখা বলিলেন, "বল্লবনন্দন তো আমাদের প্রণামেরই যোগ্য। তবে কথা এই যে আমরা অতীব পবিত্র যজ্ঞের হৈয়ঙ্গবীণ ঘৃত-বহনে ব্রতধারিণী। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ-ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই, ইহাই পৌর্ণমাসী দেবীর উপদেশ।"

ইহার উত্তরে অর্জ্জুন নামক শ্রীকৃষ্ণের এক ব্রজসখা বলিলেন, আমাদের সখাও এক ব্রত লইয়াছেন সুতরাং ব্রতীকে ব্রতিনীগণ প্রণাম করিতে পারেন, ইহাতে কোনও দোষ নাই।

ললিতা বলিলেন—তাঁহার আবার কি ব্রত ?

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই হাসিয়া উত্তর দিলেন—"নিত্যমবলার্ব্বুদ-দ্বিজ-বসন-দানং মহাব্রতম্।"

ইহা এক চমৎকার উত্তর। রসিকশেখর শ্রীগোবিন্দের রসময় ভক্ত কবিবর শ্রীরূপের এই বাক্য-রচন মহামধুর ও মহারসময়। এই বাক্য শ্লেষাত্মক। ইহার অর্থ দুই প্রকার। টীকা উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইতেছি।

"নিত্যমবলেতি অবলেভ্যোবস্ত্রাদ্যুপার্জ্জনাঽসমর্থেভ্যোঽর্ব্বুদসংখ্য-বিপ্রেভ্যো বসনপ্রদানং। পক্ষে অবলার্ব্বুদানাং দশকোটিসংখ্যযুবতীনাং দ্বিজবসনানাং ওষ্ঠাধরাণাং দানং খণ্ডনং ওষ্ঠাধরৌ তু রদনাচ্ছদৌ দশনবাসসী ইতি 'দন্তবিপ্রাণ্ডজা দ্বিজা' ইত্যমরঃ। দো অবখণ্ডনে।"

অর্থাৎ বস্ত্রাদি-উপার্জ্জনে অক্ষম এমন অর্ব্বুদ ব্রাহ্মণকে বসন-দান করাই আমার মহাব্রত। অপরপক্ষে দশকোটিসংখ্যক যুবতীদিগের "ওষ্ঠাধরাণাং দানং খণ্ডনং" অর্থাৎ ওষ্ঠাধর-খণ্ডনই আমার মহাব্রত। এস্থলে দো ধাতু হইতে দান শব্দ সাধিত হইয়াছে। দো ধাতুর অর্থ অবখণ্ডন।

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনের দানঘাটে গোপীদিগের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণের নিমিত্ত দানী সাজিয়াছেন। শুল্কদান বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদের কর্ত্তব্য। এ দান যিনি গ্রহণ করেন, তিনিই দানী। গোবর্দ্ধনে এই দানঘট্টি কার্য্যালয় স্থাপিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দানী সাজিয়া বসিয়াছেন। বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—গোবর্দ্ধনে যে ঘট্টদান-গ্রহণের প্রথা আছে, ইহা তো পূর্ব্বে কখন শুনি নাই।

বিশাখা প্রাকৃত ভাষায় এই কথা বলিয়াছিলেন। তাহার সংস্কৃত এইরূপ "অহো অদৃষ্টপূর্ব্বং খলু গোবর্দ্ধনে ঘট্টদানম্"। ইহাতে জানা যাইতেছে যে এই ঘট্টদান ব্যাপার অবলম্বনেই দান-লীলা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন "ওগো ব্রজবালাগণ, দুরন্ত শাশন-চক্রবর্ত্তী দ্বারা আমি এই ঘোর ঘট্টকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি"। (ঘোরে ঘট্টকর্ম্মাণি নিযুক্তোঽস্মি)। ইহারও পরে চিত্রা, শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হে ঘট্টাধ্যক্ষ, যদি তোমাদের অভীষ্ট-সাধন করিতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে বহুজনসঙ্ঘট্টে যমুনাঘট্টেই ঘট্ট-চত্বর করা উচিত।" ইহা শুনিয়া চম্পকলতা বলিলেন—সখি, তুমি বুঝিতে পার নাই ? ইহারা শুল্ক উপলক্ষে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করার নিমিত্তই এই দুর্গম বনে অবস্থান করিতেছে।"

এই সকল কথায় দান-লীলার ব্যাপার সাধারণ পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

চণ্ডীদাসের পদে 'দানী' 'জাগাত' প্রভৃতি শব্দ দান লীলায় বহু-পরিমাণে দৃষ্ট হয়। পাঠকগণ অতঃপরে উদ্ধৃত পদাবলীতে তাহার প্রমাণ পাইবেন। যেমন—

রাধা বলে শুন বিনোদ বড়াই
বড়ই বিষম শুনি।

এ পথে জাগাত ঘাটে ঘাটিয়াল
কথনো নাহিক জানি॥
অপিচ—শুনহে নাগর কানু।
কে তোমায় এ মাঠে দানী করিয়াছে
ধরিয়া মোহন বেণু॥

ইত্যাদি পদে দানী, ঘাটিয়াল, জাগাত প্রভৃতি পদ দেখিতে পাওয়া যায়।

ফলতঃ শ্রীরাধা-গোবিন্দের দান-লীলা-পাঠে ও শ্রবণে রসময় প্রেমিক ভক্তগণের হৃদয় আনন্দ-রসে উচ্ছসিত হয়। বিদ্যাপতির পদাবলীতে দান-লীলার পদ আমার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দান-লীলা অতীব বিস্তৃতরূপে ও সরল ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহার প্রত্যেকটি পদই প্রেমরসে পরিপূর্ণ। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামিমহোদয়ের দানকেলিকৌমুদী গ্রন্থখানি আনন্দরসের অক্ষয় উৎস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের এই দান-কেলিকলহ প্রকৃতপক্ষেই আনন্দসিন্ধু। প্রেমিকভক্তগণ ইহাতে যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহার সমক্ষে পরমহংসগণের ব্রহ্মানন্দও অতিতুচ্ছ। শ্রীপাদশ্রীরূপ গোস্বামি মহোদয় দানকেলি কৌমুদী গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

বিশ্ববিলক্ষণা সা নির্ভরমতিমোহিনী কেলিচর্য্যা।

অর্থাৎ রাধাগোবিন্দের এই কেলিচর্য্যা এই বিশালবিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু আনন্দ আছে, তাহার সকল হইতেই স্বতন্ত্র। তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

প্রেমোজ্জিতা নর্ম্মবিবাদগোষ্ঠী
গোপেন্দ্রসূনোঃ সহ রাধয়াসৌ

হংসানপি শ্রোত্রতটীমবাপ্তা
শুদ্ধামৃতাদপ্যভিতো রুণদ্ধি।

অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দেরই প্রেম প্রবলা নর্ম্মবিবাদ-কথা কর্ণকুহরে প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই পরমহংসদিগকেও ব্রহ্মানন্দভোগ হইতে নিবর্ত্তিত করেন।

শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটক পাঠ করিয়া শ্রীমদ্দাসগোস্বামিমহোদয় বিরহ-যাতনায় অধীর হইয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের জন্য শ্রীপাদরূপ গোস্বামী দান-কেলিকৌমুদী ভাণিকা রচনা করেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী-আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রীগ্রন্থের রসময় বাক্যও স্থানে স্থানে আলোচিত হইবে। এখন মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। মহাপ্রভু বলিলেন—স্বরূপ. চণ্ডীদাসের রচিত দানলীলার পদ শুনাইয়া তুমি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর। তখন স্বরূপ পদ ধরিলেন—

বিদগধ প্রেম রূপ নিরখিতে
প্রেম রসময়ী রাই
কানুর মরমে রাধার নয়নে
সঁপিয়া পশিয়া দুই॥
ইঙ্গিত কটাক্ষে তরল চাহনি
দোঁহে দোঁহা দোঁহে রীত।
সঙ্কেত বেকত আন নাহি জানে
গোঠেতে চলিলা চিত॥
সঙ্কেত ইঙ্গিতে কহিয়া চলিল
রসিক-নাগর কান।

মথুরার পথে বিকি অনুসারে
সাধিতে চলিলা দান॥
দোঁহে ঠারা-ঠারি আঁখি ফিরি ফিরি
গোঠেতে গমন-কেলি।
হই হই বলি চলে বনমালী
ধেনু লয়ে গেলা চলি॥
সব ব্রজবালা করি নানা খেলা
গোঠ মাঝে চলি যায়।
কানু আন ভূলে মথুরার পথে
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

বিদগ্ধ প্রেমের স্বভাব দেখ। কানুর রূপ দেখিতে দেখিতে প্রেমরসময়ী শ্রীরাধা পথে পথে চলিতে লাগিলেন। শ্রীরাধার দুইটি চক্ষু তখন যেন কানুর মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিল। কটাক্ষে ইঙ্গিতে এবং চাহনিতে উভয়ে উভয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রসিক-নাগর-কানু ইঙ্গিতেই সঙ্কেতস্থান ব্যক্ত করিতে করিতে চলিলেন। সঙ্কেতে ইহাও তিনি ব্যক্ত করিলেন যে তাঁহারা মথুরার পথে ঘৃত মাখনাদি বিক্রয় করিতে যাইবেন। দানঘট্টিচত্বরে দানী সাজা, কেবল উভয়ের মিলনের ছলনা মাত্র; উহা সঙ্কেত স্থান-নির্দ্দেশের ভাণ মাত্র।

সিন্ধুড়া।

শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম
সুবল চলিয়া গেল।
ইঙ্গিত জানিয়া সুবল বুঝিল
পাতিতে দানের ছল॥

কুমুদ কাননে চলিলা সঘনে
ধেনুগণ নিয়োজিয়া।
মথুরার পথে চলে যদুনাথে
রাজপথ খানি বেয়া॥
তুসারি কদম্ব তরুবর মাঝে
বসিলা রসিক রায়॥
মধুর মুরলী পূরিলা তখনি
আন ছলে কিছু গায়॥
নটবর বেশ নাগর শেখর
দান ছলে আছে বসি।
ক্ষণেক ক্ষণেক রহি পথ চেয়ে
পূরত মোহন বাঁশী॥
চণ্ডীদাসে কহে ত্বরিত গমন
কর রসময়ী রাধে।
তোমার কারণে বসি বিনোদিয়া
গোঠ রস করি বাধে॥

জয়শ্রী।

রাই সুনাগরী প্রেমের আগরি
সঙ্কেত পড়ল মনে।
বড়াইয়ে ডাকি কহে চন্দ্রমুখী
যাইব মথুরা পানে॥
আনি গোপীগণ যূথের মিলন
চল চল যাব বিকে॥

দধির পসরা সাজাহ তোমরা
বিলম্ব না কর মোকে ॥
সব গোপীগণ চলিলা তখন
সাজায়ে পসরা লই।
ঘৃত, ছানা, দুধ, ঘোল বিবিধ
ভাণ্ডে সাজাইছে দই ॥
সোণার গাগরি সাজায়ে দুসারি
ওড়নি বিচিত্র নেত।
করে অতি শোভা যেন শশী আভা
বরণ কালিয়া সে ত ॥
নানা আভরণ করে গোপীগণ
পসরা লইয়া মাথে।
চণ্ডীদাস বলে সব গোপী মিলে
সবে বলে জয় রাধে ॥

রামরায় বলিলেন—শ্রীমতী রাধিকা বৃষভানু রাজার কন্যা। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম কুসুম হইতে সুকোমল, তাঁহার অঙ্গযষ্টি ফুলের ভারে হেলিয়া পড়ে। তিনি ঘৃতের পসরা মাথায় করিয়া বিক্রয় করিবার জন্য কণ্টক কঙ্করময় বনপথে গমন করিলেন কেন? প্রভু বলিলেন আমার বোধ হয়, ইহার অতি সুন্দর উত্তর শ্রীরূপের নিকটেই আছে। (শ্রীরূপ সলজ্জ ভাবে মস্তক অবনত করিলেন) যাহা হোক্ আমিই বলিতেছি। শ্রীরাধা গুরুগণের অনুজ্ঞাক্রমে গোবিন্দকুণ্ডের তটবর্ত্তী যজ্ঞ-মণ্ডপে হৈয়ঙ্গবীন ঘৃত বিক্রয়ার্থ গমন করেন। যজ্ঞের ঘৃত বহন করা অতীব পুণ্যশীল ও পবিত্র চরিত্র লোকের কার্য্য। অপবিত্র দুশ্চরিত্র নরনারী এই ঘৃত বহনের উপযুক্ত নহে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার ন্যায় পবিত্র চরিত্র ব্রজবালা অতি

বিরল। সেইজন্য গুরুজন শ্রীরাধাকে ও তাঁহার সহচরীগণকে এই ঘৃত বহন করিয়া যজ্ঞস্থলীতে লইয়া যাইতে আদেশ করেন। অপিচ ইহার শুভময় ফল এই যে যিনি যেদিন এই ঘৃত বহন করিয়া লইয়া যান সে দিন তাঁহার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়। ইহাই এই যজ্ঞের ফল।

যদহনি হবনীয়ং হারি হৈয়ঙ্গবীনং
স্বয়মিদমুপচর্য্যং গোদুহামঙ্গনাভিঃ।
উপহরণকরীণামপ্যভীষ্টার্থসিদ্ধি-
র্মুনিভিরভিহিতাস্য প্রক্রিয়েয়ং মখস্য॥

কি বল শ্রীরূপ, এই নয় কি? সময়ে তুমিও জগৎকে এই কথাই বলিবে।

শ্রীরূপ তাঁহার অবনত মস্তক আরো অবনত করিলেন। রামরায় হাসিয়া বলিলেন, প্রভু, শ্রীরূপের ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? আপনি স্বয়ংই শক্তি সঞ্চারিত করিয়া উঁহাকে লীলা-লেখার জন্য গঠিত করিয়াছেন।

শ্রীরূপ ইহাতে অতীব লজ্জিত ভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন: রায়মহাশয়, প্রভুর দয়ার কি সীমা আছে? কিন্তু এ অধম অতি অযোগ্য; প্রভুর দয়ার পরিচয় বিন্দুমাত্র এ জগতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না! আপনি যতই বলুন কিন্তু আমার হীনতা আমি বিশেষ রূপেই জানি। সে কথা এখন থাকুক। শ্রীরাধা,—রাজনন্দিনী; যদিও তিনি বিকির পসরা মাথায় লইয়া বাহির হইলেন কিন্তু একথা বুঝিতেই হইবে যে তাঁহার সহচরীবর্গ তাঁহাকে রাজকন্যার বেশেই সাজাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেই শ্রীগোবিন্দ-মোহিনী রাজনন্দিনী কিরূপ সাজে যাত্রা করিয়াছিলেন, ঠাকুর চণ্ডীদাস দয়া করিয়া জীবদিগকে তাহা জানাইয়াছেন কি?

শ্রীপাদ স্বরূপ তৎক্ষণাৎ উচ্ছ্বসিত উদ্যমে বলিলেন, তাঁহার দয়া

পূর্ণ মাত্রাতেই আছে। এই শুনুন :—এই বলিয়া আশোয়ারী সুরে পদ ধরিলেন :—

রাধার বেশে শোভা বনাইছে
চিকুর আচরি চুল,
তাহে সুগন্ধিত অগুরু চন্দন
বেড়িয়ে মল্লিকা ফুল।
বেণীর সুছাঁদে দৃঢ় করি বাঁধে
কি কব তাহার কথা,
অতি শোভা দেখি কাল জাদ সাথী
দেখিতে হিয়াতে ব্যথা।
চাঁদ ঝলমল শ্রীমুখ মণ্ডল
ভালে সে সিন্দুর ফোঁটা;
তার মাঝে মাঝে চন্দনের বিন্দু
অঙ্গুলি বিধুর ঘটা।
নয়নে অঞ্জন শোভে বিলক্ষণ
অধর রাতুল দেখি।
গলে গজমতি লম্বি আছে তথি
কাঁচুলি তাহাতে সাথী॥
নিতম্ব মণ্ডল ঘাঘর কিঙ্কিনী
চলিতে বাজয়ে ভাল,
নানা আভরণ বিবিধ ভূষণ
মোহিত সকলি ভেল।
সোণার বরণ তাহে আরোপিত
পীতের বসন ভালি,

সোণার নুপুর চলিতে মধুর
বাজয়ে পঞ্চম তালি।
রাধা মাঝে করি চলে ব্রজনারী
পসরা লইয়া মাথে।
চণ্ডীদাস বলে রাই বিনোদিনী
চলিলা মথুরা পথে॥

রামরায় বলিলেন প্রভু, শ্রীমতীর এই বেশভূষা পরিধান ভক্তগণের পক্ষে অতীব আনন্দদায়ক বটে, কিন্তু বনপথে বেশভূষায় আক্রান্ত হইয়া গমন করা কুসুম-কোমলা বৃষভানু নন্দিনীর পক্ষে কষ্টকর বলিয়াই মনে হয়। এ অবস্থায় কণ্টক-কঙ্করময় সুদীর্ঘ পথে পসরা লইয়া চলিতে দেখিয়া তাঁহার প্রিয়সহচরীগণ কিছু বলেন নাই কি? মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন শ্রীরূপ, এ সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়? শ্রীরূপ কৃতাঞ্জলি-পুটে মহাপ্রভুর চরণপানে দৃষ্টি করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন এ অধমের নিজের কোন জ্ঞান নাই, প্রভু যাহা হৃদয়ে প্রেরণা করেন তাহাই আমার মনে উদিত হয়। প্রভুর প্রেরণায় আমার মনে হইতেছে যে উঁহাদের মধ্যে পরস্পরে যেন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল—ললিতা বলিলেন, প্রিয় সখী, তোমার গমন ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি যেন চলিতে ক্লেশ বোধ করিতেছ।

বৃন্দা। ললিতে, আমারও এখন তাই মনে হইতেছে। (শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন) রাধে, তোমার দেহ সদ্য নবনীজাত ঘৃতের ন্যায় সুকোমল। তুমি এই গুরুতর ঘৃতের কলসী মাথায় লইয়া কি প্রকারে যাইতেছ? তোমার মস্তকে একটি মল্লিকা ফুল দিতেও আমার মনে ভয় হয়, পাছে বা তুমি বেদনা বোধ কর; তোমার সেই মস্তকে এই গুরুতর ঘৃত কলসীর ভার! দয়া করিয়া কলসীটী আমার হাতে দাও দেখি।

শ্রীরাধা। ভার বোধ হইতেছে—আমার এই ভূষণগুলি। আমি কতমত বারণ করিলাম, ঐ ললিতা তাহা শুনিল না, জোর করিয়া আমাকে এই ভূষণগুলি পরাইয়া দিল। এইগুলির ভারেই আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে গমন করিতে অশক্ত হইতেছি।

বিশাখা। রাধে, তবে একটুকু দাঁড়াও, আমি এখনই তোমার এই ভূষণগুলি খুলিয়া লইতেছি। এই বলিয়া বিশাখা শ্রীমতীর অঙ্গ হইতে ভূষণগুলি খুলিয়া লইলেন।

বৃন্দা। ললিতে, এ যে তোমার ভারী অন্যায়। শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গে শোভার জন্য আবার ভূষণের প্রয়োজন কি? শ্রীমতীর প্রতি অঙ্গই ভূষণের ভূষণ; অভূষিত অবস্থাতেও উহার শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য দেখিয়া চন্দ্রার সখী পদ্মা লজ্জিত হইয়া পড়ে! এ অঙ্গে আবার মণিময় ভূষণ রচনের প্রয়াস কেন?

শ্রীরাধা। বৃন্দে, আমাদের ভূষণ পরিধান না করিয়া যাওয়াই ভাল। তুমি কি জাননা, যাঁহারা যজ্ঞের জন্য হৈয়ঙ্গবীন ঘৃত বহন করিয়া লইয়া যায়, ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়গণ তাহাদিগকে যথাযোগ্য সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভূষণ প্রদান করেন।

বৃন্দা। সে ত ঠিক কথা। তাঁহারা যে কেবল ভূষণ প্রদান করেন তাহা নহে, যজ্ঞঘৃত-বাহিনীগণের অভীষ্ট সিদ্ধিও করিয়া থাকেন। তবে চল; গোবর্দ্ধনস্থ ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ সমূহকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া চল, যেন ইহারা আমাদের নির্ব্বিঘ্নে অভীষ্টলাভ করিতে সহায় হন,—এই বলিয়া সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দয়াময় প্রভু, আপনার কৃপা প্রেরণায় আমার মনে এই ভাবময় দৃশ্যের উদয় হইতেছে।

স্বরূপ বলিলেন, রামরায় এ অতি চমৎকার ভাব ? প্রকৃত পক্ষেই ইহা প্রভুরই কৃপা-প্রেরণা।

মহাপ্রভু বলিলেন—স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের লীলা অতি বিচিত্র। তিনি তাঁহার প্রিয়াগণের সহিত যে কোন লীলা করেন তাহার প্রত্যেক লীলার কার্য্যই অতি রসময় ও বৈচিত্র্যময়। তিনি নানা স্থানেই দান-ঘট্টচত্বর করিয়াছেন। তিনি কখন বা গোবিন্দকুণ্ডের নিকট, কখন বা মথুরার পথে, কখন বা যমুনার কুলে দানঘাটে ব্রজবালাদের সহিত নানা প্রকার আনন্দরস আস্বাদন করেন। ব্রজবালাগণ যে মথুরার পথে পসরা লইয়া যাইতেছিলেন, তখন কি তাঁহাদের ধৃষ্ট নাগরের কথা মনে করিয়া কোন ভয়ের কারণ হয় নাই ? স্বরূপ বলিলেন প্রভু, শ্রীমতীরাধা কৃষ্ণময়ী. কৃষ্ণ তাঁহার অন্তরে বাহিরে। তিনি যখন যাহা করেন, কৃষ্ণ চিন্তা ছাড়া তাঁহার কোন কার্য্যই হয় না। পথেও তাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা। সিদ্ধ কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

প্রেমে ঢল ঢল নয়ন কমল
প্রেমময়ী ধনী রাই।
শ্যামচাঁদ মালা জপিতে জপিতে
আনন্দে চলিয়া যাই॥
রাই বলে শুন রসিয়া বড়াই
কতদূর মধুপুর।
নয়ন ভরিয়া তারে দেখি গিয়া
তবে মনোরথ পূর॥

স্বরূপের কথায় বাধা দিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—প্রেম-ব্যাকুলতার প্রভাব দেখ। মন্দির হইতে বাহির হইয়াই শ্রীমতী বলিতেছেন—সখি,

মধুপুর আর কত দূরে? প্রাণের এতই উৎকণ্ঠা! আচ্ছা ভাল। তারপর কি হইল? ইহা শুনিয়া স্বরূপ তুড়ি রাগিণীতে পদ ধরিলেন—

শ্যাম পরসঙ্গ রড়াই সহিতে
কহিয়ে চলিয়া যায়।
সব গোপীগণ হাসিতে হাসিতে
গমন করিছে তায়॥
কোন সখী বলে নিকটে মথুরা
নিকটে চাহিয়া দেখ।
মেঘের বরণ দেখিয়া সঘন
ক্ষণেক এপারে থাক॥
বড় অদভূত দেখি যে বেকত
মেঘ নামে আচম্বিতে।
কি হেতু ইহার বুঝিতে না পারি
ভাবনা হইল চিতে॥
তাহাতে বড়াই কহিছে ও রাই
ও নহে দে:বর মেহা।
গোকুল নন্দের নন্দন রয়েছে
তাহার বরণ দেহা॥
বড়াই বচন শুনি গোপীগণ
হরষ-বদনে চায়।
চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা
আনন্দে ভাসল তায়॥

মহাপ্রভু দৃঢ় মনোযোগের সহিত নয়ন মুদিয়া স্বরূপের গান শুনিতেছিলেন। গান শেষ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শ্রীরূপের

দিকে চাহিয়া বলিলেন শ্রীরূপ, গানটী ভাল করিয়া শুনিয়াছ ত? একটী ভাবী ব্যাপার আমার মনে উদিত হইতেছে। চণ্ডীদাসের নিকটে আমরা সবাই ঋণী। কবিত্ব এক কথা, আর বৃন্দাবন-রস মাধুর্য্যময় লীলা-মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করা অন্য কথা। আমার যেন মনে হইতেছে অদূর ভবিষ্যতে তোমার কাব্যেও চণ্ডীদাসের এই পদের অতি অদ্ভুত ভাব প্রতিফলিত হইবে।

রামরায় বলিলেন, আপনার কৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়। কবিবর শ্রীরূপকে কৃপা করিয়া এই পদের যে ভাবীভাব আপনি ভক্তগণের জন্য শ্রীরূপের দ্বারা প্রকটিত করিবেন, আমাদের তাহা শুনিবার অধিকার আছে কি?

প্রভু হাসিয়া বলিলেন—শ্রীরূপ, রামরায়ের অনুরোধে সে রহস্যের আভাস কিছু প্রকাশ করিতেছি। শ্রীরাধার সহচরী (দানকেলীকৌমুদী-ভাণিকায়) চম্পকলতা জনান্তিকে বলিতেছেন—

অথমুপরিপরিস্ফুরদ্বলাকা
তড়িতরঙ্গমঙ্কলচপলাবিলাসঃ।
অচলশিরসি নীলমণ্ডপস্য
দ্বিগুণয়তি দ্যুতিমম্বুদঃ স্বধাম্না॥

বলাকা ও বিদ্যুদ্বিলাসী জলধর স্বীয় কান্তিতে পর্ব্বত-শৃঙ্গস্থ নীল মণ্ডপের দ্বিগুণতর শোভা বিস্তার করিতেছে।

ললিতা বলিলেন, চম্পকলতে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ মেঘ নয়। দেখ ইহার কণ্ঠে লম্বিত বিস্তীর্ণ হার, পরিধানে পীত বসন। ইনি গিরি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আমাদের মনোরথ-তরু বুঝি পুষ্পিত হইল। ইনি আমাদেরই সেই নবঘন-শ্যাম, শ্যাম সুন্দর।

মেঘে শ্রীকৃষ্ণ-ভ্রান্তি, শ্রীকৃষ্ণে মেঘ-ভ্রান্তি,—ব্রজ-প্রেমের ইহাই এক প্রবল ধর্ম্ম। পরবর্ত্তী কবির একটী কবিতা শুন।

কাঁহা সে চূড়ার ঠাম শিখি পুচ্ছ উড়ান্
নব মেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বকপাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যাম-তনু॥
কাঁহা সে মুরলী-ধ্বনি নবাম্বুদ-গর্জ্জিত জিনি
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজ-জন তৃষিত চাতক যেন
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃত-ধার।

রামরায়, তুমি ত জান। আকাশে নব মেঘ দেখিলে আমার প্রাণটাও কেমন-কেমন করে; স্থির থাকিতে পারি না, আকুল হইয়া পড়ি। আমাকে লইয়া তখন তোমাদের কতই যাতনা বাড়ে,—এ এক বিষম রোগ; শ্রীমতীর ত' অধীর হইবারই কথা। মেঘের ভ্রম দূর হইল। গোপীরা দেখিলেন—ধৃষ্টবেশে কৃষ্ণ বাস্তবিকই অদূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার সখাগণ। স্বরূপ বলিলেন—হাঁ প্রভু, তাই বটে। তবে পদ শুনুন—

কোন সখী বলে শুন রসময়ি
আজু সে বিষম বড়ি।
মাঝরাজ-পথে আচম্বিতে দেখে
কেমনে যাইব এড়ি॥
এত দিন মোরা করি আনাগোনা
জাগাত নাহিক শুনি।

কোন্ বা সে বা জন জাগাত বলিয়া
আমরা নাহিক জানি ॥
বড়াই কহিছে ভয় দেখাইছে
এ বড় বিষম দানী।
এ দধি দুধের নহে সে কাঙ্গাল
ঐছন যাদুয়ামণি ॥
যার ঘরে আছে দুধের পাথার
নন্দ ঘোষ যার পিতা।
তার কি লালসা তার কিবা আশা
যশোমতী যার মাতা ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন কহি রাধা
এ বড় বিষম দানী।
ছাদিল লইতে রাজ-কর দিতে
ঘাটে রহে যাদুমণি ॥

রাগ-কৌ।

রাধা বলে মোরা জাগাত বলিয়া
কতবার সবে আসি।
দান সাধে ঘাটে ঘাটিয়া হৈয়া
কদম্ব তলাতে বসি ॥
গোকুলে বসতি ইথে কি আগতি
কংসের যোগানী মোরা।
রাজার হুজুরে আরজি করিয়া
ইহারে করিব ভোরা ॥

এই সব বটী দূর পথ হৈতে
বুড়ীরে কহিছে যত।
দেখি তার পাশে দানী কিবা করে
কহিব তাহার মত॥
অরাজ হইবে কংস-রাজ-পাটে
অবিচার যদি করে॥
তবে যাব মোরা রাজার গোচরে
চণ্ডীদাস বলে তারে॥

মহাপ্রভু বলিলেন—এবার তবে প্রকৃতপক্ষেই দানের পালা আরম্ভ হইল। এই নর্ম্ম-কলহের মধ্যে প্রেম-রস প্রকৃতপক্ষেই উছলিয়া উঠে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার সৌজন্য-সদ্ভাব যেমন মধুর, কলহও তেমন মধুর; যিনি মধুময়, তাঁহার সকলই মধুময়। স্বরূপ, এখন তোমার মুখে চণ্ডীদাসের বিরচিত দানের পদাবলী শুনিয়া শ্রীরূপ অতীব সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। ব্রজবালাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদ-বিবাদময় বচনভঙ্গী চিরদিনই ভক্তগণের হৃৎকর্ণের রসায়ন। স্বরূপ, তুমি এখন এই লীলার বাদানুবাদ ধারাবাহিকরূপে গাহিতে আরম্ভ কর। স্বরূপ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কানড়া রাগে পদ ধরিলেন—

"শুন রসময়ী রাধা।
চল সব গোপী বিলম্ব না কর
কেন বা করিছ বাধা॥
দেখ আগে হৈয়া পশরা লইয়া
দানী আগে কিবা চায়।
তবে সে সকল জানিব কহিতে
হেন আছে অভিপ্রায়॥"

বড়াই বচনে যত গোপীগণে
চলিলা কদম্বতলে।
"রহ রহ বলি শুন গোয়ালিনী"
দানী সে ডাকিয়া বলে॥
"বহু দিন রাধে পলাইলা সাধে
আজু সে পেয়েছি লাগি।
যত অনুতাপে তাপিত আছয়ে
উঠিছে দারুণ আগি॥"
চণ্ডীদাস বলে বিপাকে পড়িলে
ঠেকিলে দানীর হাতে।
একে আছে তাই সঙ্গেতে বড়াই
অপযশ তার মাথে॥

ইহার উত্তরে গোপীগণ কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন:

জয়শ্রী।

কানু কহে শুন গোপী আমার বচন।
দান দিয়া মথুরাতে করহ গমন॥
কড়ি নিব আজি বুঝি গণি কড়া কড়া।
রাজার হাসিল কড়ি নাহি যায় ছাড়া॥
বহুদিন গেছ তোরা দানী ভাণ্ডাইয়া।
আজি সে লইব দান পসরা লুটিয়া॥
যাবে যদি বিকিকিনি করিতে মথুরা।
রাজার হাসিল কড়ি দিয়া যাহ তোরা॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রাধাবিনোদিনী।
কতদিন গেছ পথে তাহা আমি জানি॥

রামরায় বলিলেন—প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের এই কঠোর বাক্যগুলি শুনিয়া গোপনন্দিনীগণ অবশ্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সেই সকল চতুরা গোপবালা অবশ্যই ভয় করেন নাই। এবার চতুরে চতুরে কথার ঠাট! উভয় পক্ষেরই বাক্যভঙ্গী যে রসময় হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ভাল, স্বরূপঠাকুর মহাশয়, শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শুনিয়া অন্যান্য গোপীরাই বা কি বলিলেন, আর রাধাই বা কি বলিলেন?

স্বরূপ বলিলেন তাহাও শুনুন—

কানুর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিলা তায়।
"কে জানে কিসের দানের বিচার
মোর মনে নাহি ভায়॥
এই পথে মোরা করি আনাগোনা
কে জানে দানের কথা।
আচম্বিতে শুনি দানের বিচার
কেবা কড়ি দিবে হেথা।
রাজকর মোরা গোকুলে দিয়াছি
মো সবার প্রতি জনা।
কখন এ পথে তরুণী যাইতে
কেহ নাহি করে মানা"॥
তাহে কহে বাণী "শুন বিনোদিনী
কে তোমা রাখিতে পারে।
আজু সে লইব পশরা লুটিব
কে কিবা করিতে পারে॥

চণ্ডীদাস কহে শুন ধনী রাধে
সুখে কর কিনিবিকি।
সরল রচন অমিয়া বচন
বিকি কর সুধামুখী॥

অতঃপর শ্রীমতী রাধাও বলিলেন—

রাধা বলে শুন বিনোদ বড়াই
বড়ই বিষম শুনি।
এ পথে জাগাত ঘাটে ঘাটিয়াল
কখন নাহিক শুনি॥
যে হয় সে হয় কাহে নাহি ভয়
কহিব কংসেরে গিয়া।
তোমার যোগানী তার হেন গতি
রাখিবে ধরিয়া লয়া" ॥
বড়াই বলিছে শুন বিনোদিয়া
তরুণী আগুলি পথে।
এ কোন বিচার নহে ব্যবহার
বড় হব অনুরথে।
একে সে অবলা তাহে সে গোয়ালা
ছুঁইলে কুলের ভয়।
জাতি কুলশীল সকলি মজিল
এ তোর উচিত নয়॥
কানু কহে তাই শুনহ বড়াই
রাজকর নিব বুঝি।
যে হয় সে দিয়া তুমি যাহ লয়া
যতেক গোয়ালা ঝি॥

চণ্ডীদাসে কয় শুন রসময়
এ বার ছাড়িয়া দেহ।
পুন বাহুড়িয়া এ পথে আসিলে
যে হয় বুঝিয়া লিহ॥

মহাপ্রভু বলিলেন—রসময় শ্রীগোবিন্দের এ লীলা অতি অদ্ভুত প্রেমের রাজ্যে ইহার নূতন ঠাট, নূতন নাট—কিন্তু স্বরূপ, ইহার সকল কার্য্যই রসময়, সুন্দর ও সুমধুর। ভাল, ইহা শুনিয়া শ্রীমতী কি বলিলেন? স্বরূপ বলিলেন—প্রভু, শ্রীমতী আর কি বলিবেন, তিনি নিরুপায় নিঃ সহায়ার ন্যায় বলিলেন—"ঠেকিনু দানীর হাতে।"

"ঠেকিনু দানীর হাতে।
বহুদিন এই পথে আসি যাই
পশরা লইয়া সাথে॥
যে বলে জাগাতি যায় তার জাতি
কুলের বজর পাড়ি।
যত করে নাট আমি এই ঘাট
এই সে বড়াই বুড়ি॥
বুড়ির বচনে এ পথে আসিয়া
ঠেকিনু দানীর ঠাঁই।
কেমনে ও পারে গেলে যে আমরা
আর যে আসিব নাই॥
কে জানে এমন হবে পরিণাম
তবে না আসিতাম মোরা।
হেন বুঝি কাজ কুল শীল লাজে
এ দানী নিবেক পারা॥

ভালে ভালে বড়াই দূরে আত্তবিকি
ও পারে লইয়া যা।
দানীর বচন শুনি হিয়া কাঁপে
থর থর করে গা ॥"
চণ্ডীদাস বলে শুন ধনী রাধে
কেন বা করহ ভয়।
আদর পিরিতি কর বিকিকিনি
হেন মোর মনে লয় ॥

প্রভু বলিলেন—শ্রীরূপ; এ লীলায় অবশ্যই তোমার চিত্ত নিবেষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। এমন সময় আসিবে, যখন তোমাকেও চণ্ডীদাসের ন্যায় এ লীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষীবৎ বর্ণনা করিতে হইবে। এখন স্বরূপের গানে শ্রীরাধাগোবিন্দের দানকেলিকলহ-মাধুর্য্য আস্বাদন করা যাক্। এই বলিয়া প্রভু, স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—স্বরূপ শ্রীরাধা-গোবিন্দের দানকেলিকলহের উক্তি-প্রত্যুক্তি অবশ্যই সুমধুর হইবে। চণ্ডীদাসের সেই পদ গুলি শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। স্বরূপ বলিলেন—প্রভু, সে এক অফুরন্ত ব্যাপার; যাহা জানি, তাহা গাইতেছি। স্বরূপ তখন বড়াড়ি রাগে গান ধরিলেন—

বেরাইতে রাধা নাহি পড়ে বাধা
পশরা লইতে মাথে।
তবে কি এ পথে পশরা লইয়া
আসিব বড়াই সাথে ॥
সব গোপীগণ বিরস বদন
কহিছে কানুর কাছে।

"বিকি গেল বয়ে বেলা সে উদয়
অমুরথ হয় পাছে॥
অবলা দেখিয়া পথের মাঝারে
এত পরমাদ কর।
তোমার চরিত বুঝিতে না পারি
কুবুদ্ধি ছাড়িতে নার" ॥
রাই বলে "তুমি গোকুলে বসতি
শুনেছি তোমার রীত।
যমুনার জলে কেহ যেতে নারে
তাহার হরহ চিত॥
কদম্ব কাননে বসিয়া থাকহ
পরিয়া কদম্ব ফুল।
অবলা দেখিয়া বাঁশী বাজাইয়া
সবার হরহ কুল॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনী
কান্থর চরিত বাঁকা।
যমুনা যাইয়া কে ধনী আসিব
তাহার যৌবন ডাকা॥
শুনহ নাগর কান্থ।
কে তোমা এ মাঠে দানী করিয়াছে
ধরিয়া মোহন বেণু॥
হাসি হাসি চাহ কুল নিতে চাহ
আপন বড়াই রাখ।
তিলেকে ভাঙ্গিবে ঠাকুরালি-পণা
আপনি দাঁড়ায়ে দেখ" ॥

কানু বলে "আগে যাহাই করিবে
তাহা আগে তুমি কর।
তবে সে তোমারে ছাড়ি দিব আমি
যাহার ভরসা কর॥
কংসের যোগানী বলিয়া তোমার
বড় অহংকার দেখি।
কোটী কোটী কংস করিয়াছি ধ্বংস
শুনহ কমল মুখি॥"
রাই বলে "ভাল জানিয়ে তোমারে
রাখাল হইয়ে এত।
গরু না রাখিতে হাতে বাড়ি করি
তবে সে হইত কত॥
কানু বলে মোর এই ব্যবহার
রাখি যে ধেনুর পাল।
গোপের গোধন ভূষণ চন্দন
তাহার জীবিকা যার॥
পরিয়াছে মালা গুঞ্জা আছে গলা
গাঁথিয়া পরম মালা।
এ বেশে এদেশে রমণী ভুলিব
যাহার বরণ কালা॥
বনফুলে তুমি চূড়াটি বেঁধেছ
এই সে নাগরপণা।
যত বড় তুমি ঠাকুর বটহ
এবে যে গেলই জানা॥

চণ্ডীদাস বলে শুন গুণনিধি
অবলা না দিহ দুখ।
মথুরা যাইতে দেহ আন ভিতে
কয়িতে বিকির সুখ॥

স্বরূপের গান শুনিয়া—রামরায় বলিলেন—প্রভু, এ বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। প্রেমের রাজ্যে অনেক প্রকার কলহের কথা শুনা যায়। কিন্তু প্রাকৃত প্রেমের কোথাও কেহ এরূপ কলহের কথা শুনে নাই, দেখা ত' দূরের কথা।

শ্রীরূপ বলিলেন—রায় মাহাশয়, আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। দান লীলার কলহ প্রকৃতই অদ্ভুত। ব্রজ ছাড়া অন্যত্র এরূপ প্রেম-কলহ একেবারেই অসম্ভব। মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন—প্রকৃত কথা বলিতে কি, তোমরা সকলেই জান ব্রজ ছাড়া প্রেমই অসম্ভব। লৌকিক ভালবাসা প্রেম নয়। উহা কামজ না হইলেও খাঁটি প্রেম নয়। শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমই খাঁটি প্রেম। আর সে প্রেম অপার, অগাধ, অসীম' অনির্ব্বচনীয়। তাহার মধ্যে আবার কোন কোন লীলাএকবারেই অদ্ভুত। আমি বিরহে বিরহে জর জর হইয়া পড়ি। বিরহটা যেন আমার প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। যেন বিরহ রসই আমার জীবনের একটানা স্রোত। কিন্তু আজ স্বরূপ, তোমার মুখে দানলীলার কলহ শুনিয়া প্রকৃত হাসি পাইতেছে। ভাল, স্বরূপ, তারপরে ?

তখন স্বরূপ বলিলেন—প্রভু, শ্রীকৃষ্ণ, ধৃষ্ট শিরোমণি। মুখের বাক্যে তখন আর তাহার কুলাইল না। তিনি শ্রীমতীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। ইহাতে শ্রীরাধা সশঙ্ক হইয়া পশ্চাদ্দিকে সরিয়া দাঁড়াইলেন, যেন ভয়ে, ক্রোধে, ঈষৎ লজ্জায় গর্ব্বের ভাব দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"কালিয়া বরণে না ছুঁইও রাধার অঙ্গ।
কালিয়া হইব সোনার বরণ
তোমার কালিয়া রঙ্গ॥
লাখবান সোণা মোর নিজ দেহ
কালিয়া হইয়া যাব।
দূরেতে থাকিহ কাছে না আসিহ
শিরে দধি ঢালি দিব॥"

শ্রীরাধার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই শ্রীকৃষ্ণ রসময় ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"কালিয়া বরণ নাহি কোন জন
কালিয়া না বল রাধে।
কালিয়া সায়রে সিনান করিয়া
কালিয়া হয়েছি সাধে॥
কালিয়া বরণ এ তিন ভুবন
এ সব কালিয়া ভাবে।
কালা জপ মালা কালা করে আলা
জগত জীবন লবে॥
কাল দুআঁখির ভাঙ্ ভঙিণীর
যোগীর ধেয়ান কালা।
যোগ অনুরাগ রাগীর অন্তরে
সকলে কালিয়া সারা॥
ভব বিরিঞ্চিরা ভজে নিরন্তর
কালিয়া চরণ খানি।

চণ্ডীদাস বলে ডাক কুতূহলে
পরিহর কালা ধনি ॥

ইহা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন, কালাচাঁদ অত বড়াই করিও না। আমরা তোমাকে ভালরূপেই জানি—

তুমি সে যেমন জানিগো আমরা
রাখাল হইয়া বনে।
গোপের গোধন হইয়া বাগালে
বোলহ বালক সনে ॥
এক দিন বনে সুরভী হারায়ে
কাঁদিয়া বিকল তুমি।
সে সব পাশরি নাহি পড়ে মনে
সকলি জানিহে আমি ॥
এক দিন মায় পায়ে দড়ি দিয়ে
বেঁধেছিল উদুখলে;
কাঁদিয়া বিকল বালক সকল
তাহা গো পড়য়ে মনে ॥
লবণী কারণ বাঁধিয়ে যতনে
রাখিল নন্দের রাণী।
দেখিয়া শিকলি হইলে পাগলী
তাহা সে সকলি জানি ॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনী
সুখেতে করহে বিকি।
যে হয় উচিত দান সমাধিয়া
চলি যাহ যত সখি ॥

মহাপ্রভু বলিলেন, স্বরূপ—এ বড় মন্দ নয়! রসকলহের রীতিই এইরূপ। উভয়েরই প্রাণভরা ভালবাসা—উভয়ে উভয়ের প্রতি এতই অনুরক্ত যে এক মুহূর্ত্ত কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু কলহের ভঙ্গি অতি চমৎকার! ইহার পরে কালাচাঁদের প্রণয়-কলহ বাক্য মাধুরীও শুনিতে সাধ হয়।

স্বরূপ বলিলেন তাহা আরও সুন্দর ; এই শুনুন—

শুন ধনী রাধা রূপের গরব
করোনা আমার কাছে।
গুন নাহি যার কিবা রূপ তার
শুন কহি তব কাছে॥
দেখিতে সুন্দর সোনার বরণ
উত্তম সোনার ফুল।
রূপ আছে তাতে গুণ নাহি তার
ফেলে লোক করি দূর॥
কেহ নাহি পরে নাহি বাস গন্ধ
তার বা ঐছন রীতি।
নির্গুণে কে লয়? গুণেরি আদর
শুনহ আপন চিত॥
তালফল যেন দেখিতে সুন্দর
খাইতে লাগয়ে তিতা।
কটার বরণ নহে সুশোভন
কি কহ রূপের কথা॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
দোঁহার আরিত রীত

কে ইহা বুঝিবে কাহার শকতি
দোহে সে দোহার চিত ॥

য়াম রায় বলিলেন, প্রভু চণ্ডীদাস ঠিক কথাই বলিয়াছেন—এক আত্মা, এক ভাব, একমন, এক প্রাণ—কেবলই লীলামাধুর্য্যের অনন্ত বৈচিত্রী।

শ্রীরূপ বলিলেন—অন্য একটী পদের ভণিতায় শ্রীপাদ চণ্ডীদাস এই কথাই বলিয়াছেন—

চণ্ডীদাস বলে দোঁহার পিরীতি
অমিয় রসের সার।
তুহু রসসিন্ধু দান ছলারস
মহিমার নাহি পার ॥

মহাপ্রভু বলিলেন, স্বরূপ, এইত প্রকৃত দানের ব্যাপার ; ইহার পরে কি হইল, তাহার কিঞ্চিৎ শুনাও।

স্বরূপের ভাণ্ডার অফুরান্ত ; স্বরূপ পদ ধরিলেনঃ—

রাধা বলে তুমি কত চাহ দান
বলহ কি নিতে চাহ।
যা নিবে তা দিব, নাহি ভাণ্ডাইব
সবারে ছারিয়া দিহ ॥
কানু বলে ভাল বলিলে আমারে
বুঝহ আমার কাছে।
উচিত হইলে তাহা দিয়া যাবে
আন কথা হয় পাছে ॥
অমুল্য রতন নিব তো এমন
বেণীর যে হয় দান।

এক লাখ নিব ইহার উচিত
ইহাতে না হয় আন ॥
সিথীর সিন্দুরে দুই লাখ নিব
নাসার বেশরে রাই।
তিন লাখ নিব মুকুতার দাম
বেশের উপমা নাই ॥
হাসির সোসর পাঁচ লাখ পর
নিব যে এখনি গণি।
যাহার হাসির মিশাল পড়য়ে
কত মানিকের খনি ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন রসময়
এতকি দানের লেখা।
এ ঘাটে তরণী গোপের রমণী
তার কি পাইব দেখা ॥

বড়ারি।

কাঁচুলির কড়ি দশলাখ নিব
হারের বিংশতি লক্ষ।
নয়ানের কোনে আছে কতধন
বঙ্কিম যার কটাক্ষ ॥
নিতম্ব মণ্ডল সাত লাখ নিব
নূপুর সহস্রপর।
সম্ভোগ-বিলাস অমুল্য রতন
যাহার নাহিক ওর ॥

নীলবাস পর শোভিত সুন্দর
ইহা বা কিসের লেখা।
দশ লক্ষ নিব কে তোমা রাখিব
পেয়েছি তোমার দেখা॥
কিঙ্কিণী নূপুর কোটি লাখ নিব
যাহার উপমা নাই।
যত হয় লেখা নাহি যার রাখা
লইব তোমার ঠাই।
এত শুনি রাধা কহে আধা আধা
বসিয়া নাগর পাশে।
এত কিবা সহে দানের বিচার
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাশে॥

শ্রীরাম রায় বলিলেন প্রভু, শ্রীগোবিন্দের এই লীলার বিষয় চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর শুল্কের হার-নিরূপণের রীতি জগতে আর কোথাও বোধ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ দান-ঘাটের শুল্ক আদায় করিবেন, ইহা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে; ইহা ব্যবসায়-বাণিজ্যে নূতন কথা নহে, উহা চিরদিনই রাজকরের অন্তর্গত; কিন্তু "নয়নের কোণে আছে কতধন বঙ্কিমকটাক্ষ যার" ইহার ভাব বা অর্থ কোন ও অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাণিজ্যে দ্রব্যের পরিমাণে শুল্ক নির্ণয় হওয়ায়ই স্বাভাবিক। কিন্তু এতো তা নয়; শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উহাদের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ও লাবণ্যের উপর শুল্ক-নির্দ্ধারণ এক অদ্ভুত জগৎছাড়া ব্যাপার। তাহাও শতের সংখ্যায় নহে এক বারেই "লাখে লাখে"! স্বরূপ ঠাকুর, আপনি তো সর্ব্বদাই পদাবলীর রসাস্বাদন করেন, বলুন দেখি ইহার ভাব কি?

স্বরূপ বলিলেন, রায় মহাশয় আপনি ও শ্রীরূপ উভয়েই সুকবি। কবি-গণ ভাবের খবর রাখেন, ভাবের ব্যাখ্যা ও বুঝাইতে পারেন। আমি কেবল শ্রীপ্রভুর আদেশে পদ গাইয়া আবৃত্তি করি মাত্র, ভাবের কোন ও খবর রাখি না। তবে আমার একটী কথা মনে হয়, শ্রীব্রজবিপিনে, যমুনার ঘাটে, গোচরণের মাঠে, সর্ব্বত্রই বাণিজ্য-দ্রব্যের মধ্যে রূপ-লাবণ্যের দ্রব্য-গুলিই অধিক মূল্যবান্। এখানে রূপের হাট, রূপের বাট রূপের পসরা রূপেরই বিকিকিনী হইয়া থাকে। গোপীরা এখানে নীলযমুনার সুনীল তটে নিজদেব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রূপ-লাবণ্য দিয়া নিজদের ভরা যৌবন দিয়া নীলকান্তমণি খরিদ করিতে প্রয়াসিনী। ব্রজের বাজারে সকলই অদ্ভুত। এখানে সকল দ্রব্যই নিত্য নূতন। এখানকার কোন জিনিষই পুরাতন হয় না, প্রতি মূহূর্ত্তেই নবনবায়মান; খরিদদারের চিত্তও নবানুরাগে নিত্য নূতন। কিন্তু তাই বলিয়া দ্রব্য নূতন নহে; পুরাতন দ্রব্যই প্রতি মূহূর্ত্তে স্থান মাহাত্ম্য বস্তু-মাহাত্ম্যে নিত্যই নবনবায়মান হইয়া প্রকাশ পয়। এখানে রূপেরই পসরা,—রূপেরই ক্রয়-বিক্রয়। কাজেই গোপীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই রসিকশেখর দানীন্দ্র চুড়ামণি দানের দর-নিরূপণ করিয়াছেন। এখানে প্রাকৃত বস্তুর খরিদ বিক্রয় নাই, ব্যবসায় বা বাণিজ্য নাই। কাজেই মূল্যও অপ্রাকৃত; লক্ষ লক্ষ বলিয়া যে শুল্কের পরিমাণ নির্ণয় করা হইতেছে উহা কেবল দুর্ল্লভতারই প্রকাশক। নতুবা গণনার লক্ষ উহার উদ্দেশ্য নহে।”

মহাপ্রভু, রামরায় শ্রীরূপ, শ্রীপাদ স্বরূপের কথা শুনিতেছিলেন। রাম রায় বলিলেন এব্যাখ্যান ভালই। কিন্তু এত অধিক শুল্ক দিয়া পণ্যদ্রব্যে নিজের সত্ব রাখাও তো বিষম দায়। লোকে কথায় বলে “ঘটের দায়ে মনসা বিক্রয়” ইহাও তাহাই। শ্রীরাধা এত শুল্ক দিতে

পারিবেন না ইহা অপেক্ষা পণ্যদ্রব্যগুলি দানীর হাতে সমর্পণ করিয়া আত্মরক্ষা করাই তাঁহার পক্ষে লাভজনক বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরূপ হাসিয়া বলিলেন—আত্মরক্ষা হইবে কিরূপে, রায় মহাশয়? নাসায় বেশর, গলার হার, বুকের কাচুলী পরিধানের শাড়ী, হাতের কঙ্কন, পায়ের নুপুর ইহাদের দরুণ বা অন্যান্য বসন ভূষণের মূল্যের দরুণ শুল্ক দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু "নওল যৌবন" মুখের হাসি, নয়নের কটাক্ষ, বদনের ভাষা, প্রাণের ভালবাসা—ইহাদের ত মূল্যই নাই। আর এসকল দেওয়াও যা—ষোলআনা আত্মসমর্পণ করাও তাই।

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন তাই বটে, কবিবর। এ সকল দাম দস্তর কেবলই ছলনা। শ্যামচাঁদের মনের কথাতো এই যে আমি ষোল আনা তোমায় চাই।

মহাপ্রভু বলিলেন, ব্রজলীলার সমগ্র ঐ রহস্যই এক কথায়। "আমি তোমাকে চাই" উভয়পক্ষেই ঐ এককথা,—কেবল "তোমাকে চাই" ব্রজের বাজারে কেবলই প্রাণের বিকিকিনি। বিক্রয়-কারিণী বলেন "ওগো তুমি প্রাণ নেবে গো, এই তুলে লও আমার প্রাণ"। খরিদদার বলেন—আমি ব্রজের বাজারে এক মাত্র প্রাণের খরিদার। আমি খাটি প্রাণ চাই; ভেজাল চাই না, মেশাল চাই না, খাটি প্রাণ মিলে তো প্রাণের মূল্যে প্রাণ কিনিয়া লই।" একজন দিয়ে সুখী, অপর জন নিয়ে সুখী।

দানলীলাতেও কেবল প্রাণেরই আদান প্রদান। এক লাখের কথাই শুনুন বা দশ লাখের কথাই শুনুন—উহা কেবলই বাক্‌ছলনা মাত্র—আসল কথা—প্রাণের দাম; উহা প্রেমেরই বিশাল খেলা। সাগর-তরঙ্গের অন্ত আছে, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমরস-সাগরের ভাব-তরঙ্গের কখনও অন্ত নাই ইহা অসীম অনন্ত ও অফুরন্ত। স্বরূপ, দান-কেলি-কলহের যাহা কিছু শুনাইয়াছ ইহাতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া গেল। এখন

শ্রীগোবিন্দের প্রাণের কথা শুনাও। তাঁহার অনন্ত মাধুর্য্যময় প্রেমের মধুর বুলি চণ্ডীদাসের পদাবলীতে যেরূপ ভাবমাধুর্য্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা শুনিতে অত্যন্ত সাধ হইতেছে। দানকেলি-কলহের পরিণামে রসের যে পরিপাক হইয়াছে এবং তাহা হইতে যে মাধুর্য্যরসামৃত-সিন্ধুর সুমধুর সোহাগের ভাষা-মাধুরী প্রকাশ পাইয়াছে, সেই পদের দুই একটি গাইয়া শুনাও। স্বরূপ তখন শ্রীকৃষ্ণের আদরসূচক একটি পদ গাইতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

বড়ারি।

সোনার বরণ খানি মলিন হইয়াছ তুমি
হেলিয়া পড়িছে যেন লতা।
অধর বান্ধুলি তোর নয়নে চাতকওর
মলিন হইল তার পাতা॥
বরণ বসন তায় ঘামে ভিজে এক ঠায়
চরণে চলিতে নার পথে।
উতাপিত রেণু তায় কতনা পুড়িছেপায়
পশরা বাজিলে তায় মাথে॥
রাখহ পশরাখানি নিকটে বৈঠহ তুমি
শীতল চামর দিয়ে বা।
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনুখানি
মুখে না নিঃস্বরে এক রা॥
বসিয়া রসিক রায় বলয়ে বুটিয়াতায়
হাসিরাধা বলিছে বড়াইয়ে।
চণ্ডীদাস শুনি দেখি শুনহ কমল মুখি
বৈস ক্ষেণে কদম্বের ছায়ে॥

কানাড়া।

আজুদান মোর হইল সফল
পাইল তোমার সঙ্গ।
বিহি মিলাইল ভাল ঘটাইল
বিকি-কিনি হল রঙ্গ॥
তোমার কারণে দান সিরজিল
বসিয়া কদম্ব তলে।
দিনে কত বেরি বুলি ফেরি ফেরি
থাকিয়ে কতেক ছলে॥
বাঁশীতে সঙ্কেত সদা নাম নিয়ে
গোষ্ঠেতে গোধন রাখি।
তোমার কারণে এপথে ও পথে
সদাই চলিতে থাকি॥
আদর পিরীতে রাই মন তুষি
নাগর রসিক রায়।
দধির পশরা লয়ে দধি দুগ্ধ পিয়ল
চণ্ডীদাস সুখী ভেল তায়॥

কানাড়া।

৪। আইস ধনী রাধা তুমি তনুআধা
অনন্ত ভাবিয়া ভাবে।
ভববিরিঞ্চি তারা নিরন্তর
যে পদ পল্লব লবে॥
শুক সনাতন পরম কারণ
ও পদ পাবার আশে।

ব্রজপুরে হেতা হয়ে গুল্মলতা
ইহাতে করিয়ে বাসে ॥
কেনে তরুলতা হইবে দেবতা
কিসের কারণে হেন।
ও পদ পঙ্কজ রেণুর লাগিয়া
এ হেতু তাহার শুন ॥
ধেয়ানে না পায় যাহার চরণ
সে জন্য দানের ছলে।
আজু শুভ দিন পেয়ে দরশন
তোমারে পেয়েছি কোড়ে ॥
তুমি সে পরম আমার মরম
তোমারে ভাবিয়ে সদা।
হৃদয় ভিতরে ভাবিয়ে তোমারে
সদাই আছয়ে বাঁধা ॥
কত ছলাকলা তোমার কারণে
দানের আরতি তাই!
চণ্ডীদাস বলে ঐছন পিরীতি
খুজিয়া পাইতে নাই ॥

সূই।

৪। আনজন যত বলে।
সে সব সৌরভ এ চূয়া চন্দন
করিয়া লইয়াছি হেলে।
তুমি মোর ধনী নয়নঅঞ্জন
দুটি সে আঁখির আখি।

যবে তিল আধ তোমারে না দেখি
মরমে মরিয়া থাকি ॥
শয়নে ভোজনে নয়নে নয়নে
আঁখির গোচর যবে।
তবে কি পরাণে জীবই জীবনে
পরাণ না রহে তবে ॥
তেজি আন পথ গোপত আরোপি
সকল তোমার পায়।
নিরন্তর মন সঘনে সঘন
তুয়া পথ পানে চায় ॥
গোলোক বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে ॥
তুয়া আশয়াস পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে ॥
তোমা হেন নিধি মোরে দিল বিধি
শুনহ কিশোরী গৌরী।
চণ্ডীদাস কয় হেন মনে লয়
কাহে চোথ আড় করি ॥

রামরায় বলিলেন প্রভো—রসিকশেখর নাগরেন্দ্র-শিরোমণি শ্যাম সুন্দরের এই সোহাগভরা প্রেমের ভাষা প্রেমের কাব্যে একবারেই অতুলনীয়। নিবেদনের প্রথম পদটীতে শ্রীরাধাতত্ত্বের চরম তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। সে তত্ত্ব বুঝাইতেছেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—প্রেমময়ী রাই তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই; তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—"তব তনু আধা"? তোমার পাদপদ্ম

দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ, মানুষের আর কথা কি? দেবতার কথাও তুচ্ছ। ব্রহ্মা শিব শুক সনাতন নারদাদিও তোমার ধ্যান করেন। ব্রহ্মা ব্রজের তৃণগুল্ম লতারূপে জন্মলাভের প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে ব্রহ্মার স্তুতিতে দেখুন, বৃহৎবৃক্ষ বনস্পতি না হইয়া তৃণগুল্মরূপে জন্মলাভের প্রার্থনার হেতু এই যে তাহাতে তাঁহার মস্তক ও দেহ ব্রজগোপীদের চরণরেণুতে ধূসরিত হওয়ার সৌভাগ্য ঘটিবে। তোমার অই শ্রীপাদ-পঙ্কজের রেণু-লাভের জন্য ব্রহ্মাদিও শ্রীবৃন্দাবনে তৃণরূপে জন্মলাভের সৌভাগ্যের প্রার্থী। আজ দান ছলে আমি তোমার সেই চরণ প্রাপ্ত হইলাম।

প্রিয়তমে তুমিই আমার প্রাণ, তুমিই আমার ধ্যান, দিবানিশি কেবল তোমাকেই ধ্যান করি। এই দানের ছলনা কেবলই তোমাকেই দেখিবার জন্য।

আমি দিবানিশি তোমার ভাবনায় বিভোর। এই নিমিত্ত কত-জন কত কথা বলে, সে সকল নিন্দাবাদ আমি চুয়চন্দনের সৌরভ বলিয়া জ্ঞান করি। তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা, নয়নের তারা, অন্ধের যষ্ঠী। আমি তিল আধও তোমায় না দেখিলে প্রাণ ধারণ করিতে পারি না।

যবে তিল আধ তোমারে না দেখি
মরমে মরিয়া থাকি।

প্রিয়তমে, সত্য সত্যই বলিতেছি, আমার এই দশা ঘটে। শয়নে উপবেশনে নিদ্রায় জাগরণে ঘরে বাহিরে গোঠে মাঠে সর্ব্বদাই তুমি আমার হৃদয়ে বিরাজ কর। মুহূর্ত্ত মাত্রও তোমায় ভুলিতে পারি না। আমি তোমার জন্য গোলোক ছাড়িয়া গোকুলে গোপের গৃহে জন্ম লইয়াছি; তোমারই তরে বনে বনে বেণু বাজাই, তোমারই তরে বসে

বনে ধেনু চরাই। মুহুর্ত্তের তরেও তোমায় চোখের আড় করিতে পারি না।

তুমি যে আঁখির তারা।
আখির নিমিখে কত শত বার
নিমিখে হইয়া হারা॥
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
পাইনু কদম্ব মূলে।
বৈস বৈস রাধা কত না বেজেছে
কোমল চরণ তলে॥
শিরীষ শরীর ছটায় রবির
মলিন হয়েছে মুখ।
আহা মরি মরি বিষম গমনে
কত না পেয়েছ দুখ॥

এই কথা বলিয়া শ্যাম সুন্দর শ্রীরাধার কোমল চরণ-কমল নিজ হাতে মুছাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীমতী ঈষৎ হাসিয়া চরণ সরাইয়া লইলেন, শ্যামের হাত ধরিয়া তাহাকে বাধা দিলেন। তিনি আবার তাহার মুখের ঘাম নিজের পীত বসন দিয়া মুছাইতে প্রয়াস পাইলেন। শ্রীমতী মুখখানি সরাইয়া লইয়া বলিলেন, প্রাণবল্লভ এ চিরদাসীর প্রতি এত আদর?

শ্যামসুন্দর দীনভাবে বলিলেন,—প্রেমময়ি প্রাণময়ি, আমি আদর সোহাগের কি জানি, তোমার যত্নেরই বা কি জানি? এই বলিয়া আবার শ্রীরাধার ঘর্ম্মবিন্দু-সিক্ত ধূলিবিন্দুধূসরিত শ্রীমুখকমল নিজ পীতবাসে মুছাইতে প্রবৃত্ত হইলেন :—

আপন পীতের বসন আঁচলে
রাই মুখ মুছে শ্যাম।
বসন বাতাসে শ্রম দূরে গেল
মিটিল অঙ্গের ঘাম॥
নীপ কদম্ব তরুয়ার তলে
সহচরী গোপীগণে।
রস-সরসিজ সরস বচনে
চাহিয়ে শ্যামের পানে॥
রসিকা বড়াই কহিছেন তহি
শুনহ রমণী যত।
প্রেম রসদান কর সমাধান
তাহা না বুঝয়ে কত॥
ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে কহে এক ভিতে
সেই সে চতুর বুড়ী।
উঁগি দিয়া চাহে আন পথে রহে
পড়িল হাতের বাড়ি।
কানু করে দেয় ছানা দুধ দই
বদনে ঢালিয়া দেয়।
কার বা বসনে লইল যতনে
কার অঙ্গ হার লয়॥
ঐছন কি রীতি ধরিয়া পীরিতি
ধরিয়া রাধার করে।
নীপ তরুবর কদম্বের তলে
বৈঠল নাগর বরে॥

চণ্ডীদাস দেখি দুহু রূপখানি
মনেতে লাগিল ভাল।
একুল ওকুল যমুনা কিনার
সকলি করিল আলো॥

স্বরূপ অতীব আনন্দভরে গান শেষ করিলেন। রামানন্দরায় হাত উচু করিয়া আনন্দ কণ্ঠে বলিলেন "শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলনানন্দে একবার হরি হরিবল"। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ তাঁহার প্রতিধ্বনি করিলেন, তখন প্রেম ভক্তিভরে সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীশ্রীমিলনগানের প্রতি ভক্তিভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য শ্রীপাদস্বরূপের গীত-মুখরিত গম্ভীরামন্দির নীরব রহিলেন! শ্রীপাদস্বরূপ বলিলেন প্রভু, এখনও শেষ হয় নাই। প্রভু বলিলেন, আমি তাহাই ভাবিতেছিলাম। স্বরূপ আবার মিলন-পদের আর একটি গান ধরিলেন :—

বড় অদভুত দেখিল বেকত
নবঘন আসি নামে।
সে যেন জলদ- পুঞ্জ ঘোর অতি
বসিয়া কুসুম দামে॥
মেঘের উপরে চাঁদ ফলিয়াছে
হেদে গো আসিয়া দেখ।
এই সব গোপী প্রেম নবরূপী
কেমনে জলদ রেখ॥
মেঘে চাঁদ ফলে নাহি কোন কালে
নাহি তার পাতা ফুল।
চারু শাখা তার দেখিল তথায়
মেঘের গঞ্জন দূর॥

শাখায় শাখায় তার সরু ডালে
বিংশতি চাঁদের খেলা।
আর চারুমূলে বিশ শশধর
চাল্লিশ চাঁদের মেলা।

মহাপ্রভু সহসা নিজের শ্রীহস্তে স্বরূপের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। স্বরূপ তৎক্ষণাৎ নীরব হইলেন। আবার কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরামন্দির এক-বারে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেন। রামরায় বিস্ময়-বিস্ফারিতনয়নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখপঙ্কজের প্রতি নির্নিমেষ লোচনে কি এক ভাবের খেলা দেখিতে পাইলেন—দেখিলেন শ্রীপ্রভুর পাণ্ডুর গণ্ডযুগল সহসা যেন তরুণ শোণিতের সমুজ্জ্বল শোণিমায় হিঙ্গুলের বর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাহার নয়নযুগল নাচিয়া নাচিয়া যেন অনন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই। স্বরূপ ও শ্রীরূপ উভয়েই সেই ভাবনিধির ভাব-তরঙ্গে আত্মহারা হইলেন। এইরূপে এক ঘণ্টার অধিককাল অতিবাহিত হইল। প্রভু যেন ধীরে ধীরে বহির্জ্জগতে অবতরণ করিলেন। আরও অর্দ্ধঘণ্টা পরে সম্পূর্ণ বাহ্য দশা ফিরিয়া আসিল; তখন প্রভু বলিলেন—স্বরূপ, এখন শ্রীরাধার আত্মনিবেদনের পদ না শুনাইলে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে না। স্বরূপ পদ ধরিলেন—

রাই বলে শুন বেদনী বড়াই
মোর ঘরে গিয়া বল।
কানুর চরণে শরণ পশিল
মনের মানস ভেল॥
ব্রহ্মা আদি দেবে যেই পদ সেবে
ধেয়ানে নাহিক পায়।

হেনক সম্পদ অলসে পাইল
বিকাইনু তার পায় ॥
কি করিবে কুল সব যাকৃ দূরে
যাহারে দেখিলে জী।
এ সব ছাড়িয়া যাইব চলিয়া
কুলে বা করিবে কি ॥
যায় জাতি কুল সেহ মোর ভাল
ছাড়ে ছাড়ু গুরু জনা।
ও রাঙ্গা চরণে শরণ লইনু
কি আর কুলের পণা ॥
শুন সব সখি তোমরা যাইয়া
কহিও রাধার ঘরে।
শ্যামের বাজারে দিল সে রাধারে
চণ্ডীদাস জানে ভালে ॥

মহাপ্রভু বলিলেন রামরায়, আমার মনে হয় শ্রীরাধাপ্রেমের এই দৃঢ়তা দৃঢ়সঙ্কল্পতা, দৃঢ়ানুরাগ শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদে যেরূপ জোরের সহিত প্রকাশ পায়, অন্যত্র তাদৃশ দৃঢ়তা দৃষ্ট হয় না। দেহ গেহ, কুল শীল, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচরণে মনপ্রাণাদি সমর্পণের প্রগাঢ়তা ও দৃঢ়তা চণ্ডীদাসের পদে যেমন উজ্জ্বলভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে অন্য কোন পদকর্ত্তা তত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন নাই।

স্বরূপ বলিলেন প্রভু, তাহাতো বটেই; চণ্ডীদাসের পদাবলীতে কেবল যে তাঁহার উচ্চতম প্রেম-প্রকৃতিই বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে, উহা সাধক ভক্তেরও ভ আদর্শ। শ্রীরাধার আত্মনিবেদনের আর একটি পদ শুনুন :—

যে পদ যোগীরা জপে নিরন্তর
অনন্ত না জানে রীতি ;
মুনি অগোচর সে সুখ সম্পদ
তাহা না পাইল ইতি ॥
আর কি ইহাতে আছে এতধন
বিকাইল পশরা ভোর ।
ও রাঙ্গা চরণে দধি দুগ্ধ যত
বিকাইল সব মোর ॥
কামনার ফল এই নীপ মূলে
সকল হইল বিকি ।
আমার করমে এই যে সকলি
তোরা যাহ যত সখী ॥
গদ গদ বাণী কহে বিনোদিনী
নয়নে গলয়ে ধারা ।
কুম্কুম চন্দন যে ছিল লেপন
ভাসিয়া চলিল তারা ॥
ভাসে লোরে আঁখি পুলক কদম্ব
যেমন যমুনা বহে ।
তেন আঁখি ভরি লোর বহি চলে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে ।

স্বরূপ এই ভাবে গানটী গাইয়া বলিলেন—প্রভু, শ্রীরাধার আনন্দ সূচক আরও একটি পদ গাইতেছি, শ্রবণ করুন ।

শুন গো বড়াই মোর ।
আজ শুভদিন হইল আমার
বঁধুয়া পাইনু কোড় ।

যাহার লাগিয়া এত পরমাদ
সে সব সফল মানি।
মানের বাসনা পূরিল আমার
বাটে পানু যাদুমণি॥
আয়ানে যাইয়া এই কহ গিয়া
রাধারে সঁপিল শ্যামে,
রাধা বটে রাধা তার রাঙাপায়ে
পশিল মনের সনে॥
আর কিবা মোর সে ঘর করণে
ধরম সরম কাজ।
কুল শীল মোর যে হকু সে হকু
পড়িয়া যাউক বাজ॥
বহু পুণ্য দশা পূরিল গো আশা
সফল করিয়া মানি
চণ্ডীদাস সুখী দোঁহার পিরীতি
এমন নাহিক শুনি॥

রামরায় বলিলেন প্রভু শ্রীরাধা গোবিন্দ লীলার মহামাধুর্য্য প্রকৃত পক্ষেই মহামহার্ণব। এ মহাসাগরে দিবানিশি অনন্ত তরঙ্গ—তরঙ্গে তরঙ্গে মাধুর্য্য-কল্লোলে প্রেমিক ভক্তগণের মনপ্রাণ পরিষিক্ত হয়। কবিবর শ্রীরূপ যেরূপ নিবিষ্টভাবে দান লীলা শ্রবণ করিলেন এবং প্রভু স্বয়ং শ্রীপাদকে যেরূপ ইঙ্গিত করিলেন, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে শ্রীপাদ রূপও প্রেমিক ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য দানলীলা সম্বন্ধে চিত্ত-চমৎকারক সুধামধুর একখানি কাব্য নির্ম্মাণ করিবেন। দয়াময় প্রভুর মহিমার তো পার নাই।

বিনীত ও নম্রভাবে শ্রীরূপ বলিলেন—এত ভাগ্য কি আমার হইবে? ফলতঃ শ্রীপাদের শ্রীমুখে কবিবর শ্রীপাদ চণ্ডীদাসকৃত দান-লীলার পদাবলী গান শ্রবণে মনে হইতেছিল শ্রীপাদ চণ্ডীদাস যেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই শ্রীব্রজলীলা সন্দর্শন করিয়া পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এমন সরল সরস ও অতি সুন্দর লীলাত্মক পদ বিরচন,—সাক্ষাৎ সন্দর্শনেরই অমৃতময় ফল।

মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন,—শ্রীরূপ, যোগ্যপাত্রে সকলই সম্ভবপর। তোমা হইতেই প্রেমিক ভক্তগণ প্রেমভক্তি-রসের আনন্দখনি প্রাপ্ত হইবেন। স্বরূপের শেষগানটীতে প্রতিপন্ন হইল, চণ্ডীদাসের দানলীলা গীতের উপসংহার হইয়াছে। ব্রজগোপীগণের স্বগৃহ-প্রত্যাগমন না হওয়া পর্য্যন্ত আমরাই বা স্থির হইব কিরূপে? তাহাদের গৃহবাস তো অনন্ত গঞ্জনাময়। পশরা লইয়া রাজপথে বেশী বিলম্বও বিপজ্জনক।

মহাপ্রভুর কথা শেষ হইতে না হইতেই শ্রীপাদ স্বরূপ আর একটি পদগান আরম্ভ করিলেন :—

কহিছে বড়াই শুন ধনী রাই
বেলা যে উচর হল।
তোলহ পশরা অতি রবি খরা
তুরিত করিয়া চল॥
গৃহ পতি তারা অতি সে মুখরা
গঞ্জিবে কতক গালি।
শুনি উঠে তাপ বিষম সন্তাপ
গমন তুরিত ভালি॥
লোক চরাচরে হেন মনে করে
সকল বুড়ীর দোষ।

আমি না আইলে কেবা লয়ে যায়
কাহারে করিব রোষ ॥
রাধা বলে তায় কিবা আছে ভয়
যে করু সে করু পাছে ।
এ হেন সম্পদ পেয়েছি আমরা
আর কি জগতে আছে ॥
শুন গো বেদনী বড়াই চেতনী
তুমি সে নাটের নাট ।
গোপনী যে রস করিলে বেকত
পাতাইলে রসের হাট ॥
এখন কেন বা ভয়ে জড়সড়
এখন ভরসা বাঁধ !
কানুর চরণে ভেজাতে যতনে
যতনে তাহাই ছাঁদ ॥
চণ্ডীদাস বলে চলহ তুরিতে
বিলম্ব নাহিক ধনী ।
বহুদূর পথ গোকুল নগরী
সাজাও পশরা খানি ॥

রামরায় বলিলেন প্রভু, শ্রীরাধাপ্রেম পরম নিষ্ঠাময় । লোকে কথায় বলে "মান লজ্জা ভয়, তিন থাকিতে নয়" । যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আত্ম-হারা, তাহার আর ভয় কোথায় ? জগতে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সম্পদ আর কি আছে ? যিনি সে সম্পদ লাভ করেন তাহার আর ভয় কোথায় ? কিন্তু তথাপি গার্হস্থ্যের ভিতর দিয়া প্রেমের যে আবেগ ও মাধুর্য্য প্রকাশ পায়, অবাধ প্রেম-মিলনে সে মাধুর্য্য পরিলক্ষিত হয় না। সঙ্কোচ ও

সংযমের অন্তরালে প্রেম-প্রবাহের বেগাধিক্য প্রকাশ পায়। সাগরের বিশালতা গম্ভীরতা ও উদারতায় চিত্তে অনন্ততার মহামহিমা ও গৌরবের বিপুল গরিমা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু বনানীর নিভৃত নির্জ্জন অন্তরালে সঞ্চারিণী কুলুকুলু কলকল-নিনাদিনী নির্ঝরিণীর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য মহাসাগরের বিশাল বিস্তীর্ণতায় পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের এই নিভৃত ধারা প্রেমিক ভক্তগণের নিত্য আস্বাদ্য। সুতরাং গুরুজন ভয়ে শ্রীমতী ব্রজবালাদের ত্বরিতে গৃহে প্রত্যাগমন এতাদৃশ প্রেমস্বরসেরই অনুকূল। শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন এখন আর একটী পদ শুনাইয়াই এখন দানের পালার উপসংহার করিতেছি এই বলিয়া তিনি পদ ধরিলেন :—

সব গোপীগণে আহিরী রমণী
পশরা তুলিয়া মাথে।
মাঝে সুনাগরী প্রেমের আগরী
আনন্দে চলিলা পথে॥
হাসি রস খনি রাই বিনোদিনী
বড়াই পানেতে চায়।
আর কত দূর গোকুল নগর
ক্ষণেক সুধায় তায়॥
বড়াই কহিছে আগে সে যমুনা
ওপারে সবার ঘর॥
শুন শুন রাধা সব দেখি বাধা
যমুনা বাড়ল জল॥
কেমনে সকলে পার হয়ে যাব
ইহার উপায় বল।

কিসে পার হবে কেমনে যাইবে
ফিরিয়া সবাই চল ॥
সেই সে কদম্ব— তলাতে চলহ
যেখানে রসের কানু ।
সেখানে যাইয়া মিনতি করিয়া
লব সে রসের তনু ॥
এ বোল বলিতে কানু আচম্বিতে
আসিয়া মিলল তায় ।
আর এক লীলা ছল উপাজলা
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায় ॥

শ্রীপাদ স্বরূপের গান শেষ হইতে না হইতেই প্রভু বলিলেন—অতি উত্তম, অতি উত্তম। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-সম্মিলনের নানা উপায় কবি শ্রীল চণ্ডীদাসের যেমন পরিজ্ঞাত, অপরাপর কবিগণের কাব্যে তেমনটি দৃষ্ট হয় না। যদিও ব্রজবালারা গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য সত্বর হইলেন, কিন্তু সহসা যমুনার জল বাড়িয়া উঠিল। নৌকা ব্যতীত আর এখন যমুনা পার হওয়ার উপায় নাই। সাধারণ জনগণের পক্ষে যিনি চিরদিনই ভবপারের কাণ্ডারী, এখন সেই পারের কাণ্ডারী শ্রীহরি ভিন্ন গোপীগণেরই বা আর কে আছে? তাঁহারা যেমন সেই কানুকাণ্ডারীর কথা মনে করিলেন, আর অমনি তৎক্ষণাৎ বঙ্কিম নয়ন হাসিভরা বংশীবদন মুরলীধর রসিকশেখর মধুসূদন আসিয়া দেখা দিলেন। ইহা অতি সুন্দর, অতি মধুর ও অতি উত্তম !!!

নৌকাখণ্ড

এবার নৌকা খণ্ডের পালা,—কি বল, স্বরূপ! স্বরূপ বলিলেন হাঁ প্রভু, তাই বটে। ব্রজরসময়ী লীলার তো বিরাম নাই। সাগর তরঙ্গের ন্যায় লীলা-তরঙ্গেরও বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। ইহা অপার অনন্ত ও অফুরন্ত; অথচ চির নূতন, চির সুন্দর, "তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবম"! মনে হয় সকল ভুলিয়া এই মধুময়ী লীলা-সাগরে ডুবিয়া থাকি আর দিবানিশি এই লীলাগানে বিভোর থাকি। কিন্তু প্রভু, আমি তো সে সুকণ্ঠ লাভের অধিকার পাই নাই. সে ভাবরসেও চিত্ত গলে নাই। যদি ব্রজের লীলারস মাধুর্য্যপদ গাইবার কণ্ঠ ও ভাব পাইতাম তবে উহা দ্বারা দিন যামিনী প্রভুর সেবা করিতে পারিতাম! তদুপযুক্ত ভাব নাই, কণ্ঠ ও নাই। ব্রজ বালাদের ভাবরসে চিত্ত বিভাবিত না হইলে, তাঁহাদের ন্যায় সুকোমল সুমধুর সুকণ্ঠ না হইলে তাঁহাদের প্রাণের কথা, বিয়োগে ব্যথা, মিলনে আনন্দ,—সাধারণ জীবের কণ্ঠে কোন রূপেই প্রকাশ পাইতে পারে না। তাদৃশ প্রয়াসও অতি বড় দুঃসাহসের কার্য্য বলিয়াই মনে করি, তবে কি না প্রভুর আদেশ, তাহা না মানিলেই নয়; অপরাধ হউক বা যাহাই হউক আদেশ পালন করিতেই হইবে, তাহাই করিতেছি কিন্তু পদে পদেই নিজের অক্ষমতা ও অসমর্থতা বুঝিতে পারিতেছি।

মহাপ্রভু বলিলেন—শ্রীরূপ দৈন্য-নিবেদন শুনিলে তো। যে যত পায়, সে তত চায়। আশার তো অবধি নাই। শ্রীরূপ স্বরূপের গান শুনিয়া তোমার কি মনে হয়?

শ্রীরূপ বিনীতনম্রভাবে করযোড়ে বলিলেন,—প্রভু, শ্রীপাদ যখন গান করেন, তখন আমার মনে হয় এ কণ্ঠ এ জগতের নয় এ ভাবও এ জগতের

স্থায়; ব্রজমাধুরী প্রত্যক্ষ করা তো আমার মত ব্যক্তির কোটি জন্মেও লভ্য নহে। কিন্তু শ্রীপাদের গান শুনিয়া মনে হয় ব্রজবালাদের কণ্ঠস্বর বুঝি ঠিক এই রূপ—তাঁহাদের ভাবরসও বোধ হয় ঠিক ইহারই প্রতিরূপ। গগনচারী নব নীরদের বক্ষ ব্যতীত যেমন সৌদামণির তরল জ্যোতি মৃত্তিকায় প্রকাশ পায় না, মর্ত্ত্যবাসী নরনারীতেও কখনও এমন ভাব বা এমন কণ্ঠস্বর থাকিতে পারে না! আমি শ্রীপাদের শ্রীমুখে পদাবলী গান শুনিতে শুনিতে বিস্মিত বিমুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া পড়ি, মনে হয় যেন কালিন্দীকুলে কুঞ্জকাননে সাক্ষাৎ ব্রজদেবীর শ্রীমুখে লীলাগান শুনিতে শুনিতে তদুচিত লীলা প্রত্যক্ষের সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছি। প্রভু, আপনাদের কৃপায় যথার্থই আমার এইরূপই মনে হয়।

রাম রায় বলিলেন—ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিবার নাই। এ অতি যথার্থ অনুভব। যদি তাহাই না হইবে তবে অন্য কাহারও মুখে গান শ্রবণ করিয়া স্বয়ং প্রভুই বা এমন আত্মহারা ও ভাবেভোরা হইবেন কেন? দণ্ডের পর দণ্ড, প্রহরের পর প্রহর এমন কি কোন কোন দিন দিনযামিনী সমান ভাবে প্রভু আমাদের শ্রীপাদ স্বরূপ ঠাকুরের গানে বিভোর হইয়া রহেন। ব্রজের ভাব ও ব্রজের কণ্ঠ না হইলে ব্রজলীলা-রস-গান প্রভুর আস্বাদ্য হইবে কেন? স্বরূপঠাকুর যাহাই বলুন না কেন? কিন্তু উনি যে কে, তাহা আমি বুঝি আর নাই বুঝি কবিবর শ্রীরূপের সে সম্বন্ধে যথার্থ ধারণাই হইয়াছে। ওগো ব্রজরসময়ী মূর্ত্তি, আপনি যাহাই হউন, দেব হউন, আর দেবীই হউন, কিন্তু আপনার অই ভাব এবং অই কণ্ঠ এখানকার নরনারীতে সম্ভব নহে। সে কথা এই পর্য্যন্তই থাকুক। নৌকা-খণ্ডের পালা শুনিতে প্রভুর যে একান্ত সাধ হইয়াছেআপনার শেষ গানটী শুনিয়া প্রভু যে

মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীপাদ রূপেরও তাহাই আকাঙ্ক্ষা—সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের কর্ত্তা—আপনি। আপনার শ্রম তাহাতেই আমাদের আনন্দ, ইহা এক প্রকার স্বার্থপরতাই বটে।

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন উহা স্বার্থপরতা নহে—উহা স্বরূপের প্রতি অযাচিত কৃপা একান্ত অনুগ্রহ। শ্রীপাদ চণ্ডীদাসকৃত নৌকা খণ্ডের পদও অতীব কবিত্বপূর্ণ। শ্রীপাদ বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদ কাব্য শব্দ-গৌরবে ভাববৈভব ও রসের প্রসারে যথেষ্ট সমাদৃত ও সম্ভোগ্য। কিন্তু উহাতে লীলার নানা প্রকার ও বিবিধবৈচিত্র্য সন্দর্শনের ভাগ্য আমার হয় নাই। তৎকৃত নৌকাখণ্ডের লীলাপদ আমি দেখিতে পাই নাই। কিন্তু শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের কৃত নৌকাখণ্ডের পালায় যদিও দুইচারিটি মাত্র পদ আমার জানা আছে, আমি তাহাই নিবেদন করিতেছি। এই শুনুন :—

করুণা রাগ।

দেখিয়া যমুনা নদীর তরঙ্গ
উঠিছে দারুণ ফেণা।
দেখিয়া নাগরী সকল গোয়ালী
লাগিল বিস্ময়-পনা॥
কেমন এ নদী যমুনা পেরাব
মোর মনে হেন লয়।
তরঙ্গ অপার বহিছে দুধার
হইছে সভার ভয়॥
কোন গোপী বলে শুন ওগো সখি
এ বড়ি বিষম দেখি।

ইহার উপায় কি বুদ্ধি করিব
শুন গো সকল সখি ॥
কোন বা সাহসে যদি জলে নামি
ডুবিয়া মরিব তবে।
উপায় হইলে তবে সে যাইব
নহে আর কিবা হবে ॥
কিসে পার হব না জানি সাঁতার
কেমনে যাইব পার।
এ বড় বিষম না গেলে যে নয়
যাওয়া তো বিষম ভার।
বড়াই কহিছে চাহি রাধা পানে
শুন গো আমার বাণী।
কানুর চরণে মিনতি করহ
পার করে গুণমণি।
চণ্ডীদাস দেখি যমুনা তরঙ্গ
ইহার উপায় নাই।
এই দরিয়াতে আনের শকতি
নাহিক কালিয়া বই ॥

রামরায় গানান্তে বলিলেন, বাস্তবিকই পারের এমন কাণ্ডারী আর দ্বিতীয় নাই। চণ্ডীদাস ঠাকুরের কোন কোন পদ শুনিয়া মনে হয় তাঁহার দৃষ্টি যেন উভয়মুখী—বাহ্যমুখী ও অন্তর্মুখী। বাহিরে অর্থাৎ ব্রজভাবের বাহিরে ভবসাগরের ভীষণ তরঙ্গে যাহারা ভীত, তাঁহাদের ভজন সাধনের প্রণালীরও তিনি পথপ্রদর্শক, আবার গোপীভাবে ভজনদ্বারা শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনকে যাঁহারা লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষেও

চণ্ডীদাসের পদগুলি উপাদেয় ; আবার অপর পক্ষে ব্রজলীলাস্বাদনশীল প্রেমিকগণও ইহাতে লীলারস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এক কালাচাঁদ নাবিক ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই। বড়াই বলিলেন, রাধে এখন আমার কথা শুন, যমুনা পারের একমাত্র উপায় দেখিতেছি, কানুর শরণ লওয়া। তুমি বিনতি করিয়া কানুকে পার করিয়া দিতে বল, তাহা হইলেই পারের উপায় হইতে পারে। নচেৎ অন্য উপায় নাই।

ফলতঃ ব্রজজীবন ব্রজেন্দ্রনন্দনই ব্রজবাসীদের আপদে বিপদে সুপদে সম্পদে একমাত্র গতি, একমাত্র শরণ্য। এমন নিষ্ঠাময়ী অনন্যভক্তি অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। এমন অনুরাগও আর কোথাও নাই। শ্রীমতী রাধা দেখিলেন বড়াইর কথাই ঠিক। তিনি অবশ্যই আত্মসম্মান বা লজ্জা পরিহার করিয়া কানুর শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কি বলেন,—শ্রীপাদ।

তখন শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন তাই বটে। এ সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের পদটী গাহিতেছি— হেদে হে নাগর চতুর শেখর
সবারে করিবে পার।
যাহা চাহ দিব ওপার হইলে
তোমার শুধিব ধার॥
মনে না ভাবিহ তোমার মজুরী
যে হয় উচিত দিয়ে।
তবে সে গোপিনী যত গোয়ালিনী
যাব তো ওপার হয়ে॥
হাসি কহে কানু করে লয়ে বেণু
শুনহ সুন্দরি রাধা।
তোমা পার করি দিতে সে আমার
তিলেক নাহিক বাধা॥

তবে করি পার ও পারে রাখিব
শুন গোয়ালিনী যত।
ওপার হইলে কত দান নিব
লইব সবার মত ॥
বুড়ি কহে তাতে কিবা নিতে চাহ
কহ না বেকত করি।
তাহাই করিব যাহা চাহ দিব
শুনহ পরাণ হরি ॥
চণ্ডীদাস বলে নাগর চতুর
শুন রসময় কান।
রাধা পার কর বিলম্ব না কর
ইহাতে নাহিক আন ॥

শ্রীপাদ স্বরূপ গান শেষ করিয়া বলিলেন, রায় মহাশয় চতুর চুড়ামণি প্রথমতঃ কোনও দর দস্তুর করিলেন না কিন্তু তারপরে তাঁহার বচন ভঙ্গী শুনুন :—

হাসিয়া নাগর চতুর শেখর
যতনে আনিল তরি।
চাপায়ে রাধারে সবারে সুধায়
খেয়া দেয়া আছে ভারি ॥
একে একে করি সবে পার করি
আমার এ না'টি ভাঙ্গা।
পাছে দরিয়াতে ডুবহ বেকত
মোটি আছে কার গা ॥

ক্ষীণ যার গায় চরসিয়া নায়
সবারে করিব পার।
মোর কাছে থোহ বচন শুনহ
যত আভরণ-ভার ॥
রাধা বলে ভাল দানের বিচার
বিষম দানীর লেঠা।
কুজন সংহতি কুবচন অতি
বড়ই কণ্টক কাঁটা ॥
বড়াই চরিত অতি বিপরীত
যা কহে তা শুনে দানী।
আভরণ মাগে এ বড় বিষম
কি হেতু নাহিক জানি ॥
ভয়ে মনদুখ সবাই বিমুখ
ইহা তো বিষম বড়ি।
ইহার উপায় কহ কহ দেখি
শুনগো বড়াই বুড়ী ॥
নৌকার উপরে সবারে চড়ায়ে
চালাতে লাগিল তাই।
কেরোয়াল বাহি যায় আন পথে
কহে বিনোদিনী রাই ॥
ওপথে বাহিছ চলে তরিখানি
এদিকে রহিল পথ।
এতদিনে জানি তোমার চরিত
বড় কর অনুরথ ॥

দরিয়া যে দিকে বাহ কেরোয়াল
মাঝারে মকর ভাসে।
ফের কেরোয়াল শুন নন্দলাল
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

গান অন্তে রামরায় বলিলেন স্বরূপঠাকুর,ব্রজবালাদিগেকে নৌকায় চড়াইয়া চতুর কানাই ইহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য নৌকাখানকে এদিকে সেদিকে চালাইতে লাগিলেন। ইহাতে সরলা ব্রজবালাগণ বাস্তবিকই ভয় পাইতেছিলেন। শ্রীমতী রাধার সহিত নাবিকের অবশ্যই আরও কথা হইয়াছিল, তাহা শুনিতে বোধ হয় কবিবর শ্রীরূপের অবশ্যই কৌতুহল হইতেছে। শ্রীরূপ বলিলেন, রায় মহাশয় যথার্থই আমার মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।" শ্রীপাদ স্বরূপ আর বিলম্ব না করিয়া তখনই গাইতে লাগিলেন :—

রাধার কাকুতি কহিছে আরতি
শুনহ নাগর রায়।
বুঝি হেন মনে লইবে পরাণ
হেন বুঝি অভিপ্রায়॥
এবার বাঁচাও জীব যত কাল
ঘুষিব তোমার গুণে।
কিসের কারণে এত অপমান
করহ আপন মনে॥
কানু কহে রাধে তখনি বলেছি
ভাঙ্গা নৌকাখানি মোর।
তোমরা গোয়ালী ছানা দুগ্ধ খাও
আছে অঙ্গ ভারি তোর॥

মোর ভাঙ্গা নায়ে এত কিবা সহে
না' খানি ডুবিতে চায়।
মোর কিবা দোষ মোরে কর রোষ
সকলে চাপিলে নায়॥
মকর কুম্ভীর ভাসে শত শত
তাহার নাহিক লেখা।
পরাণ উড়িছে তাহারে দেখিয়া
কার সনে আর দেখা॥
কাহ্নু বলে পুন বিনোদিনী রাধা
মিছে কেন কর রোষ।
ভাঙ্গা নৌকাখানি দরিয়াতে ঘুরে
আমার কি আছে দোষ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন সুনাগর
অবলা কি জানে রীত।
তোমার চাতুরী কিবা সে বুঝিবে
কে জানে তোমার চিত॥

ইহা শুনিয়া শ্রীমতী আবার ভীত-ভীত ভাবে বলিতে লাগিলেন :—

টল টল করে অঙ্গ মোর ঘোরে
যাইতে যমুনা নদী।
নানা জন্তু আছে তারা জলে ভাসে
দেখহে পরাণ-নিধি॥
হেন মনে করে এবার কি জীব
কেন বা আইনু বিকে।
ভাল দূরে জাউ জীবন সংশয়
কি আর বলিব কাকে॥

এমন জানিলে তবে কি বাহির
আহীর রমণী হয়ে।
এ কোন বিচার না জানি আচার
পরাণ লইতে চাহে॥
সব গোপীগণ হয়ে একমন
পড়গো নেয়ের পায়।
সরল বচনে করহ যতন
ও পারে রাখিয়ে যায়॥

তখন শ্রীমতী নিজেই নন্দদুলালকে অনুরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—

এবার ও পারে লইয়া চলহ
হেদে হে রসের কানু।
তোমার চরণে শরণ লয়েছি
দিয়াছি আপন তনু॥
প্রাণের দোসর এ নব কিশোর
তোমারে করিনু দান।
এবার ওপারে লহ সবাকারে
শুনহ নাগর কান॥

তখন শ্যামসুন্দর যাহা বলিলেন তাহাও শুনুন :—

হাসি বিনোদিয়া কহে সবা আগে
তবে সে করিবে পার।
এ নব যৌবন কর অরপণ
তবে লাগাইব ধার॥

চণ্ডীদাস কহে আকুল পরাণ
রাধার মিনতি দেখি।
অবলা পরাণ দেখি ভয় লাগে
শুনহে কমল আঁখি॥

মহাপ্রভু বলিলেন, যদিও ব্রজলীলার সহিত জীবের ব্যাবহারিক বা পরমার্থিক ভজন-সাধন প্রণালীর সন্ধান প্রদান করা লীলা-লেখকগণের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে তথাপি পরম কারুণিক লীলা-লেখকগণ সাধকদিগকে লীলা-বর্ণনেও স্থানে স্থানে সে রূপ উপদেশ দিয়াছেন। যেমন শ্রীরাসে আছে—"যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" অর্থাৎ গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতার কথা শ্রবণ করিয়া সাধকগণও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য সেইরূপ ব্যাকুল হইবেন।

শ্রীচণ্ডীদাসের নৌকাখণ্ড পদাবলীতে প্রেম-মাধুর্য্য আস্বাদন করাই ভক্তগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তথাপি ইহার স্থানে স্থানে সাধনার উপদেশও দৃষ্ট হয়। পরম কারুণিক প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস সাধকগণের জন্যও ইঙ্গিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। এই লীলায় ইহাই জানা যাইতেছে সমগ্র কৈশোর কাল শ্রীভগবানকে দান করিতে হইবে। প্রহ্লাদ দৈত্য বালকদিগকে বলিয়াছেন"কৌমারে আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ" বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কৌমারেই ভাগবত ধর্ম্মসকল আচরণ করিবেন। কৈশোর বয়সই পূর্ণ উদ্যমের সময়। এই সময়ে চিত্তবৃত্তি যে বিষয়ে প্রেরিত হয়, সেই বিষয়েই সমুন্নতি লাভ হয়। ইহাই জীবন গঠনের সন্ধিকাল। এই সময়ে চিত্তেও ধর্ম্মবীজ ও শ্রীকৃষ্ণানুরাগ-বীজ উপ্ত হইলে উহা নবোদ্যমে নবজীবনে ও নবশক্তিতে বাড়িয়া উঠে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনী-শক্তি ক্ষয়োন্মুখ হয়। সে সময় কোনও কার্য্যে স্ফূর্ত্তি থাকে না, তখন সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মশক্তি বিলুপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার

সাধকগণের নিকট তাহাদের নব কৈশোর চাহিয়া লয়েন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "এ নব যৌবন, কর অরপণ তবে সে করিব পার"। তাঁহার সাধনে তাঁহার ভজনে নব যৌবন অর্পণ করা আবশ্যক। তিনি বার্দ্ধক্যের অকর্ম্মণ্য উদ্যোগবিহীন জীবন লইতে রাজী নহেন। লীলার আস্বাদন উপরে রাখিয়া সাধকগণের সাধন-সন্ধানের প্রণালীর দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে, কি বল, রামরায় ও শ্রীরূপ ?

রামরায় বলিলেন, প্রভুর ব্যাখ্যায় আমাদের সংশয় করিবার কিছুই নাই, তথাপি মনে হয় প্রভুর শ্রীচরণ তলে বসিয়া লীলারসাস্বাদনের দিকটাই আমাদের নিকট ভাল বোধ হয়। চতুর-চূড়ামণির বাক্যভঙ্গী রসেরই অফুরন্ত ভাণ্ডার।

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, এবার ব্রজবালারা কি বলিলেন, তাহাও শুনুন :—

হাসি কহে তবে সব গোপনারী
আর কিবা দিতে আছে।
এনব যৌবন কুল সমাপন
দিয়াছি তোমার কাছে॥
কায়মন চিতে বিধির বিধানে
শরণ লইয়াছি।
আর কিবা চাহ আগে তাহা লহ
আমরা জানিয়াছি॥
তুমি তরুলতা মোরা ফল পাতা
তুলিয়া লইতে কি।
নহে অতি দূর বড় পরিশ্রম
তোমারে বলিব কি॥

স্বরূপ বলিলেন প্রভু চণ্ডীদাসের পদে গোপীদের আত্মসমর্পণের বা আত্মনিবেদনের বাক্য একবারেই চরমোক্তি। আত্মনিবেদনই প্রেমযজ্ঞের পূর্ণাহুতি! চণ্ডীদাসই এই যজন মন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্টা, প্রধানতম ব্রহ্মর্ষি! বিরহের পদেও আত্মনিবেদনের পদেই চণ্ডীদাসের পদাবলীর চরম উৎকর্ষ। আত্মসমর্পণের বা আত্মনিবেদনের আর একটী পদ শুনুন, শ্রীরাধা বলিতেছেন :—

এ তিল তুলসী তোমার চরণে
সঁপিয়াছি জাতিকুল।
তোমা বিনে আর কে আছে আমার
তুমি সবাকার মূল॥
তুয়া বিনে আন নাহি কোন জন
আর বা বলিব কেহ।
জীবনে জীবনে জনম মরণে
দিয়াছি আপন দেহ॥
যে কর সে কর আপন বড়াই
আমরা কুলের নারী।
আমরা জানিয়ে তুমি প্রাণপতি
শুনহে প্রাণের হরি॥
ঘরে পরিবাদ কলঙ্ক দুসারি
তোমারি কারণে এত।
গুরু গঞ্জনা লোকের তুলনা
এসব সহিছি যত॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহে চতুর
রসিক নাগর কান।

পার কর হরি আগে লহ তরি
ইহাতে নাহিক আন ॥

শ্রীরূপ বলিলেন পদকর্ত্তা শ্রীলচণ্ডীদাসের আত্ম নিবেদনের পদ অতীব উচ্চভাবে কল্পিত অথচ সরস সুমধুর ও অতি সহজ বঙ্গভাষায় লিখিত। অন্যত্র ইহার তুলনা নাই। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস যে ব্রজরসের খাটি কবি, তাঁহার বহুল কবিতা পাঠে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এই আত্ম-নিবেদনের পদগুলি তাহার পদাবলীর সর্ব্বাপেক্ষা সমুচ্চ কল্পনা—ইহার প্রত্যেকটি বাক্য হৃদয়স্পর্শি, সরলতায় সরসতায় ও সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে একবারেই অতুলনীয়। আপনাদের কৃপাপ্রসাদেই আমার এই ধারণা। ইহার উপরে আবার সুধাকণ্ঠ শ্রীপাদের প্রেমভক্তি পূর্ণভাবে বিভাবিত গীতপ্রণালী—এমন মধুরে মধুর—প্রকৃতই অন্যত্র দুর্ল্লভ।

শ্রীপাদস্বরূপ হাসিয়া বলিলেন, কবিবর ইহা তোমার ঐকান্তিক ভাল-বাসারই বিচারবিহীন মন্তব্য। যাহাই হউক, স্বয়ং মহাপ্রভু ও রায় মহাশয় যখন কৃপা করিয়া ব্রজলীলার পদাবলী গাইতে অধিকার দিয়াছেন, আমি তাহাই পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

এখন শ্রীচণ্ডীদাসকৃত আর একটি পদ গাহিয়াই নৌকাখণ্ড-লীলার উপসংহার করিতেছি, তাহাই শুনুন:—

হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া
না' খানি উজান বাহে।
দরিয়া হইতে ওপার করিলা
নৌকা কুলে গিয়া রহে ॥
জনে জনে সবে আনন্দ হইয়া
ও পার হইল রাধা।
জনে জনে ঘরে চলিলা হরিষে
আন নাহি কিছু বাধা ॥

এত বলি সবে গেলা নিজগৃহে
আহিরী রমণী যত।
পশরা নামায়ে গৃহে সমর্পিয়ে
গৃহপতি বলে কত॥
এতক্ষণ কেনে বেলি অবসানে
আইলা গৃহের মাঝ।
ছি ছি মুখে যেন লজ্জা নাহি বাস
মুণ্ডেতে পড়ুক বাজ॥
কুল কুলটিনী তোরা কলঙ্কিনী
আনের রমণী ভাল।
এ ঘরে কিরূপে কেমনে বঞ্চিবে
বাহির হইয়া চল॥
গৃহপতি কহে সবে কহে তাহে
যমুনা দু'ধার বহি।
সে কারণে মোরা পার হতে নারি
বিলম্ব গমনে বহি॥
চণ্ডীদাস বলে ইহা মিথ্যা নহে
যমুনা তরঙ্গ বড়ি।
হয় নয় ডাকি সুধাও তোমরা
বিদ্যমান আছে বুড়ী॥

শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এইরূপে দানলীলা ও নৌকালীলা শেষ করিয়া ব্রজবালাগণকে আপন আপন গৃহে পৌছাইয়া দেওয়া হইল।

রাসে শ্রীরাধার গর্ব্ব প্রশমন।

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, প্রভো চণ্ডীদাসের পদাবলী-পাঠে মনে হয় তিনি মহর্ষি বেদব্যাসর শ্রীভাগবতের ব্রজলীলা অবগত ছিলেন। ব্রহ্ম-মোহন, যজ্ঞ পত্নীদের অন্নভোজন, অক্রুর-রথে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন প্রভৃতি সম্বন্ধে চণ্ডীদাস তাঁহার স্বভাব-সুলভ সরল মধুর পদে শ্রীভাগবতে বর্ণিত ব্রজলীলা ও মধুর লীলার প্রধান প্রধান ঘটনা গুলির বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরাসলীলার প্রথম অংশের কয়েকটি মাত্র পদ প্রভুকে শুনাইয়াছি। কিন্তু শ্রীরাসলীলার সকল ঘটনারই বিবরণ চণ্ডীদাসের পদে দেখিতে পাওয়া যায়; এস্থলে শ্রীগোবিন্দ কি নিমিত্ত শ্রীরাধাকে কি ভাবে একাকিনী বনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে দুই একটি পদও প্রভুকে শুনাইতেছি :—

রাস জাগরণে অলস সঘনে
আঁখি ঢুলু ঢুলু করে।
আর আমি মেনে চলিতে না পারি
শুনহে নাগর রে॥
তবে যে যাইতে পারি এ কাননে
যদি কাঁধে করি লহ।
তবে সে যাইতে পারি বনভিতে
আগে এ কবুল কহ॥
হাসি কহে কিছু রসময় কান
ইহার এমন রীতি।
অন্যের যেমন দশা উপজিল
তেমনই ইহার চিত॥

ভাল ভাল বলি কহে বনমালী
তোমারে লইব কাঁধে।
বড় নহে এই তার পরিণাম
করিলা শ্যামর চাঁদে॥
সরস বচন পাইয়া শ্রীরাধা
উঠিয়া বসন বাঁধে।
ফের আসি কহে আর কিবা মোহে
মোরে আসি লহ কাঁধে॥
সুঘর শেখর জানিল অন্তর
ইহার এমন দশা।
মদ অহঙ্কার হইল ইহার
পাওল বিষম দশা॥
হাসি গুণমণি কহে এক বাণী
তুমি কি চড়িবে কাঁধে।
চণ্ডীদাস কয় বিপাকে পড়িল
শ্রীরাধা পড়ল ধন্দে॥

অপিচ আরও একটী পদ শ্রবণ করুন :—

শুন গুণমণি কহি এক বাণী
কাঁধেতে করহ মোরে।
তবে সে এ পথে পারিয়ে চলিতে
নিশ্চয় কহিনু তোরে॥
আইস ধনি রামা কাঁধে করি তোমা
সেখানে চলিলা হরি।
শ্যামের সরস বচন পাইয়া
দাঁড়াইল গোপ-নারী॥

বসন নিবিড় করিয়া বাঁধল
সেই যে চড়ব কাঁধে।
হেন বেলে তথি চলি গেলা কতি
সে নব গোকুল চাঁদে॥
সেই নব নারী কাঠের পুতুলী
দাঁড়ায়ে চেতন হরি।
যেমন আকাশে বজর ভাঙ্গিয়া
পড়িল শিরের পড়ি॥
কান্দয়ে করুণে পড়িয়া কাননে
ধূলায় ধূসর তনু।
যেমন হরিণী বিকল হইয়া
কাননে বেড়ায় পুনু॥
অচেতন স্বরে রোদন বেদন
হারায়ে পরাণ-পতি॥
কোথা গেলে নাথ ছাড়ি মোর সাথ
তোমারে না দেখি কতি॥
সেই নব রামা শ্যামেরে খুঁজিয়ে
একাকী কাননে পড়ি।
মুখে নাহি বাণী যেন অনাথিনী
শিরে করাঘাত পাড়ি॥
যেন সে ধবলী সোনার পুতুলী
পড়িয়া কানন-বনে।
বিকল হইয়ে মুরছা খাইয়ে
দীন চণ্ডীদাসে ভনে॥

শ্রীরাধার বিলাপের আর একটী পদ গাইতেছি :—

ওহে নাথ কি করিয়ে গেলে।
বজর পাড়িয়ে মোর ভালে॥
আমি সে করিনু কাজ।
পরিহরি সতীপণা লাজ॥
আগু পাছু কিছু না জানিনু।
ছার মুখে কি বোল বলিনু॥
তুমি পতি পুরুষ রতনে।
ইহা না জানিল পরিণামে॥
অপরাধ ক্ষম এইবার।
শুন নাথ মহিমা তোমার॥
অবলা কি জানে গুণরাশি।
আমি তোমার চরণের দাসী॥
আপনার গুণে কর দয়া।
লইয়াছি তব পদছায়া॥
দীনহীন চণ্ডীদাস বলে।
কানু খুঁজিবারে ধনী চলে॥

শ্রীপাদ স্বরূপের গান শেষ হইলে মহাপ্রভু বলিলেন—স্বরূপ শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলা সূত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপাদ চণ্ডীদাস প্রকৃত পক্ষেই শ্রীভাগবতের মহাভাষ্যকার। বীজ হইতে যেমন বিশাল বনস্পতির বিপুল বিকাশ, ঠিক সেইরূপ শ্রীভাগবতের লীলাসূত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীপাদ চণ্ডীদাস মহাভাষ্য করিয়াছেন। লীলারসের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট না হইলে এত বিস্তৃতভাবে রসের প্রসার প্রদর্শন যে-সে লোকের কার্য্য হইতে পারে না। আমি যতই চণ্ডীদাসের পদ শ্রবণ করিতেছি

ততই ব্রজলীলার মহামাধুর্য্যের অধিকতর আস্বাদ পাইতেছি। ইহার উপরে আবার তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার আখর দেওয়া এবং ভাবরসের উচ্ছ্বাসে গান করা—একবারেই মধুরে মধুর !!!

স্বরূপ বলিলেন—প্রভু, গোপীগণ সেই কাননে একাকিনী শ্রীরাধিকাকে দেখিতে পাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, সেই পদটি এবং শ্রীরাধিকার উক্তি একটী পদ গাহিয়া শুনাইতেছি। তিনি কানড়া রাগে গাহিতে লাগিলেন—

সখি, এমন তোমারে কেন দেখি।
একলা গহন বনে পড়িয়া আছহ কেনে
আভরণ সকল উপেখি॥
রাধা আগে কহে বাণী কিবা তায় পুছ তুমি
কহিতে বহুত হয় লাজ।
মুই অভাগিনী নারী বচন চাতুরী করি
করিলাম আপনি অকাজ॥
বৃন্দাবন রাস-রসে জাগি সব গোপী শেষে
উজাগর নিশি শেষে এই।
রাধার বাসনা সাধে কানুর চরিতে কাঁদে
তোমারে তেজিয়া গেল যেই॥
আমারে লইয়া শ্যাম আইলা সে বনঠাম
আগে কহিল কল ভাষা।
ভাঙ্গি যত অহঙ্কার সুখ গেল ছারখার
আমার হইল হেন দশা॥
তোমার ভাঙ্গিতে মান তেজি গেল কোন স্থান
সেইমত একাকিনী বনে।
শুনি সুধামুখী রাধা হৃদয়ে পাইয়ে বাথা
দীন চণ্ডীদাস ইহা ভনে॥

(কামোদ)

শুনগো সজনি সই কি বুদ্ধি করিব।
কালিয়া কানুর লাগি অনলে পশিব॥
যাহার লাগয়ে হল এত পরমাদ।
সে জন করিল সুখ সম্পদেতে বাদ॥
সকল গোপীনী বলে আর কিবা দেখ;
সে শ্যাম নৈরাশ ভল আর কি উপেখ॥
যে জন করিত দয়া সে হল নিঠুর।
তেজিয়া বিমুখ ভেল কৈল অতিদূর॥
যমুনাতে গিয়ে চল মরিব ডুবিয়া।
এ ছার জীবন কেন থাকয়ে ধরিয়া॥
দীন চণ্ডীদাস বলে এত পরমাদ।
এখনি মিলবে কানু মিটবে বক সাধ॥

মাথুর বিরহ।

সারা বৎসরই গম্ভীরায় হাহুতাশের উষ্ণ নিশ্বাস, এবং সারাবৎসরই বিরহ-বেদনার অশ্রুজল—গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহ-রসেরই প্রকট-মূর্ত্তি। তাঁহার নয়ন ঢল ঢল ও সজল, বিরহ-পাণ্ডুর মুখচ্ছবি, পরিমৃদিত কমলের ন্যায় বিষন্ন। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস অতিবাহিত হয় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিণী শ্রীরাধার ন্যায় রাধা-ভাবকান্তি-সুবলিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর হৃদয় ঐ একভাবেই বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত। সে হৃদয়ে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় বিরহ-বেদনার আর বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। দেখিতে দেখিতে পৌষমাস চলিয়া গেল। আবার দুরন্ত মাঘমাসের

স্মৃতি প্রভুর হৃদয় জুড়িয়া বসিল। মাঘমাস আসিলেই ভক্তগণের হৃদয় উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠায় বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। এই দুরন্ত মাঘমাসেই শ্রীনবদ্বীপ আন্ধার করিয়া প্রভু সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলেন। এই মাঘেই মাধব বৃন্দারণ্য শূন্য করিয়া মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। আবার সেই মাঘ মাস আসিল, প্রভু সহসা একদিন সকাল বেলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখনও স্বরূপ বা রামানন্দ রায় গম্ভীরায় আগমন করেন নাই। গোবিন্দ দাস প্রভুকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ পরে শ্রীমদ্দাস রঘুনাথ অতর্কিতভাবে গম্ভীরায় উপস্থিত হইলেন। প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া তিনি ছুটিয়া গিয়া শ্রীমৎ স্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় মহাশয়কে লইয়া আসিলেন। ইহারা আসিয়া দেখিলেন প্রভু অচেতন ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছেন, অনেক যত্নে প্রভুর চেতনার সঞ্চার হইল কিন্তু কতক্ষণ তিনি কোনও কথাই বলিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন-কোণ হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। তিনি অতি কষ্টে বলিলেন,—স্বরূপ, গত রাত্রির শেষভাগ হইতে কেবলই মাথুর-বিরহের কথা মনে পড়িতেছে, আর উহা আমার প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে। শ্রীল চণ্ডীদাস এই লীলা অতীব প্রাণস্পর্শি ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। সে দিন রামরায় শ্রীভাগবত হইতে এই লীলা সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার ঝঙ্কার যেন এখনও আমার কাণে লাগিয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের সময়ে ব্রজবালাদের বিশেষতঃ শ্রীমতী রাধিকার যে অবস্থা হইয়াছিল এবং তিনি যে ভাবে মনের আবেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে চণ্ডীদাসেরপদ শুনিতে ইচ্ছা হয়।

শ্রীপাদ স্বরূপ আর অপেক্ষা না করিয়া তখনই গাইতে আরম্ভ করিলেন :—

ললীতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিলা ধনী রাই।
আমারে ছাড়িয়া শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
এ কথা তো কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গো
রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছানা হয়েছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিড়িয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে তো শ্যাম মধুপুরে যাবে॥
শুনিয়া রাধার কথা ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে হরষ হইল গো
ঘুচে গেল মাথুরের ভয়॥

মহাপ্রভু বলিলেন, স্বরূপ—এই পদটী অদ্ভুত! ললিতার মুখে শ্রীরাধা সংবাদ পাইলেন, অক্রুর নামে কোন এক জন মথুরা হইতে আসিয়াছেন, তিনি রাত্রিপ্রভাত হইলেই শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মধুপুরে যাইবেন। ইহা অবশ্যই ভাবী বিরহ-সূচক। শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধার পক্ষে এই দুঃসম্বাদে মূর্চ্ছিত হইবারই কথা। কিন্তু তাহা তো হইল না; তিনি কথাটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। এমনও মনে করা যাইতে পারে, যে তিনি এই কথাটায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাই হাসিয়াছিলেন, কিন্তু ললিতার মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি যাহা বলিলেন—

তাহা অদ্ভুত। তিনি বলিলেন—আমায় ছেড়ে শ্যাম মধুপুরে যাইবেন, আমি তো কখনও একথা শুনিতে পাই নাই। আমার হিয়ায় মাঝারে মন্দির আছে, সে মন্দিরে রত্নপালঙ্ক, তাহাতে অনুরাগের তুলিকা অর্থাৎ তোষক পাতা আছে। শ্যামচাঁদ সেই অনুরাগের তোষকে শুইয়া ঘুমাইতেছেন। আমার হৃদয়-মন্দির হইতে শ্যাম কোন্ পথে পলাইবেন? আমি যদি বুক চিরিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া দি, তবে তিনি যাইতে পারেন নচেৎ কেমনে যাইবেন?" ললিতা ও চম্পকলতা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বিস্ময়ের কথা বটে কি বল রামরায়?

ইহাতে শ্রীরাধাপ্রেমের প্রগাঢ়তা, তাঁহার সরলতা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসই সূচিত হইয়াছে। তিনি তখনও একথা মনে করিতে পারেন নাই যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারেন। তাঁহার নিষ্ঠাময় প্রেমে ঐরূপ বিশ্বাসের স্থানই ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাছাড়া আর কিছুই জানেন না এবং এক মুহূর্ত্ত আমা ছাড়া কোথাও থাকা কষ্টকর মনে করেন, এই অবস্থায় তিনি কি কখনও আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন? আমি যদি আপন হাতে আপন হৃদয় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের বাহির করিয়া দি, তবে তিনি যাওয়ার পথ পাইতে পারেন। কিন্তু আমার পক্ষে তো তাহা একবারেই সম্ভব নয়, তবে কৃষ্ণ কি করিয়া মথুরায় যাইবেন? শ্রীকৃষ্ণ যে বহুবল্লভ, তখনও শ্রীরাধার মনে এ ধারণা ছিল না। রামরায়, শ্রীরাধা প্রেমের লক্ষণই—দৃঢ়তা ও সরলতা।"

রামরায় বলিলেন, প্রভো এই পদটীতে প্রকৃত পক্ষেই চণ্ডীদাস ঠাকুরের কাব্য-সরসতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীরাধাপ্রেমের যে উচ্চভাবটী এই পদে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সরলবিশ্বাসময় প্রগাঢ় প্রেমের সমুজ্জ্বল

নিদর্শন। শ্রীরাধা নিজের প্রগাঢ়প্রেমের ভাবানুসারে সরল প্রাণে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, এমন প্রেমের অঙ্কুর পদদলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ একমুহূর্ত্তের তরেও কোথাও যাইতে পারিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ যে একটি বিখ্যাত শিকলীকাটা পাখী, তিনি যে ইচ্ছা করিলেই প্রেমের শিকল ছিন্ন করিয়া যথেচ্ছ চলিয়া যাইতে পারেন শ্রীরাধার সরল বিশ্বাসে এ ধারণার স্থান ছিল না। প্রভো, ইতঃপূর্ব্বে এই খানেই আমরা এই শিকলীকাটা পাখীটির সম্বন্ধে চণ্ডীদাসঠাকুরের রচিত একটি পদ শ্রীপাদ গায়ক ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ তখন মথুরার রাজা। সে গানটী এই :—

শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি
রাই ধরিল নয়ন ফান্দে।
হৃদয়-পিঞ্জরে রাখিল সাদরে
মনহি শিকলে বেন্ধে॥
তারে প্রেম সুধা নিধি দিয়ে
তারে পুষি পালি ধরাইল বুলি
ডাকিত 'জয়রাধা' ব'লে॥
এখন হয়ে অবিশ্বাসী কাঁটিয়ে আকুসী
পালায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে
কুবুজা রেখেছে ধরে॥
আপনার ধন করিতে প্রার্থন
রাই পাঠাইল মোরে।
চণ্ডীদাস ভণে তব ভজবিজে
পেতে পারে কি না পারে॥

মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন, অতি চমৎকার। কিন্তু মথুরা যাইতে শ্রী-কৃষ্ণের নিজের ইচ্ছা ছিল না। ঘটনাচক্রে তাঁহাকে যাইতে হইল। তবে একটী কথা অবশ্যই ভাবিবার বিষয় এই যে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের সময়ে গোপগোপীগণের চিত্তক্লেশ প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু প্রেমিক-প্রবর শ্রীকৃষ্ণের নয়নে বদনে বা আকারে প্রকারে বা ভাব-ভঙ্গীতে কোথাও ব্রজবিরহজনিত যাতনার লেশাভাসের চিহ্নও পরিলক্ষিত হইল না। গোপীপ্রেম একনিষ্ঠ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বহুনিষ্ঠ। সখীরা কোন সময়ে বলিয়াছিলেন "সো বহুবল্লভ সহজে দুর্ল্লভ—একা তোমার প্রাণবল্লভ নয় সে নন্দ-নন্দন।" রাসে শ্রীকৃষ্ণ নিজেও এই কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং' ইত্যাদি। কুব্জার মনোরঞ্জন ও কংস বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। কিন্তু ব্রজরসবিহার-সার-সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের সে প্রয়োজন একান্ত বহিরঙ্গ। প্রকৃত কথা এই যে সম্ভোগের পুষ্টির জন্যও বিরহের প্রয়োজন। ব্রজবালাদের প্রেমবর্দ্ধনের জন্য ও সম্ভোগপুষ্টির জন্য—প্রবাস একান্ত আবশ্যক। সে যাহা হউক স্বরূপ, মাথুর পদাবলী মর্ম্মান্তিক যাতনাপ্রদ হইলেও উহাই ভক্তগণের সাধনার প্রধান সম্বল। এ সম্বন্ধে বিদ্যাপতি ঠাকুরের ও চণ্ডীদাসের পদাবলী তোমার মুখে কতবার শুনিয়াছি কিন্তু শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নাম গুণ ও লীলা যেমন নিত্যনূতন, পদাবলীও তেমনই নিত্য নূতন। ইহার উপরে তোমার ভাবরস-সম্বলিত সুধা-মাধুর কণ্ঠের গান—প্রকৃত পক্ষেই কাণে যেন সুধা বর্ষিত হয়। স্বরূপ, সেই 'কানুমুখ হেরইতে' পদটী শুনিতে সাধ হইতেছে। স্বরূপ গাইতে লাগিলেন।

কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥

অনুমতি মাগিতে বর বিধু বদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড় ধরণী॥
আকুল কত পরবোধই কাণ।
তব নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
ইহ সব শবদ পশিল যব শ্রবণে।
অব বিরহি ধনী পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুঁহু কানুক হাত।
যতনে ধরলি ধনী আপনক মাথ॥
বুঝিয়া কহয়ে বর নাগর কাণ।
হাম নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
যবধনী পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি পুনতব ছোড়ি নিশোয়াস॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥

রামরায় বলিলেন প্রভু—কানু প্রয়োজন বশতঃ মথুরায় যাওয়া স্থির করিলেন কিন্তু প্রেয়সীদের নিকটে অনুমতি লওয়াও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিলেন তাই তিনি প্রথমতঃ শ্রীমতী রাধার সহিত দেখা করিতে গেলেন। শ্রীরাধা ইতঃপূর্ব্বেই এই দুঃসংবাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়াই ফুকুরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে ঝর ঝর অশ্রুধারা বহিয়া পড়িতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার নিকট অনুমতি চাহিলেন, তখন শ্রীরাধা অনুমতি দিবেন কি, তিনি তাহার নয়ন জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাতর কণ্ঠে কাঁদিতে গিয়া কণ্ঠের স্বর কণ্ঠেই থামিয়া গেল; তাহার কণ্ঠ স্তম্ভিত হইল, বাক্‌শক্তি রোধ হইল, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু স্রোতের বেগে বালুর বাঁধের ন্যায় সে সকলই ভাসিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ তখন বুঝিলেন কোন প্রবোধই প্রচুর নহে, তখন তিনি ছলনাপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে বলিলেন তুমি শান্ত হও—আমি মথুরায় যাইব না। শ্রীমতী ইহা শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তখন তিনি দুই হাতে শ্রীকৃষ্ণের দুইহাত ধরিয়া উহা নিজের মাথায় ধরিয়া বলিলেন তুমি আমার মাথায় হাত দিয়া বল, যে তুমি মথুরায় যাইবে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি শান্ত হও, নিশ্চয়ই মথুরায় যাইব না।" ইহাতে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমতী উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু এই প্রবোধ ছলনা মাত্র।

স্বরূপ বলিলেন, প্রভু, চণ্ডীদাস ঠাকুর ভাবী বিরহের অনেকগুলি পদ লিখিয়াছেন। সেই সকল পদের প্রত্যেকটি অতি মধুর,—কোনটী ছাড়িয়া কোনটি গাইব? যাহা হউক, কয়েকটি পদ ক্রমশঃ গাইতেছি :—

১। এই অনুমান করে গোপীগণ
আকুল হইয়া প্রাণ।
কেমনে রহিবে কহ কহ দেখি
রসিক নাগর কান॥
কহে গোপীগণ শুনহ বচন
এই সে ভালই মানি।
কৃষ্ণ ছাড়ি গেলে কি আর করিব
তবে সে তেজিব প্রাণী॥
যাহাকে না দেখি আঁখির পলকে
তবে সে মরিয়া থাকি
দেখিলে জুড়াই এ পাপ পরাণ
শুন গো মরম সখি॥

তিলেক কথন যা সনে বিরোধ
যদি বা কখনো হয়।
লাখযুগ মানি কি হয় না জানি
এমনি মনেতে ভয়॥
সে জন বিহনে বাঁচিব কেমনে
তবে কি পরাণে জীব।
আঁখি আড় হ'লে অবলার প্রাণ
তখনি মরিয়া যাব॥
যাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়াছি ডোর।
গুরু গরবিত এ হেন ব্যথিত
যত জন প্রাণ মোর॥
চণ্ডীদাস বলে শুন ধনী রাধে
ঐছন পিরীতি কার।
এমতি পিরীতি ছাড়িব কেমনে
যমুনা হইব পার॥

২। শুনহে নাগর গুণের সাগর
এই সে মহিমা তোর।
অবলা অখলে ফেলাইলা জলে
কে আর আছয়ে মোর॥
তোমার শীতল চরণ দেখিয়া
হায় এ কুলের বালা।
ছায়ার কারণে শীতল বলিয়া
তাহে ভেল এত জ্বালা॥

সিন্ধু দেখি মোরা তৃষ্ণা পাই ভোরা
পিয়াস করিতে দূর।
অধিক বাড়ল পিয়াস অন্তর
মনমথ নাহি পুর॥
ছায়ার কারণে তরুরে সেবিনু
তাপ হইল বড়ি।
চন্দন সৌরভ দূরে কতি গেল
তাপেতে জ্বলিয়া মরি॥
ফলের কারণে করিনু যতন
সেবিনু অমিয় লতা।
ফল ধরি মেলে শাখা দূরে গেল
উড়ি গেল লতা পাতা॥
নবজলধর সেবিনু যতনে
পাইতে রসের বারি।
বিন্দু না পরশি গরলের রাশি
বরিখে গোকুল পুরী॥
চণ্ডী দাস কয় এ কথা নিশ্চয়
শুনহ সুন্দরী রাধা।
আছিল সম্পদ্ বেড়িল বিপদ্
এ সুখে করল বাধা॥

রামরায় বলিলেন, শ্রীপাদ আপনার শ্রীমুখে ঠাকুর চণ্ডীদাসের ঠিক এই ভাবের আর একটী পদ শুনিয়াছি, উহা আমার মনে আছে, সে পদ কিন্তু ঠিক এই পদের অনুরূপ, যথা :—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর কপালে লিখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচল সেবিনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
কত না যতনে সাগর সেঁচিলাম
মাণিক পাবার আশে!
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদে সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস শ্যামের পিরীতি
মরমে রহিল শেল॥*

* কোন কোন পদাবলী গ্রন্থে এই পদটীতে জ্ঞানদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভাষার নমুনা ধরিয়া বিচার করিলে এই পদটীকে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া মনে করা অসঙ্গত হইবে না। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এই ধরণের ও এই ভাবের অনেক পদ দৃষ্ট হয়। অধুনা

স্বরূপ বলিলেন, রায়মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন-সময়ে ভাবী বিরহ চিন্তায় ব্রজবালাগণের উক্তিতে চণ্ডীদাসের প্রত্যেকটি পদই মর্ম্মান্তিক ক্লেশজনক। চণ্ডীদাস তদ্ভাববিভাবিত হইয়া এই সকল পদ লিখিয়াছেন অথবা অতীত জন্মে তিনি এই লীলার সাক্ষী ছিলেন। ফলতঃ প্রত্যক্ষদর্শন ভিন্ন কেবল কবির শক্তিতে এই রূপ বর্ণন সম্ভবপর নহে। এই শুনুন—

শুন হে নাগর গুণমণি। সায়রে ফেলিলে বিনোদিনী॥
একুল ওকুল নাহি তাথে। ভাসাইলে মাঝ দরিয়াতে॥
এত যদি ছিল তোর মনে। তবে প্রেম করেছিলে কেনে॥
পরিহর কি দোষ দেখিয়া। তবে তুমি যাইবে ছাড়িয়া॥
কে তোমা লইয়া যেতে পারে। স্ত্রীবধ পাতকী দিব তারে॥
সেইজন দেখিব কেমন। পরবধ করিতে যতন॥
দোষগুণ আগেতে বিচারি। তবহু যাইবে মধুপুরী॥
তুমি যাবে মধুপুর দেশ। গোপীগণে দিয়ে অতি ক্লেশ॥
যত কৈলে লহরী রসিয়া। সে সকল রহু পাসরিয়া॥
যে দিন মাধবী তরু ছায়। কি বোল বলিলে যদুরায়॥
করে দিলে শুকতি সুছন্দ। অনেক করিলে ছন্দ বন্ধ।
সঙ্গেতে আছিল এবে। কোন সাহসে ছাড়ি যাবে॥
দেখ দেখি মনে বিচারিয়া। সত্য মিথ্যা দেখহ ভাবিয়া॥

অধুনা যে কয়েকখানি চণ্ডীদাসের পদাবলী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনখানি উপযুক্ত ভাবে সম্পাদিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন নামে বসন্ত বাবু যে চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদিত করিয়াছেন সে চণ্ডীদাস অন্য কোন ব্যক্তি। তাঁহার ভাষা ও ভাব সম্পূর্ণ পৃথক।

তখন করিলে তুমি পণ। এবে কর এখন এমন॥
কহিলে যথায়ে যাবে তুমি। কহিলে তোমারে নিব আমি॥
চণ্ডীদাস কহে তাহে পুরি। নিদান কহিছে নব গোরী।

কোন এক প্রগল্‌ভা গোপী মর্ম্মান্তিক যাতনায়—কৃষ্ণকে বলিতেছেন হে নাগর, হে গুণমণি তুমি মথুরায় যাইবে শুনিলাম। একি কথা, তুমি কি বিনোদিনী শ্রীমতীকে সাগরে ভাসাইয়া যাইবে? উহাকে কুল কিনারাহীন মাঝ দরিয়াতে ভাসাইয়া যাইবে? যদি তোমার মনে এতই ছিল, তবে এ প্রেমেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? তুমি যদি ছেড়ে যাও, তবে বল, কি দোষ দেখিয়া ছেড়ে যাইতেছ? কে তোমায় লইয়া কোথায় যায়, একবার দেখাই যাউক। তাহার কি স্ত্রীবধের পাতক হইবে না? যে পর বধের জন্য চেষ্টা করিতেছে সে যে কেমন লোক, তাহা একবার দেখিয়া লইব? তোমার এ অবস্থায় মধুপুরে যাওয়া উচিত কি না, যাওয়ার পূর্ব্বে একবার সে দোষগুণের বিচার করিয়া যাওয়া উচিত। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিয়া মধুপুরে যাইবে। তুমি মধুপুরে গেলে গোপীদের যে কি ক্লেশ হইবে তাহা বুঝিয়া কার্য্য করিও। ইহাদের সঙ্গে যত কিছু রসকেলিকৌতুক করিয়া ইহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছ এক্ষণে কি সে সকল ভুলিয়া গেলে? যাত্, সে দিন মাধবী তরুর ছায়াতে বসিয়া কি বলিয়াছিলে তাহা কি ভুলিয়া গেলে? যেন আকাশের চাঁদ হাতে দিলে, কতই ছন্দ বন্ধে কথা বলিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলে? এতদিন আমাদিগকে লইয়া কতই না আনন্দ কেলিতে আমাদিগকে মজাইয়াছ এখন বল দেখি, কোন্ সাহসে ছাড়িয়া যাইতেছ? আপন মনে এই সকল বিচার করিয়া দেখ, সত্য মিথ্যা ভাবিয়া দেখ? তখন তুমি পণ করিয়া বলেছিলে, যখন যেখানে যাইবে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়ে যাইবে। এখন কোন্ সাহসে সে প্রতিজ্ঞা

ভজ করিতেছ। আমরা তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না—ছাড়িয়া দিতে পারিব না—

পাষাণ নিশান তোমার পিরীতি
ইথে কি করহ আন।
তোমার বচন ছাড়িব কেমনে
এ নব নাগরী প্রাণ॥
তুমি জল বরি আমরা শফরী
তুমি চাঁদ মোরা সুধা।
তুমি তরুবর তাহে মোরা লতা
আছিগো জড়ায়ে বাঁধা॥
তুমি নবঘন আমরা চাতক
থাকি সদা তব আশে।
তুমি বিধুবর আমরা চকোর
সুধার লালস রসে॥
তুমি হও কায়া আমরা ত্রিবলী
বেড়িয়া রহিব তাথে।
তুমি হে নয়ন আমরা কাজল
লাগিয়া রহব সাথে॥
তুমি দিবাকর আমরা কিরণ
কভু না ছাড়িব তোরে।
তুমি চন্দ্র যদি মোরা সুধা তায়
রহিব আনন্দে ঘেরে॥
তুমি জলনিধি দরিয়া অথাই
আমরা ইহার মীন।

তুমি যদি বট বটুপদ হও
আমরা পাথহ চিহ্ন ॥
তুমি যদি হও মনমথ দেবা
আমরা হইব কাম।
এরস বিরহ ব্রজবালা লাগি
দ্বিজচণ্ডীদাস গান ॥

শ্রীরূপ, শ্রীল স্বরূপের গান শেষ হইলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, শ্রীপাদ আপনি এই গান করার সময়ে যেরূপ হস্তচালনায় ও কায়িক কৌশলে এই গানের ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে চণ্ডীদাসের এই পদের কবিত্ব অতীব প্রস্ফুট হইয়াছে। চণ্ডীদাসের এই পদটীতে তাহার কবি-প্রতিভার একটী বিশিষ্টতাও প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যে কেবল আন্তরিক ভাব প্রকটনের সিদ্ধকবি তাহা নহে, বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের যে একটি সম্বন্ধ কাব্যের সূত্রে অনুস্যূত রহিয়াছে, তৎপ্রদর্শনেও তিনি সিদ্ধহস্ত।

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদগুলি বিশুদ্ধ প্রেম-কাব্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার! উহারা প্রভুর চিরআস্বাদ্য! আরও কতিপয় পদ গাইতেছি :—

তোমারে ছাড়িতে নারিব কালিয়া
যে বল সে বল মোরে।
তোমার কারণে পরাণ তেজিব
গিয়ে যমুনার নীরে ॥
মরিলে তোহারি মুরতি হইব
নন্দের নন্দন কান।
দেখিতে বেকত নহে আনমত
একথা না হবে আন ॥

নন্দের নন্দন হইব যখন
তোমারে করিব রাই।
বিরহ বেদন দিব সে ঐছন
যেমন বেদন পাই॥
পরের বেদন না বুঝ এখন
পরিণামে পাবে সাখী।
আনজন দুখ পায় কত সুখ
শুনহে কমল আঁখি॥
তোমার কারণে সব তেয়াগিল
কুলের গৌরবপণা।
শাশুড়ী ননদী বাসিত অবধি
যেমন কাণের সোণা॥
এখন বাসয়ে যেন কালকুটি
নয়নে আছয়ে নিতি।
কথায়ে ছেদনা বড়ই যাতনা
দিছয়ে এ দিন রাতি।
সকল ছাড়িলে জিসের কারণে
তাহার এমন রীতে।
হাসিয়া হাসিয়া প্রেম বাড়াইলে
ভাঙ্গিল গৃহের ভিতে॥
এখন এমন কেমন ধরণ
মথুরা যাইতে চাহ।
সব গোপীগণ করিয়াছি পণ
সবারে সংহতি লহ॥

যদি বা পরাণ পুতুলী ছাড়িল
কি আর নয়ন দুটি।
চণ্ডীদাস বলে কি হৈল গোকুলে
ঘেরল আপদ কোটি॥

গোপীরা বলিতে লাগিলেন, বঁধু আমরা যে তোমা ছাড়া আর কিছু জানি না। আমরা সর্ব্বত্রই তোমাকে দেখিতে পাই।

স্বপনে কালিয়া জাগর কালিয়া
নয়নে কালিয়া মোর।
শুইতে কালিয়া বসিতে কালিয়া
কালিয়া কলঙ্ক কোর॥
ভোজনে কালিয়া গমনে কালিয়া
কালিয়া কালিয়া বলি।
পড়ি কাল বলে কালিয়া মূরতি
ভূষণ করিয়া পরি॥

তুমি যে আমাদের সর্ব্বস্ব। তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে আমরা কেমনে প্রাণ রাখিব?

তুমি নিদারুণ নও।
তুমি ছাড়ি যাবে উচিত করিবে
নিশ্চয় করিয়া কহ॥
তখন করিলে অনেক যতন
সে সব বিসর এবে।
নাহি পড়ে মনে কদম্ব কাননে
কি বোল বলিলে তবে॥

* * *

পরের পরাণ হরিতে যতন
ঐছন তোমার রীত।
এত যদি ছিল তোমার মনেতে
তবে কেন কৈলে প্রীত॥
প্রেম বাড়াইয়া নিদারুণ হৈয়া
যাইবে মথুরা পুর।
চণ্ডীদাস বলে আকুল করিল
গোকুল অনেক দূর।

বঁধু উলটি কহত এক বোল।
নিশ্চয় মথুরা যাবে কি না তুমি
দয়া কি নাহিক তোর॥
হৃদয় কঠিন যেমন পাষাণ
তার কি আছয়ে মোহ।
তোমার কারণে এত পরমাদ
তেজিলে আনন্দ গেহ॥
কুবচন বোল তোমার কারণে
চন্দন করিয়া নিল।
পাড়ার পড়শি আপন বহসি
তাকে পরিহার দিল॥
যে বোলে সে শ্যাম পরসঙ্গ কথা
তাহারে বাসিয়ে ভাল।
শ্যাম নাম নিতে যে করে নিষেধ
তারে তেয়াগন দিল॥

আপন যে জন তারে ক'রে পর
পরেরে করিল ঘর।
তোমার কারণে এত পরমাদ
শুনহে মুরলীধর॥
পরিবাদ বলে তোমার ঘোষণা
তাহা না কহিল কত।
অনেক যাতনা গুরুর গঞ্জনা
তাহা না কহিব কত॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
বড় পরমাদ দেখি।
তুমি না হও নিঠুরহি পণা
বিমুখ ও রাঙ্গা আঁখি॥

মহাপ্রভু বলিলেন স্বরূপ—এ সকল দেখিতেছি, গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের উপরেই গঞ্জনা। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহাদের অবশ্যই ঘোরতর দুঃখ হইবে, সে দুঃখের কথা বলা অপেক্ষা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই যেন অপরাধী করিয়া তুলিতেছেন।

স্বরূপ বলিলেন প্রভু, এরূপ তো হইবারই কথা। ইহারা অবলা সরলা কুলবালা। শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগকে নানা ছন্দেবন্ধে কথা বলিয়া ভালবাসায় ও অনুরাগে ইহাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া এমন কি ইহাদের জাতিকুল-শীল নষ্ট করিয়াছেন শেষে নিজ কার্য্য সাধনের জন্য সুদূরে চলিয়া যাওয়া কি ভদ্রলোকের কার্য্য? এই আবার শুনুন গোপীরা কি বলিতেছেন:—

জাতি কুল শীল সকলি মজিল
ও রাঙ্গা চরণ-তলে।

হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া
নিদানে ডারিলে জলে ॥
তখন আনিয়া চাঁদ করে দিলে
অনেক কহিলা মোরে ।
তোমা না ছাড়িব সঙ্গে করি নিব
বলিলে মাধবানলে ॥
এবে কোথা যাও ছাড়িয়ে রাধারে
সংহিত করিয়া লও ।
বিষম দারুণ শেল বুকে বাঁধি
এবে কেন তুমি দেও ॥
আঁখি আড় হলে এখনি মরিব
এখানে দাঁড়ায়ে দেখ ।
হয় নয় এই দেখ তবে যাই
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে থাক ॥
একটি বচন কহ কহ শুনি
জুড়াক রাধার প্রাণ ।
রাই করে ধরি এক গোয়ালিনী
কহিতে লাগিল আন ॥
এমন কিশোরী নবীন কুমারী
রাখিয়ে যাইব কোথা ।
অলপ বয়সে প্রেম বাড়াইয়া
এবে দিয়ে হিয়া ব্যথা ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন সুনাগরী
ও চাঁদবদনী রাধা ।

কেমনে বঞ্চিব এ গোপ নাগরী
ইহা না করিহ বাধা।

এইরূপ ভাবী বিরহের যাতনার প্রকাশ করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মুখ-পঙ্কজের দিকে দৃষ্টি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নয়ন জলে তাহাদের বক্ষ পরিষিক্ত হইতেছিল। যমুনা-জাহ্নবীর ধারার ন্যায় নয়ন জল প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদের বসন ভিজিয়া যাইতেছিল। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে চিত্র পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাদের তৎকালিক অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের লেখনীতে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর, সরস, স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী। আমি কানড়া রাগে উহা গাইতেছি :—

শ্রীমুখ পঙ্কজ চাহি গোপীগণ
নয়নে বহয়ে লোর।
যেন সুরধুনী তরঙ্গ তেমনি
ভিজিল বসন জোর॥
গাগরি গাগরি যেন বারি ঢালি
লোচন কমল তায়।
চিত্রের পুতুলি সে নব কিশোরী
কাষ্ঠের পুথলী প্রায়॥
স্বপনে না জানি লোকমুখে শুনি
ছাড়িবে গোকুল পুরে।
মনমথ কাম ভেল সেই ধাম
এ সব করিয়া দূরে॥
তুমি কি যাইবে মধুপুর দূর
কেমনে জীবহ মোরা।

কেবল রাধার পরাণ পুথলী
কেবল নয়ন-তারা।
এখনি মরিব গরল ভখিয়া
সায়রে তাজিব প্রাণ।
রাধার মিনতি আরতি শুনিতে
দীন চণ্ডীদাস গান॥

মহাপ্রভু বলিলেন, স্বরূপ—ব্রজবালাদের এই যাতনার পদগুলি বাস্তবিকই হৃদয় বিদারক। ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল? তিনি বহুনিষ্ঠ হইলেও নিকরুণ নহেন। মথুরায় তাঁহাকে অবশ্যই যাইতে হইবে কিন্তু ইহাদিগকে কোন প্রবোধ বা সান্ত্বনা দিয়া যাইতে হইবে তো? সে সম্বন্ধে বিদ্যাপতি ঠাকুর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা তো পূর্ব্বেই তুমি শুনাইয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ যে প্রতারণাপটু তাহাতে তাহা ভালই বুঝা গিয়াছে। কবীবর চণ্ডীদাস এ সম্বন্ধে কি সাক্ষ্য দিয়াছেন?

স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন, মুনিগণের অভিমত ভিন্ন ভিন্ন বটে কিন্তু ব্রজরসের কবিগণের মতে বড় একটা বিভিন্নতা দেখা যায় না। শ্রীল বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদে যেরূপ সান্ত্বনা প্রকাশ পাইয়াছে চণ্ডীদাস ঠাকুরও সেই কথাই বলিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টতঃই বলিলেন আমি মধুপুরে যাইব না। এই শুনুন:—

শুনিয়া আভিরিণী চিত গত বোল।
মাধব কহে কেন এত উতরোল॥
হাম মাথুর নাহি করব পয়াণ।
দৃঢ়তর বচন বিচল নাহি আন॥

অবহু বিরহ দুঃখ দূরে দেহ ডারি।
কবহু না যাওব তুয়াগুণ ছোরি॥
কত পরবোধই রসময় কাণ।
যৈছে অবলা কুল প্রবোধই মান॥
সকল সমাধিয়ে চলল মুরারি।
চণ্ডীদাস তঁহি হৃদয়ে বিচারি॥

স্বরূপ বলিলেন, প্রভু, সরলা ব্রজবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের এই অলীক সান্ত্বনা-বাক্যে শান্ত হইলেন কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদের কাতর অনুনয়ে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তাঁহার মনের কথা মনে চাপা দিয়া সহাস্য বদনে তাঁহাদের সহিত প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী রাধিকা বলিলেন—তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া কেন যাইবে? আমরা তোমার কত সেবা করিব, তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া কেন মধুপুরে যাবে?

প্রাণনাথ একবার চেয়ে কহ কথা।
সে সুখ পাসর এবে তুহু মধুপুরে যাবে
রমণী মরমে দিয়ে ব্যথা॥
এমন করিবে তুমি তাহা না স্বপনে জানি
তবে কি করিনু নব লেহা।
তাপেতে তাপিনী যত তাহা বা কহিব কত
কুবচনে ভাঙ্গা এই দেহা॥
অনেক কহিলে বাণী শুন ওহে যদুমণি
সকল গোচর রাঙ্গা পায়।
এবে নিদারুণ কেনে বধিয়া রমণী গণে
কি সুখে মথুরাপুরী যাও॥

বিরলে তুলিয়া ঘর দেখাশুনা নিরন্তর
শীতল চামরে দিব বা।
কুসুম শয়নে শেষে বিচিত্র পালঙ্ক সাজে
ঝাকি ঝাকি দিব দুটি পা॥
কর্পূর তাম্বুল দিব বাটা ভ'রে পান দিব
দিব তুলি শ্রীমুখমণ্ডলে।
শ্রম নিবারণ হব এ চুয়া চন্দন দিব
চরণ পাখালি কুতূহলে॥
এ সুখ সম্পদ ছাড়ি কোথাবা যাইতে নড়ি
রহ রহ প্রাণের কানাই।
চণ্ডীদাস বলে তায় শুন ওহে যদুরায়
আমরা দাঁড়াব কোন ঠাঁই॥

গান শেষ হইল, মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন স্বরূপ, ব্রজবালারা প্রকৃতই স্বভাব-সরলা। তাঁহাদের সেবা-বুদ্ধিও স্বাভাবিকী। তাহারা বলিতেছেন প্রাণনাথ, তুমি আমাদিগকে ছেড়ে মথুরায় যেও না। তোমাকে লইয়া আমরা নির্জ্জন ঘরে থাকিব, সর্ব্বদা দেখা শুনা হবে, শীতল চামরে বাতাস দিব, বিচিত্র পালঙ্কে কুসুম শয্যায় শোয়াইব, তোমার দুইটি পা ঢেকে দিব, বাটাভরি পান দিব, তোমার শ্রীমুখ-মণ্ডলে কর্পূর তাম্বুল তুলিয়া দিব। তোমার শ্রীঅঙ্গে চুয়া চন্দন দিব. আমরা তোমার চরণ দুখানি পাখালিয়া দিব—তুমি মধুপুরী যেও না, এখানেই থাক। এ সকল সুখ সম্পদ ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ? তুমি গেলে আমরা প্রাণে মরিব।

ব্রজবালারা শ্রীকৃষ্ণকে সেবায় বশীভূত করিয়া রাখিবেন, তাঁহাকে বাটাভরা পান দিবেন, কর্পূর তাম্বুল মুখে তুলিয়া দিবেন, পা টিপিয়া

দিবেন—এত সুখ শ্রীকৃষ্ণ আর কোথা গেলে পাবেন। ইহাদের ইহা মনে হয় না যে মথুরা একটি প্রসিদ্ধ সহর; সেখানে বৃন্দাবনের বনভূমি অপেক্ষা সম্ভোগের দ্রব্য কত বেশী। ইহা তাহাদের স্বভাব সরলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

স্বরূপ বলিলেন, হাঁ প্রভু তাহাদের সরলতার তো তুলনা নাই। কিন্তু এমন সেবা-বুদ্ধিও তো কুত্রাপি নাই। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় বিলাসী উপভোগ্য দ্রব্য যথেষ্ট পাইতে পারেন, মথুরার ঐশ্বর্য্য খুবই বেশী কিন্তু মাধুর্য্য-সম্পদে বিশাল বিশ্বে শ্রীবৃন্দাবন একবারেই অদ্বিতীয়। সেবাপরায়ণতাতেও ব্রজবালাদের ন্যায় ত্রিজগতে কেহই নাই।

মহাপ্রভু বলিলেন—ঠিক কথা। গোপীদের প্রীতিমাখা সেবার ন্যায় সেবাপরায়ণতা আর কোথাও নাই। আমার কেবল তোমার এই গানটীর কথাই মনে পড়িতেছে। ব্রজবালারা শ্রীকৃষ্ণকে সেবাসুখের লোভ দেখাইয়া মথুরাগমনে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছেন, শ্রীল চণ্ডীদাসের এই বর্ণনটি অতি সুন্দর। ব্রজবালারা শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কি বল, স্বরূপ? কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাঁহারা বুঝিলেন শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনাবাক্য একবারেই অলীক। অক্রুরের রথ প্রস্তুত, দেখিতে দেখিতে সহসা শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিলেন। শকট চলিতে লাগিল। এই অবস্থায় ব্রজবালাদের উদ্বেগ যাতনা ও কার্য্যাদি সম্বন্ধে শ্রীল চণ্ডীদাস কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা শুনিতে সাধ হইতেছে। উহা অবশ্যই মর্ম্মদাহী হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু ব্রজলীলার উহা একটি নিদারুণ ব্যাপার। ব্রজবালাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের উহা একটি প্রধান অঙ্গ। রসশাস্ত্রে উহা "ভবন্" বিরহ নামে অভিহিত হইয়াছে।

স্বরূপ বলিলেন, প্রভু সে ব্যাপার প্রকৃতই মর্ম্মদাহী। ইহা সহ্য

করা কঠিন। তাই আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। কিন্তু প্রভুর যখন শ্রবণেচ্ছা হইয়াছে তখন গাইতেই হইবে।

রাতি প্রভাত হইল, এদিকে ব্রজপল্লীতে মহা হুলস্থূল—প্রকাশ পাইল অক্রুর শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে মথুরায় লইয়া যাইতেছেন। এই মর্ম্মান্তিক বিষম নিদারুণ সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন শ্রীরাধা ও ব্রজবালাগণ গৃহের বাহিরে রাজপথে একবারেই রথের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের মুখে ভীষণ উদ্বেগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল, লোচন-যুগল বিস্ফারিত, অশ্রুধারাপ্লুত, দেহ অবসন্ন, যেন দাঁড়াইতেও অসমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণের সময়ে শ্রীরাধাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন :—

শুন ধনি রাই কহি তুয়া ঠাঁই
না কর বিষাদপণা।
তোমার হৃদয়ে আছি গো সদাই
তাহাতো আছয়ে জানা॥
তুমি রসময়ী তোমা কিছু কই
শুন গো আমার বাণী।
পরবশ হৈয়া যাইতে হইল
পুন সে আসিব ধনি॥
রথের উপরে যখন বৈঠল
রসিক নাগর ধারী।
অঙ্গুলী তুলিয়া দেখায় রসিয়া
বসি একি হেন ঠারি॥
হেনক সময় সারথী তুরিত
চালায়ে সুন্দর রথ।

সব গোপীগণ হইয়া মিলন
সবে আগুলিল পথ ॥
দুবাহু পসারি নবীন কিশোরী
পড়ল রথের তলে।
যাহ যাহ দেখি রাধারে মারিয়া
সকল গোপিনী বলে ॥
পড়ল রথের চাকার সম্মুখে
অবলা অখলা রামা।
বধ করি যাহ এ সব গোপিনী
জানিল তোমার প্রেমা ॥
চণ্ডীদাস দেখি রাধার হুতাশ
বিরহ বেদন চিত।
গিয়া শ্যাম পাশে করজোড় করি
বুঝাইছে কোন রীত ॥

আরও শুনুন :—

কেহ কোথা রহে কানুর বিরহে
ধুলায় ধুসর তনু।
গোকুল ছাড়িয়া অনাথ করিয়া
কোথায়ে যাইবে কানু ॥
কে আর করিবে দয়া মোহ অতি
কারে সে করিব মান।
আর না শুনিব শ্রবণ পুরিয়া
মধুর বাঁশরী তান ॥

ইহাই বলিয়া বরজ রমণী
পড়লহি কতহি ঠামে।
উচ্চস্বর করি কাঁদে ব্রজনারী
করিয়া তাহার নামে॥
কেহ রথ হাতে ধরিয়া রহয়ে
কেহ কারে নাহি দেখি।
কেহ কার পানে চাহিয়ে বদনে
মোরে না দেখায় আঁখি॥
ধরণী উপরে চিত্রের পুথুলী
বরজ রমণী ধনী।
নাহিক নিশ্বাস, নাহি কোন ভাব
কপালে ভুকর হানি॥
কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ পরশিয়া
পড়েন ঐছন গীতি।
কোথায় পড়ল আভরণ ভার
তাহা সে না জানে কাতি॥
কেহ বা যমুনা কিনারে পড়ল
যেখানে উঠিল রথ।
সেখানে রহল যত গোপনারী
আগুলি রহল পথ॥
কেহ কার মুখে বারি ঢালি দেই
চেতনা নাহিক হোয়ে।
উর্দ্ধ বাহু করি ধুলায় পড়িল
চণ্ডীদাস তহি রহে॥

ইহার পরে শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, উহা এই :—

এত বলি বিনোদিনী রাই। ক্ষেণে ক্ষেণে ধরণী লোটাই ॥
অচেতনা চেতন না পায়। শ্যাম পানে নয়ন স্থাপয় ॥
ক্ষণে আঁখি মুদি রহে রাই। পুনরায় পথ পানে চায় ॥
তব চাঁদ-মুখের বয়ান। ভেল যেন আঁধার মৈলান ॥
হতাশ পাইয়া চন্দ্রমুখী। সদা শ্যামরূপ খেণে দেখি ॥
সোনার পুতুলী যেন লুঠে। অবনীতে যেন চাঁদ উঠে ॥
বয়ানেতে নাহি কিছু ভাষ। চরণে লুটায় চণ্ডীদাস ॥

শ্রীরাধা বলিলেন,—শঠ, এই কি তোমার কথা। তুমি রাত্রে বলিলে মধুপুরে যাইব না, আর রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে আমাদিগকে ছেড়ে যাইতেছ। এই বলিতে বলিতে আকুলভাবে ধরণীতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছু কাল তাঁহার চেতনার চিহ্ন মাত্রও দেখা গেল না। অর্দ্ধ চেতনার ভাবে বিস্ফারিত নয়নে শ্যাম পানে চাহিয়া রহিলেন আবার তৎক্ষণাৎ নয়ন মুদিলেন, আবার পথ পানে চাহিয়া রহিলেন, চাঁদ মুখের বয়ান স্তব্ধ হইল, মুখ অধিকতর মলিন হইয়া উঠিল। তিনি হাহুতাশে হাহাকার করিতে করিতে শ্যামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সোনার পুতুলী ধুলায় লুণ্ঠিত হইল যেন ধরায় চাঁদ লুটাইয়া পড়িল। তিনি আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, ধরাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীরাধাকে এই অবস্থায় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে মথুরায় গমন করিলেন। ব্রজবালাগণ শ্রীরাধাকে অচেতন অবস্থায় গৃহে আনয়ন করিলেন।

শ্রীপাদ স্বরূপের শ্রীমুখে শেষের গানটী শুনিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীমৎ রামানন্দ প্রভুর বহির্বাসের অঞ্চল দিয়া তাঁহার অশ্রুসিক্ত বদনমণ্ডল মুছাইয়া

দিলেন। শ্রীরূপ কাতর নয়নে প্রভুর শোক বিষন্ন শ্রীমুখ-পঙ্কজের দিকে অনিমিক লোচনে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে মহাপ্রভু একটুকু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বলিলেন স্বরূপ শ্রীরাধার এই দুঃসবিরহ বেদনা মনে করিতে গেলেই হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে। মহাভাবময়ী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণমাত্র বিরহও সহিতে পারেন না। মুহূর্ত্তমাত্র সময় তাঁহার নিকটে যুগ-যুগান্তরের বিরহ-যাতনা বলিয়া অনুভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে তাঁহার যে কিরূপ যাতনা হইয়াছিল তাহা ধারণার অতীত। শ্রীপাদ চণ্ডীপাদ ও শ্রীপাদ বিদ্যাপতি ঠাকুর মাথুর বিরহের যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন আমি তোমার গানে সেই সকল পদের মধ্যে যেগুলি সময়ে ২ শুনিয়াছি* তাহাতেই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। তোমার ও রামরায়ের তখন সেই দশাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেই দুঃসহ বিরহ-বেদনাসূচক পদ শ্রবণে এখন আর আমার সাহস হইতেছে না। ঐ সকল পদ যেন আগ্নেয়গিরির ভীষণ উচ্ছ্বাস। আমি দিবানিশি ঐ ভাবেই দগ্ধ হইতেছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহা অসহ্য হইলেও, অতীব জ্বালাময় হইলেও ভক্তগণ উহা শ্রবণে ইচ্ছা করেন—তপ্তইক্ষু চর্ব্বণে মুখ জ্বলিয়া যায় তথাপি ইক্ষুরসপায়ী যেমন উহা ত্যাগ করিতে পারে না, ভক্তগণেরও সেই অবস্থা দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, উহা আবার কোন সময়ে শ্রবণ করিব। এখন তুমি একটি মিলন গানে এখনকার জন্য উপসংহার কর, কি বল শ্রীরূপ!

শ্রীরূপ করযোড়ে বলিলেন, প্রভুর বিরহ বিষন্ন শ্রীমুখ-পঙ্কজ দর্শনে সকলেই অস্থির হইয়া পড়েন। ভক্ত ভক্তমাত্রেই ঐ অবস্থা সন্দর্শনে অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন অথচ প্রভুর ইচ্ছার প্রতিকুলে কাহারও কিছু

---

* মৎপ্রণীত নীলাচলে ব্রজমাধুরী গ্রন্থে উহা বর্ণিত হইয়াছে। পুনরুক্তি আশঙ্কায় এখানে আর উহা প্রকাশ করা হইল না।

বলিবার সাহস হয় নাই। আমি শ্রীপাদ স্বরূপ ঠাকুরের শ্রীপদে এই কথাই বলিব বলিয়া মনে করিতেছিলাম। দয়াময় নিজেই সে আদেশ করিয়া আমাদের প্রাণের বাসনা প্রকাশ করিলেন; ভালই হইল। এখন শুভ-সম্মিলনের একটী পদে মধুরভাবে উপসংহার করিলে সকলেই তৃপ্ত হইবেন। শ্রীপাদ স্বরূপ তখন মিলনের পদ ধরিলেন :—

হেনক সময়ে এক সখী আসি
হাসি হাসি কহে কথা।
উঠ উঠ ধনি ও চাঁদবদনী
ঘুচাহ মনের ব্যথা॥
তব দুরদিন সব দূরে গেল
উঠিয়া বৈসহ রাই।
তোমার মাধব নিকটে আওল
দেখহ নয়নে চাই॥
এসব বারতা শুনি শুভকথা
আনন্দে পুরিল হিয়া।
চকিত নয়নে চাহিছে সঘনে
সম্মুখে দেখল পিয়া॥
এস এস বলি দুটী বাহু তুলি
হাসিয়া কহয়ে কথা।
চির দিনে বিধি মিলায়ল নিধি
ঘুচিল মনের ব্যথা॥
সব সখী মেলি জয় হুলা হুলি
দেয়ল দুহার পাশ।
আনন্দ সাগরে দেখিয়া বিভোর
গুণ গায় চণ্ডীদাস॥

আমরাও এইস্থলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের জয়ধ্বনি করিয়া এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিলাম।